সারপ্রাইজ
জন্মদিনে মেসিকে কেক কেটে চমক সতীর্থদের
৯

সংবাদ প্রতিদিন

এডুস্কোপ
মিসলেনিয়াসে ম্যাজিক দেখাও
৬

sangbadpratidin.in
epratidin.in
১০ আষাঢ় ১৪৩৩
৫.০০ টাকা
*
বড়জোড়া সংস্করণ বৃহস্পতিবার | ২৫ জুন ২০২৬
আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৮°/৩৪° সর্বাধিক ১০ পাতা

তারাতলায় তাসের ঘর

গুদাম ভেঙে মৃত ৫ ● উদ্ধারে দ্রুত সেনা তলব মুখ্যমন্ত্রীর

বিপর্যয় তারাতলায় গুদামের ছাদ ভাঙার পরে ধ্বংসস্তূপ। প্রাণ বাঁচাতে একযোগে কাজ সব উদ্ধারকারী দলের। বুধবার অমিত মৌলিকের লেন্সে।

স্টাফ রিপোর্টার : তারাতলায় গুদাম ভেঙে ভয়াবহ বিপর্যয়। অন্তত জনা ৪০ শ্রমিক চাপা পড়লেও কেন্দ্র ও রাজ্যের এজেন্সিগুলি হাতে হাত মিলিয়ে দ্রুত উদ্ধারে নামায় কমানো গেল মৃতের সংখ্যা। তবুও রাত পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৫। আহত অবস্থায় উদ্ধার ২১। আরও কয়েকজনের চাপা পড়ে থাকার আশঙ্কা। গাফিলতির দায়ে গ্রেপ্তার ৩।

বুধবার দুপুরে বন্দর এলাকার তারাতলার ট্রান্সপোর্ট ডিপো রোডের নির্মীয়মাণ বাণিজ্যিক ভবনের গুদামের ছাদ ভেঙে ভয়ংকর বিপর্যয়। মৃতদের মধ্যে রাত পর্যন্ত রোহিত চৌধুরি (৪০) ও কৃষ্ণ চৌধুরি (৩০)কে শনাক্ত করা গিয়েছে। এই বিপর্যয়ের পর উদ্ধারকাজে বেনজির তৎপরতা দেখাল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উদ্যোগে দ্রুত ঘটনাস্থলে নামল সেনা। কলকাতা পুলিশ, দমকল, ডিএমজি, সিভিল ডিফেন্সের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে নামল কেন্দ্রের এনডিআরএফ, সেনা। কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ তৎপরতায় সারারাত ধরে চলে উদ্ধারকাজ। ঘটনার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। পুলিশ কমিশনার ও অন্য পুলিশকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। নিজেই দীর্ঘক্ষণ থেকে উদ্ধারকাজ মনিটরিং করেন মুখ্যমন্ত্রী।

পুলিশ ও দমকল জানিয়েছে, এদিন দুপুর ১২টা ৭ মিনিট নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটে। ৬ হাজার ৬৮৯ বর্গমিটার জায়গা জুড়ে তৈরি হচ্ছিল একটি সংস্থার তিনতলা গোডাউন। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, এদিন দোতলার ঢালাইয়ের কাজ চলছিল। তখনই লোহার বিম কাঁপতে শুরু করে। মেরামতি ও ঢালাইয়ের জন্য শ্রমিকদের বেশিরভাগই ভিতরে ছিলেন। তখনই প্রচণ্ড শব্দ করে তিনতলা ওই নির্মীয়মাণ গোডাউনের তিনটি তলার ছাদ ধসে পড়ে। হুড়মুড়িয়ে ভেঙে যায় লোহার বিম, সিমেন্টের চাঁই ছড়িয়ে পড়ে। বেঁকেও যায় বিম। ইস্পাতের করোগেটেড শিটের উপর প্রায় সাত ইঞ্চির কংক্রিট ঢালাই করে তৈরি হয়েছিল ছাদ। তিনটি তলার ছাদ একটির উপর আরেকটি ধসে পড়ে। তার তলায় চাপা পড়েন ঠিকাদারের আওতায় কর্মরত শ্রমিকরা। শব্দ শুনে প্রথমেই ছুটে আসেন এলাকার বাসিন্দারা। ক্রমে আসে তারাতলা থানার পুলিশ, লালবাজারের পুলিশবাহিনী, দমকল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কোথাও দেখা যায় কাটা হাত, কোথাও বা কাটা পা। আবার দেহও দেখা যায়। আবার শোনা যায় গোঙানিও। ৬টি বাহিনী একসঙ্গে আটটি জায়গায় উদ্ধারকাজ করতে থাকে। পুলিশ কুকুর ও ড্রোনের সাহায্যে খোঁজ চলে আটকে থাকা মানুষের। সেনাবাহিনী জানিয়েছে, বিহার রেজিমেন্টের চার কলাম সেনা ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্ট অথরিটির মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানান, বন্দরের পক্ষে ক্রেন, গ্যাস কাটার ও অ্যাম্বুল্যান্স সঙ্গে সঙ্গে পাঠানো হয়। বন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বেহরা ব্রাদার্স ৬ হাজার ৬৮৯ বর্গমিটার

পাঁচের পাতায়

ময়নাতদন্ত

- বন্দর কর্তৃপক্ষের জমি লিজ নিয়ে ২০ হাজার বর্গফুট এলাকা জুড়ে বেহরা ব্রাদার্স তিনতলা গুদাম তৈরি করছিল।
- নির্মাণের নকশায় বড়রকমের ত্রুটি ছিল বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে।
- তৃণমূল পরিচালিত কলকাতা পুরসভা কীভাবে এই নকশার অনুমোদন দিয়েছে তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজে তদারকিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

ত্রুটিপূর্ণ প্ল্যানেই দুর্ঘটনা : শুভেন্দু

কেন্দ্র-রাজ্য হাতে হাত, কমল মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : বিল্ডিং প্ল্যানেই ছিল গুরুতর ত্রুটি। তার জেরেই ভেঙে পড়েছে তারাতলার গুদাম। বুধবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘প্রাথমিকভাবে কেএমসির ইঞ্জিনিয়াররা জানিয়েছেন যে, প্ল্যান ত্রুটিযুক্ত।’’ কেএমসি জানিয়েছে, চলতি বছরের ১৭ জানুয়ারি এই বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এরপরই শুভেন্দু জানান, নতুন সরকার আসার আগে যে সমস্ত প্ল্যান কলকাতা পুরসভা অনুমোদন দিয়েছে, তার অডিট হবে। আপাতত কলকাতা পুর এলাকার সমস্ত নির্মীয়মাণ বহুতলে কাজ বন্ধ। বিশেষ করে বাণিজ্যিক ও জলাভূমি বুজিয়ে যে সব নির্মাণ হয়েছে বলে সন্দেহ, তার প্রতিটি প্ল্যান খতিয়ে দেখা হবে। অডিট টিম ছাড়পত্র দিলে তবেই ১ আগস্ট থেকে ফের কাজ শুরু করা যাবে। মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে পূর্ত, সিভিল ডিফেন্স, ফায়ার, কলকাতা পুলিশ ও কেএমসি-র আধিকারিকদের নিয়ে তৈরি এই অডিট টিম সাইট প্ল্যান, বিল্ডিং প্ল্যান খতিয়ে দেখার পাশাপাশি ‘স্পট’ ভিজিট করে রিপোর্ট তৈরি করবেন। কলকাতা মেট্রো এবং বন্দর এলাকার যে সমস্ত লিজ জমিতে কাজ হচ্ছে, তা দেখার জন্য তাদের সহযোগিতা নেওয়া হবে। আওতার বাইরে থাকবে জরুরি পরিষেবা সংক্রান্ত নির্মাণকাজ। পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর চাইলে হাওড়া ও বিধাননগরেও এই অডিট করতে পারে। তাঁর আক্ষেপ, ‘‘টাকার বিনিময়ে এগুলো হলে তার ফল এমনই হয়।’’ অন্যদিকে শুভেন্দুর দাবি, সেনাবাহিনী ও রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দল হাতে হাত মিলয়ে কাজ করায় কমেছে মৃত্যুর সংখ্যা। আগের আমল হলে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ডাকা যেত না বলে জানিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘‘আপনি আর্মিকে ডাকবেন না? এনডিআরএফ-কে ডাকবেন না? ডিসাস্টার হলে এই কো-অর্ডিনেশন তো আগে ছিল না। কে কেন্দ্র, কে রাজ্য, কে কোন দলের, কে কোন সরকারের, এসব ভাবনাচিন্তা করে হত।’’ আগের আমলের বিপর্যের উল্লেখ করে শুভেন্দুর কটাক্ষ, ‘‘গার্ডেনরিচের ঘটনা ভুলে গিয়েছেন না কি? একটা লোককেও তো জীবন্ত বের করে আনতে পারেননি। ১৩ জনের ১৩ জনই মারা গিয়েছিলেন। ৭২ ঘণ্টা ধরে রেসকিউ চালিয়েছিলেন।’’

আজ বিশ্বকাপে

কুরাসাও বনাম আইভরি কোস্ট
ফিলাডেলফিয়া, বৃহস্পতিবার রাত ১.৩০

ইকুয়েডর বনাম জার্মানি
নিউ জার্সি, বৃহস্পতিবার রাত ১.৩০

জাপান বনাম সুইডেন
ডালাস, শুক্রবার ভোর ৪.৩০

তিউনিশিয়া বনাম নেদারল্যান্ডস
কানসাস সিটি, শুক্রবার ভোর ৪.৩০

তুরস্ক বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
লস অ্যাঞ্জেলেস, শুক্রবার সকাল ৭.৩০

প্যারাগুয়ে বনাম অস্ট্রেলিয়া
সান ফ্রান্সিসকো, শুক্রবার সকাল ৭.৩০

সরাসরি জি স্পোর্টস নেটওয়ার্কে

এক ঝলক

বিদেশে যেতে আর্জি অভিষেকের

কলকাতা : চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাত্রার অনুমতি চেয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু বুধবার জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদনে সাড়া দেয়নি কোর্ট। দেশেও চিকিৎসা হতে পারে বলে কোর্টের পর্যবেক্ষণ। ২৯ জুন ফের মামলাটির শুনানি হতে পারে।

আগাম জামিন খারিজ দেবরাজের

কলকাতা : চারমাসের শিশুসন্তান থাকায় তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক, সঙ্গীতশিল্পী অদিতি মুন্সিকে আগাম জামিন দিলেও, তাঁর স্বামী তৃণমূল কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তীর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। বুধবার এই মামলায় বিচারপতির নির্দেশ দেবরাজকে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে।

মোদিকে আমন্ত্রণ ইরানে

তেহরান : ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের শেষকৃত্যে আমন্ত্রিত নরেন্দ্র মোদি। ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মৃত্যুর চার মাস পর শেষকৃত্যানুষ্ঠান হতে চলেছে। ৯ জুলাই, মাশহাদ শহরে সমাধিস্থ হবেন খামেনেই।

ওম বিড়লা আসছেন

কলকাতা : নতুন বিধায়কদের প্রশিক্ষণ দিতে কলকাতায় আসছেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। এছাড়াও প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত থাকবেন বেশ কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভার অধ্যক্ষরা। ৩ ও ৪ জুলাই দুদিন বিধানসভায় নতুন বিধায়কদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রথম দিনেই থাকবেন লোকসভার অধ্যক্ষ।

নাগরিক-নথি নয় পাসপোর্ট

নয়াদিল্লি : পাসপোর্ট ভারতের নাগরিকত্ব প্রমাণের নথি হিসাবে গ্রাহ্য নয়। বুধবার, ১৪তম ‘পাসপোর্ট সেবা দিবস’ উপলক্ষে এক বিশেষ বিবৃতিতে এ কথা জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। তাদের মতে, পাসপোর্টকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ‘ট্র্যাভেল ডকুমেন্ট’ বা ‘ভ্রমণ সংক্রান্ত পরিচয়পত্র’ হিসাবে গণ্য করা যায়।

‘ভাবলাম ভূমিকম্প, কী করে বাঁচলাম!’

রাজেন্দ্র রাও
উদ্ধার হওয়া শ্রমিক

বুধবার সকাল থেকে আকাশ মেঘলা থাকলেও বৃষ্টির ছিটেফোঁটাও ছিল না। সেদিনই এমন কাণ্ড! সকাল থেকেই লোহার কাঠামোটা অস্বাভাবিকভাবে দুলছিল। দুপুর তখন বারোটা-সাড়ে বারোটা। মুহূর্তের মধ্যে সবসুদ্ধ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল। যেন বিশাল একটা হাতির পায়ের তলায় চাপা পড়ে গেলাম। তারপর আর কিচ্ছু মনে নেই। গ্রামে তেমন চাষের কাজ নেই। শ্রমিকের কাজ করতাম। শুনেছিলাম কলকাতার এখানে একটা গুদাম হবে। গত দেড় বছর ধরে কাজ চলছিল। লোহার বিম আগেই বসানো হয়ে গিয়েছিল। উপর থেকে ঢালাই হয়ে হয়ে কাজ নামছিল। এখানে যারা কাজ করত কেউ সুন্দরবনের, কারও বাড়ি জগদ্দলে। কেউ কৃষ্ণনগরের। সকাল থেকে দুলছিল কাঠামোটা। শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যে সকাল থেকে ফিসফাস। ‘‘এটা এমন দুলছে কেন।’’ আমরা তো আর ইঞ্জিনিয়ার নই। কিছু বুঝে ওঠার আগেই চোখে অন্ধকার। সবসুদ্ধ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল। চাপা পড়লাম সবাই। বুঝে উঠতে উঠতেই প্রথম কয়েক মিনিট কাবার। চাপা পড়ে থাকা অবস্থায় আমার প্রথম মনে পড়েছে বাড়ির লোকের কথা। আর বোধহয় বেঁচে ফেরা হবে না। কতক্ষণ চাপা পড়েছিলাম মনে নেই। বুকের উপর অসহ্য চাপ। চোখ ভিজিয়ে নোনতা স্রোত নামল ঠোঁটের কোনায়। বুঝলাম রক্ত। আশপাশ থেকে লোকের গলার আওয়াজ পাচ্ছিলাম। সবাই চিৎকার করছে। ‘‘বহত বড়া হাদশা। তুরন্ত মদত কে লিয়ে আগে আও।’’ সেখান থেকে কীভাবে বেরোলাম ভগবান জানেন। তবে এটা একটা নতুন জীবন।

লেখকের ছবি : সুখময় সেন

দেহ উদ্ধার ধ্বংসস্তূপ থেকে। বুধবার। —অমিত মৌলিক

তামান্না খুনে গ্রেপ্তার দুই, তদন্তে গতি

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর আশ্বাসের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অ্যাকশনে পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার, ডায়মন্ডহারবার ও নিজস্ব সংবাদদাতা, কৃষ্ণনগর : সন্তানহারা মায়ের সুবিচারের আর্জি শুনে মঙ্গলবারই আশ্বাস দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পরে বিধানসভায় নারী নির্যাতনে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে ভাষণে তাঁর সেই আশ্বাস হয়ে ওঠে অঙ্গীকার, ‘‘তামান্নার মা বিচার পাবেন।’’ তার পর ২৪ ঘণ্টা না কাটতেই অ্যাকশনে পুলিশ। নদিয়ার কালীগঞ্জে উপনির্বাচনে জয়ের পর তৃণমূলের বিজয় মিছিল থেকে ছোড়া বোমায় বছর দশেকের তামান্না খাতুনের মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশ আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করল মঙ্গলবারই গভীর রাতে। ধৃতদের নাম জিয়ারুল শেখ ও সাবির শেখ। মুর্শিদাবাদের রেজিনগর এবং নদিয়ার পলাশিপাড়া এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে কালীগঞ্জ থানার পুলিশ। এক বছর আগের ওই ঘটনায় এ পর্যন্ত ১১ জন ধরা পড়লেও এই অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারি নিয়ে পুলিশ এতদিন গড়িমসি করছিল বলে অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর আশ্বাস অনুযায়ী দ্রুত পদক্ষেপ করায় আপ্লুত তামান্নার মা।

মঙ্গলবারই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সুবিচারের আবেদন জানিয়েছিলেন কাকদ্বীপের বুদাখালির দীপঙ্কর দাস। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নতুন করে আশার আলো খুঁজে পেলেন তিনিও। আট বছর আগে দীপঙ্করের বাবা-মা সিপিএম সমর্থক দেবু দাস ও উষারানি দাসকে বুদাখালির বাড়িতেই জীবন্ত পুড়িয়ে মারার অভিযোগ ওঠে স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য ও তার শাগরেদদের বিরুদ্ধে। এতদিন স্রেফ এড়িয়ে চললেও মঙ্গলবার রাতভর অভিযানে সেই পুলিশই এবার অন্য ভূমিকায়! তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য অমিত মণ্ডল-সহ ১০ জন তৃণমূল কর্মীকে গ্রেপ্তার করল সুন্দরবন জেলা পুলিশ।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবারই তৎপর হন তামান্না খুনের তদন্তকারীরা। কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের ডিএসপি শিল্পী পাল বলেন, ‘‘বাকি যারা অধরা রয়েছে তাদেরকেও যত দ্রুত সম্ভব গ্রেপ্তার করা হবে।’’ মঙ্গলবার তামান্নার মৃত্যুর এক বছর পার হওয়ার দিনেই তাঁর মা সাবিনা ইয়াসমিন সুবিচার চেয়ে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁকে আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। সাবিনা এদিন বলেন, ‘‘বাড়ি ফিরে আসতে না আসতেই মুখ্যমন্ত্রী সঠিক কাজটা করেছেন। এতদিন ধরে আমি দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি, কিন্তু বিচার পাইনি। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা যে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সেটা প্রমাণ হয়ে গেল। আশা করি বাকি অপরাধীরাও দ্রুত গ্রেফতার হবে।’’

দীপঙ্কর জানিয়েছেন, ২০১৮-র পঞ্চায়েত নির্বাচনের রাতে কেটারিংয়ের কাজ সেরে বাড়ি ফিরে বাবা-মাকে দগ্ধ হয়ে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। বাবা-মাকে খুনের অভিযোগে ১২ জনের বিরুদ্ধে তিনি পুলিশের কাছে এফআইআর দায়ের করেন। কিন্তু পুলিশ তাদের কাউকে ধরেনি। সেই আঘাত সয়েই হাই কোর্টের আইনজীবী দীপঙ্কর এখন কাকদ্বীপ আদালতে নিজের মামলা নিজেই লড়ছেন।

RP - Sanjiv Goenka Group
Growing Legacies
CESC LIMITED

আমরা গর্বিত
কারণ এই তালিকার
সবচেয়ে নীচে
আমাদের নাম আছে

দেশের প্রধান মেট্রো শহরগুলির বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থাগুলির তুলনায় CESC ইউনিট প্রতি বিদ্যুৎ অন্যতম কম গ্রস অ্যাভারেজ ট্যারিফ-এ সরবরাহ করে। আমাদের বেসিক ট্যারিফ বিগত ৯ বছরেরও বেশি সময় ধরে অপরিবর্তিত রয়েছে।

শহর	পরিষেবা	GROSS AVERAGE TARIFF* (₹/kWh)
দিল্লি	NDMC	10.25
আহমেদাবাদ	TPL	9.41
বেঙ্গালুরু	BESCOM	9.14
দিল্লি	TPDDL	8.68
মুম্বাই	BEST	8.31
দিল্লি	BRPL	8.25
মুম্বাই	AEML	7.95
দিল্লি	BYPL	7.95
কলকাতা	CESC	7.91

*বর্তমান গ্রস অ্যাভারেজ ট্যারিফ ৩১ মে, ২০২৬ অনুসারে।
সরকারি ভর্তুকি (যদি থাকে) এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়।

visit: www.cesc.co.in
Follow us on

বিমান মাশুল প্রতিকপি : ত্রিপুরা, অসম ১ টাকা।
সংবাদ প্রতিদিন, বৃহস্পতিবার ২৫ জুন ২০২৬

ধ্বংসস্তূপে হাহাকার

এক ঝলক

‘কোরাম’ নিয়ে

■ **স্টাফ রিপোর্টার:** ‘কোরাম’ থেকে কোনওক্রমে রক্ষা বিধানসভার অধিবেশন। তারাতলার বিপর্যয় সবে ঘটেছে। মন্ত্রীদের দেখা যাচ্ছে পরপর ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন। দুপুর গড়াতে আচামকাই দেখা যায় বাকি মন্ত্রী-সহ বিজেপির বিধায়কদের আসন কার্যত শূন্য। বসে রয়েছেন হাতে গোনা ৩-৪ জন মন্ত্রী ও জনা ১৫ বিধায়ক। বিষয়টির নিয়ে অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের মুখ্য সচেতক আখরুজ্জামান। অধিবেশন চলাকালীন ৬ জন মন্ত্রী না থাকলে ‘কোরাম’ করাই রীতি। গুরুত্ব বুঝতে পেরে অধ্যক্ষও কারণ জানতে চান। কেন এই অবস্থায় ‘কোরাম’ বা বিধানসভার কাজ স্থগিত করা হবে না জানতে চান বিরোধীরা। শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় তখন জানান, মন্ত্রীদের অনেকে তারাতলার ঘটনাস্থলে গিয়েছেন। তবে বাকি বিধায়কদের অধিবেশন কক্ষে দ্রুত আসতে বলা হচ্ছে। একদিনের জন্য বিষয়টিতে ছাড় দেওয়ার আবেদন করেন। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে কক্ষে ঢোকেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ও পরিষদীয় মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ-সহ আরও কয়েকজন মন্ত্রী ও জনা বিশেক বিধায়ক। তবে অধিবেশনের কাজ আর স্থগিত করা হয়নি।

মানস কোর্টে

■ **স্টাফ রিপোর্টার:** চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগে রক্ষাকবচ চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। বুধবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে এই মামলার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। আবেদন মঞ্জুর করে আদালত। আগামী সপ্তাহে শুনানির সম্ভাবনা। চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে মানসের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। এর পর থেকেই মানস কোথায় আছেন, বলতে পারছিলেন না কেউই। এর পরে বুধবার আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। রাজ্যে পালাবদলের পরে তৃণমূলের অন্য সব শীর্ষ নেতাদের মতোই দলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতে শুরু করেছেন মানস।

ফেরাল আর্জি

■ **স্টাফ রিপোর্টার:** চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাত্রার অনুমতি চেয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু বুধবার তাঁর জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদনে সাড়া দিল না কলকাতা হাই কোর্ট। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, সোমবারের আগে তিনি এই আবেদনের শুনানি করবেন না। আদালতের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ, দেশের মধ্যেও অনেক জায়গা রয়েছে। সেখানে চিকিৎসা করা যায়। আগামী সোমবার, ২৯ জুন ফের আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিষয়টি উত্থাপন করতে জানিয়েছে আদালত। চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে চেয়ে মঙ্গলবারই আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন অভিষেক।

স্বস্তি মিমির

■ **স্টাফ রিপোর্টার:** হাই কোর্টের নির্দেশে আপাতত স্বস্তিতে টলি অভিনেত্রী, তথা প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ মিমি চক্রবর্তী। বিজেপি নেতা তনয় শাস্ত্রীর দায়ের করা এফআইআরের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিলেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ। আদালত জানিয়েছে, আপাতত পরবর্তী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। গত ২৫ জানুয়ারি বনগাঁ পুরসভার নয়া গোপালগঞ্জ যুবক সংঘের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পারফর্ম করতে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী। রাত পৌনে ১২ টা নাগাদ তিনি মঞ্চে ওঠেন। অভিযোগ, মিমির গানের মাঝেই ক্লাবের অন্যতম কর্মকর্তা তনয় শাস্ত্রী হঠাৎ স্টেজে উঠে পড়েন। গান থামিয়ে মিমিকে মঞ্চ থেকে নেমে যাওয়ারও নির্দেশ দেন তিনি। জনসমক্ষে এমন আচরণের জেরে চূড়ান্ত অপমানিত বোধ করেন মিমি। ঘটনার পরপরই বনগাঁ থানায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন। মিমির করা লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার হন তনয়। পরবর্তীতে জামিনে মুক্তি পেয়ে বিজেপিতে যোগ দেন তিনি। শুধু তাই নয়, জেল থেকে বেরিয়ে তনয় শাস্ত্রী মিমি চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ২০ লক্ষ টাকার মানহানির মামলাও করেন।

শুভেন্দুর সঙ্গে আবেগের সম্পর্ক, ফের জল্পনা শুরু মহুয়া মন্তব্যে

স্টাফ রিপোর্টার: বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল কংগ্রেসের দুই শিবিরের টানাপোড়েনের মধ্যে কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে ঘিরে এবার নতুন জল্পনা শুরু। আর এই রাজনৈতিক চর্চার নেপথ্যে খোদ মহুয়ার এক সাক্ষাৎকারে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে আবেগঘন মন্তব্য। মহুয়া বলেছেন, শুভেন্দুর সঙ্গে তাঁর যেমন ‘আবেগের সম্পর্ক’ রয়েছে তেমনই রাজনৈতিক জীবনের এক কঠিন সময়ে শুভেন্দুই তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিলেন। তাঁর কথায়, ‘‘ব্যক্তিগত স্তরে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। আমরা যখন তৃণমূলে একসঙ্গে ছিলাম, তখন উনি আমাকে অনেক সাহায্য করেছিলেন। ২০১৪ সালে আমার লোকসভা ভোটে টিকিট পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাইনি। নাম ঘোষণার পর সারা রাত কেঁদেছিলাম। তখন শুভেন্দুই আমাকে সাহস জুগিয়েছিলেন। না বোন, আমি আছি তোমার সঙ্গে।’’ বিবিসি-কে দেওয়া ওই সাক্ষাৎকারে মহুয়া সরাসরি ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের কথাও তুলে ধরেছেন। বলেছেন, ‘‘করিমপুর থেকে যখন প্রথম ভোটে দাঁড়াই, তখন দলের কোনও বড় নেতা প্রচারে আসেননি। আমার সমর্থনে সেদিন প্রথম সভাটি করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। এখনও সেই ছবিগুলো রয়েছে। সেই মঞ্চে সেদিন শুধু আমি আর শুভেন্দুই ছিলাম।’’ তৃণমূলের ভাঙনের প্রশ্নেও শুভেন্দুর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ। এরপরই তিনি অবশ্য বলেন, ‘‘অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে যদি বাপি হালদার বা শতাব্দী রায়ের সমস্যা ছিল, তাঁরা আগে বলতে পারতেন, তাঁরা লোকসভা ভোটে না লড়লেও পারতেন।’’ ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণা শেষে মহুয়া বলেছেন, ‘‘আজ অবশ্য শুভেন্দু অন্য দলে, তাই আগের মতো কথা হয় না। কিন্তু তিনি আমাকে যে সাহায্য করেছিলেন, তা আমি কোনওদিন ভুলতে পারব না। আর সেকথা অস্বীকারও করব না।’’ লোকসভায় দলের ২০ সাংসদ একসঙ্গে অন্য দলে যাওয়ায় তৃণমূলের সংসদীয় শক্তি অনেকটাই কমেছে। এমন তীব্র টানাপোড়েনের প্রেক্ষাপটে মহুয়ার শুভেন্দুকে ঘিরে মন্তব্য নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ফের জোর জল্পনা শুরু হয়েছে।

পিএমশ্রী-র জন্য বাছাই ৮৫০ স্কুল

স্টাফ রিপোর্টার : পিএমশ্রী স্কুলের তালিকা চূড়ান্ত করল স্কুলশিক্ষা দফতর। রাজ্যের প্রায় ৮৫০টি স্কুলকে বাছাই করা হয়েছে। দু’-একদিনের মধ্যেই কেন্দ্রকে তালিকা পাঠাবে নবান্ন। দফতরের দাবি, সাধারণত রাজ্যের পাঠানো তালিকাতেই সিলমোহর দেয় কেন্দ্র। এক্ষেত্রেও তা হবে বলে মনে করছে বিকাশ ভবন। অর্থ বরাদ্দ হলেই শুরু হবে ‘পিএমশ্রী’ (প্রধানমন্ত্রী স্কুলস ফর রাইজিং ইন্ডিয়া) মডেল স্কুলের কাজ। পিএম নাম যুক্ত থাকায় আগের রাজ্য সরকার এই প্রকল্প গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ। পালাবদলের পর ১৫ মে দিল্লিতে কেন্দ্রের স্কুল শিক্ষামন্ত্রকের সঙ্গে রাজ্যের স্কুলশিক্ষা দফতরের মউ স্বাক্ষরিত হয়। সেখানেই জাতীয় শিক্ষানীতি মেনে পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্প চালু করায় দু’পক্ষই সহমত হয়। ঠিক হয়, রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে অন্তত দু’টি করে মডেল স্কুল তৈরি হবে। পরিকাঠামো থেকে শিক্ষার পদ্ধতি, সর্বত্রই মডেল হিসাবে পরিচিত হবে স্কুলগুলি। আশপাশের স্কুল পড়ুয়াদেরও সার্বিক বিকাশে সাহায্য করবে ওই সব স্কুল। স্কুলগুলিকে মডেল হিসাবে বানাতে মোট টাকার ৬০ শতাংশ দেবে কেন্দ্র, ৪০ শতাংশ রাজ্য। স্কুলশিক্ষা দফতর সূত্রের খবর, প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক মিলিয়ে প্রায় ১২,৩১০টি স্কুল এই প্রকল্পে যুক্ত হওয়ার উপযুক্ত বলে তালিকা প্রকাশ করেছিল স্কুলশিক্ষা দফতর। সেখান থেকে প্রায় ৮৫০টি স্কুল বেছে নেওয়া হচ্ছে।

বন্দি প্রাণ

জীবন-মৃত্যুর লড়াই। ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার শ্রমিক। তারাতলায়। —সুখময় সেন

ভুল নকশাতেই কি তারাতলা বিপর্যয়?

স্টাফ রিপোর্টার : ভুল নকশার ফলেই কি বিপর্যয়? তদন্ত শুরুর পর এই উত্তর খুঁজছেন লালবাজারের গোয়েন্দারা। তারাতলায় নির্মীয়মাণ গোডাউনের ছাদ ভেঙে একাধিক মৃত্যু ও বহু আহত হওয়ার ঘটনার তদন্ত শুরুর পর বিশেষজ্ঞদের সঙ্গেও আলোচনা করতে চলেছেন লালবাজারের গোয়েন্দারা। তবে প্রাথমিক তদন্তের পর গোয়েন্দাদের ধারণা, গোডাউন তৈরির নকশায় কিছু ভুল ছিল। এদিন গোয়েন্দারা বেহরা ব্রাদার্সের নিউ আলিপুরের অফিসে যান। যাঁর নামে লিজ নেওয়া হয়েছে, সেই শম্ভু বেহরাকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে। উদ্ধার করা হয় নকশা। ওই নকশা অনুযায়ী নির্মাণের কাজ হয়েছিল, না কি নকশায় ভুল ছিল, সেই নকশা কে অনুমোদন করেছিল, গোয়েন্দা পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রথমে লোহার বিমের কাঠামো তৈরি করা হয়। তার উপর করোগেটেড ইস্পাতের শিট বসানো হয়। সেই শিটের উপর সাত ইঞ্চির কংক্রিটের ঢালাই হয়। তিনতলা ও একতলায় ঢালাইয়ের পর দোতলার ঢালাই শুরু হওয়ার সময়ই বিপর্যয় হয়। এদিন বিভিন্ন সময় বিম কাঁপছিল। এমনকী, এই ক্ষেত্রে হাওয়ার চাপও পরীক্ষা করা জরুরি। কারণ হাওয়ার চাপ ও মাটির কারণেও লোহার বিম বেঁকে যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে লোহার বিম বিভিন্ন জায়গায় বেঁকে গিয়েছে। কংক্রিটের অতিরিক্ত ভার ওই লোহার বিম নিতে পারেনি বলে ধারণা গোয়েন্দাদের। আবার ওই নির্মাণের সামগ্রীর মান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সেই ক্ষেত্রে কংক্রিটের সিমেন্ট, লোহার রড, বিমের নমুনা ফরেনসিক ও বিশেষজ্ঞ সংস্থার কাছে পাঠানো হবে। ঘটনাস্থলও ফরেনসিক ও বিশেষজ্ঞ সংস্থা পরিদর্শন করবে বলে জানিয়েছে লালবাজারের সূত্র।

এদিকে, পুলিশ জেনেছে, বেহরা ব্রাদার্সের পক্ষ থেকে ঠিকাদারি সংস্থা আয়ান ট্রেডার্সের উপর নির্মাণের ভার দেওয়া হয়। ওই সংস্থাটি ভার দেয় অন্য ঠিকাদার কমল সামন্তকে। প্রায় এক বছর ধরে চলছে এই কাজ। কিন্তু জানুয়ারি থেকে আসগর হোসেন নামে এক ঠিকাদারের উপর কাজের ভার দেওয়া হয়। ওই ঠিকাদার তৃণমূল কংগ্রেস নেতা আনোয়ারের ঘনিষ্ঠ বলে পুলিশের কাছে খবর এসেছে। সেই কারণেই তাঁকে এই কাজ দেওয়া হয়। বুধবার দুপুরে ঢালাইয়ের কাজ দেখার জন্য ঠিকাদার আসগর হোসেন ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন বলে পুলিশের কাছে খবর এসেছে। কিন্তু ঘটনার পর থেকে তিনি নিখোঁজ। সেই ক্ষেত্রে তিনি ওই ধ্বংসস্তূপে আটকে রয়েছেন নাকি কোনওমতে বের হতে পেরেছেন, মোবাইলের সূত্র ধরে তা জানার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

জুটমিলের কাজ গিয়েছিল, এবার প্রাণও গেল যুবকের

স্টাফ রিপোর্টার, বারাকপুর: জুটমিলের চাকরি গিয়েছিল ছ’মাস আগে। তারপর সংসার চালাতে কালঘাম ছুটেছে বছর তিরিশের কৃষ্ণ চৌধুরির। যেখানে কাজ মিলেছে, সেখানেই গিয়েছেন। সম্প্রতি তারাতলায় একটি পাইপলাইন প্রকল্পে ওয়েল্ডিংয়ের কাজে যোগ দিয়েছিলেন ভাটপাড়ার ওই শ্রমিক। বুধবার নির্মীয়মাণ কারখানায় ছাদ ধসের ঘটনায় মৃত্যু হল তাঁর। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্যকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ ভাটপাড়ার পূর্বাশা এলাকা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভাটপাড়া পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্বাশা এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণ দীর্ঘদিন ভাটপাড়া রিলায়েন্স জুটমিলে কাজ করতেন। প্রায় ছ’মাস আগে ছাঁটাই হওয়ার পর থেকেই অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে পরিবার। বৃদ্ধা মা-সহ পরিবারের একাধিক সদস্য তাঁর আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। সংসারের খরচ চালাতে জুটমিলের বাইরে বিভিন্ন ধরনের শ্রমের কাজ করতে শুরু করেন তিনি। পরিবারের সদস্যরা জানান, দু’দিন আগে তারাতলার একটি পাইপলাইন প্রকল্পে ওয়েল্ডিংয়ের কাজে যোগ দিয়েছিলেন কৃষ্ণ। মৃতের ভাই সরবান চৌধুরি বলেন, ‘‘আমাদের এখনও দেহ দেখতে দেওয়া হয়নি। পুলিশ সমস্ত নথিপত্র তৈরি করে রাখতে বলেছে।’’

পুলিশের না, যেতেই পারলেন না ফিরহাদ

স্টাফ রিপোর্টার: পোর্টের লিজ নেওয়া জমিতে নির্মাণ শুরুর পর মাত্র ৫ মাসের মাথায় বুধবার বেলা ১২টা ৭ মিনিটে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছে তারাতলার তিনতলা গুদাম। দুর্ঘটনায় কয়েকজন মারা গিয়েছেন, নিচে চাপা পড়ে আছেন আরও কয়েকজন শ্রমিক। এমন মর্মান্তিক খবর পেয়েই দুর্ঘটনার ঘণ্টাখানেক পরই তারাতলায় পৌঁছতে যান স্থানীয় বিধায়ক তথা প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। কিন্তু

■ **অফিসাররা জানিয়ে দেন, ‘‘এলাকায় ক্ষোভ বাড়ছে, আগে ৮০ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলরকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে মানুষ।’’**

দুর্ঘটনাস্থলের কাছাকাছি যেতেই তাঁকে আটকে দেয় পুলিশ। ফিরহাদকে অফিসাররা জানিয়ে দেন, ‘‘এলাকায় মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে, কিছুক্ষণ আগে স্থানীয় ৮০ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর আনোয়ার খানকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে সাধারণ মানুষ। তাই আপনি দুর্ঘটনাস্থলে যাবেন না, এলাকায় গেলে সমস্যা হতে পারে, নতুন করে অশান্তি হতে পারে।’’ বস্তুত এরপরই গাড়ি ঘুরিয়ে গোডাউন ভেঙে দুর্ঘটনায় জখম শ্রমিকদের দেখতে সরাসরি এসএসকেএম হাসপাতালে পৌঁছন ফিরহাদ। দেখা করেন চিকিৎসক ও জখমদের পরিজনদের সঙ্গেও। পরে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সেনা, দমকল, এনডিআরএফ ও পুলিশের সমন্বয়ে বর্তমান রাজ্য সরকারের উদ্ধারকার্য পরিচালনার ভূয়সী প্রশংসা করেন প্রাক্তন মেয়র। উল্লেখ্য, গত জানুয়ারি মাসে এই গোডাউনের নকশা মেয়র ফিরহাদের নেতৃত্বে চলা কলকাতার তৃণমূল পুরবোর্ড অনুমোদন দিয়েছিল। প্রশ্ন উঠেছে, অনুমোদিত এই নকশায় নাকি নির্মাণের সময় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে গলদ ছিল? তদন্তে সেই গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি খতিয়ে দেখা হবে বলে এদিন সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন।

তারাতলায় বিপর্যয়ের পর এসএসকেএমে আহতদের দেখতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়, পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। —অপ্রতিম পাল

বেজে গেল ফোন

হাসপাতালে এসে জানলেন, প্রিয়জন নেই

স্টাফ রিপোর্টার: তারাতলায় ভেঙে পড়েছে নির্মীয়মাণ গুদাম। তার তলায় চাপা পড়েছেন জনা পঞ্চাশ শ্রমিক। বুধবার সকালে আলোর থেকেও দ্রুতবেগে এ খবর ছড়িয়েছে।

যাঁদের বাড়ির লোক কাজ করছিলেন সেখানে, দ্রুত ফোন করেছেন। ঠিক আছে তো সব? বেজে গিয়েছে ফোন। ধরেনি কেউ। কেউ ফোন করে সুইচড অফ পেয়েছেন।

একবুক দুশ্চিন্তা নিয়ে দৌড়ে এসেছেন এস এস কে এম চত্বরে। কেউ খবর পেয়েছেন, মাথায় গুরুতর চোট পেয়ে বাড়ির লোক চিকিৎসাধীন। এরই মধ্যে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিক সম্মেলন করে মৃতদের নাম ঘোষণা করেছেন। সেখানে বাড়ির লোকের নাম শুনে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন সরবন চৌধুরি। তাঁর দাদা কৃষ্ণ চৌধুরি কাজ করতেন তারাতলার ওই অভিশপ্ত গোডাউনে। সরবনের কথায়, ‘‘দাদা ভাটপাড়ায় একটা জুটমিলে কাজ করত। সেই জুটমিল বন্ধ হয়ে গেল। তিনটে বাচ্চা। খাওয়াবেন কী। বাধ্য হয়েই এই নির্মীয়মাণ গুদামে ওয়েল্ডিংয়ের কাজ নিল। আজ দুপুরে টিভিতে দেখলাম, তৈরি হতে হতে সেই গুদামটা ভেঙে পড়েছে। দৌড়ে এসে শুনলাম, দাদাই আর নেই।’’ চোখের জল মোছেন সরবন। বউদিকে কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। ‘‘তিনটে বাচ্চা, মা অসুস্থ। সংসারটা কী করে চলবে। সরকারকে বলব, একটু দেখুন।’’

অত বড় ভগ্নস্তূপ সরিয়ে উদ্ধারকাজ করা সহজ কথা নয়। গ্যাসকাটার, ক্রেন দিয়ে লোহা কেটে, সিমেন্টের চাঙড় সরিয়ে উদ্ধার করা দেহগুলো সব সিমেন্টে চোবানো। দুপুর থেকে রাত। একের পর এক অ্যাম্বুল্যান্স এসে দাঁড়িয়েছে ট্রমা কেয়ার সেন্টারের সামনে। স্ট্রেচারে করে যাঁদের নামানো হয়েছে সবার চোখ-মুখ-নাক সব সিমেন্টে মাখামাখি। চোখের পাতা ঢেকে মুঠো মুঠো ধুলোয়।

দুপুরে ঘটনাস্থলে আসেন রাষ্ট্রমন্ত্রী সুমনা সরকার। ট্রমা কেয়ার সেন্টারে রোগীদের চিকিৎসা খতিয়ে দেখেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী চিকিৎসক শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। প্রাক্তন মেয়র ও বিধায়ক ফিরহাদ হাকিম। স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম। দ্রুত অ্যাম্বুল্যান্সে চাপিয়ে ট্রমা কেয়ার চত্বরে এনে দেখা গিয়েছে, পাঁচজনের দেহ নিশ্চল, অসাড়। বহুক্ষণ আগেই থেমে গেছে ধুকপুক। এই খবর প্রকাশিত হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ৫ মৃতের মধ্যে শনাক্ত করা গিয়েছে তিনজনকে।

কৃষ্ণ চৌধুরি (৩০), রোহিত চৌধুরি (৪০), রাহুল চৌধুরি (১৭)। দু’জনের দেহ ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে এমনই তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে যে চেনা যাচ্ছে না চোখ-মুখ। ঘটনার আকস্মিকতায় অনেকে এতটাই মুহ্যমান প্রিয়জনকে শেষ দেখতে পারেননি। মৃত রোহিত চৌধুরির দিদি সীমা চৌধুরি বুক চাপড়ে কেঁদেছেন এস এস কে এমের ট্রমা কেয়ার সেন্টারের সামনে। মৃতের তালিকায় নিজের ভাইয়ের নাম দেখে কথা হারিয়ে ফেলেছেন সীমা। ‘‘কাল রাত দশটাতেও ফোন করল। বলল, দিদি দেখা হবে। চব্বিশ ঘণ্টাও হয়নি। এর মধ্যে সব শেষ।’’ এস এস কে এমে চিকিৎসাধীনের তালিকায় অনেকেই সংকটজনক। আহত রাজেশ রুইদাসের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। শরীরের বিভিন্ন জায়গার হাড় ভেঙে গিয়েছে রামপ্রসাদ চৌধুরির।

তারাতলায় দুর্ঘটনাস্থলে উদ্ধারকাজে জোর তৎপরতা। বুধবার বিকেলে। —সুখময় সেন

তোলাবাজি-সিন্ডিকেট

অদিতি মুন্সির আগাম জামিন, তবে দেবরাজ অস্বস্তিতেই

স্টাফ রিপোর্টার : তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক, সংগীতশিল্পী অদিতি মুন্সিকে আগাম জামিন দিলেও, তাঁর স্বামী তৃণমূল কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তীর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। বুধবার এই সংক্রান্ত মামলায় নির্দেশ প্রসঙ্গে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর পর্যবেক্ষণ, অদিতির ৪ মাসের একটি শিশুসন্তান রয়েছে। তাই এই অবস্থায় তাঁর আগাম জামিন মঞ্জুর করা হচ্ছে। তবে তাঁকে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। আপাতত তিনি বিদেশে যেতে পারবেন না। নিম্ন আদালতে পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে। এ ছাড়াও, আপাতত বাগুইআটি থানা এলাকায় ঢোকার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আদালত। কোনও সাক্ষীকে প্রভাবিত করা যাবে না। অন্য দিকে, তাঁর স্বামীকে তদন্তে সহযোগিতা করতে বলেছেন বিচারপতি সেনগুপ্ত। তবে তাঁকে আগাম জামিন দেওয়া হচ্ছে না। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজারহাট-গোপালপুর কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের টিকিটে জিতে বিধায়ক হন সংগীতশিল্পী অদিতি। তাঁর স্বামী দেবরাজ বিধাননগর পুরসভার প্রভাবশালী কাউন্সিলর বলেই পরিচিত। অভিযোগ, বিগত ৫ বছরে ওই দম্পতির আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তি, অর্থপাচার ইত্যাদির অভিযোগ ওঠে। নির্বাচনী হলফনামায় সম্পত্তির পরিমাণ কম দেখানোর অভিযোগও ওঠে তৃণমূল প্রার্থী অদিতির বিরুদ্ধে। একইসঙ্গে, তৎকালীন বিধায়ক অদিতি এবং তাঁর স্বামী ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে অন্তত ১০০ কোটি টাকার সম্পত্তি বেনামে এবং আত্মীয়-পরিচিতদের নামে হস্তান্তরিত করেছেন বলেও অভিযোগ। এছাড়াও বিধাননগর এলাকায় তোলাবাজি, সিন্ডিকেট চালানো, জমি দখলের মাধ্যমে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে রাজনীতিক দম্পতির বিরুদ্ধে। সম্প্রতি কলকাতা হাই কোর্টেই রাজ্যের তরফে দাবি করা হয়েছে, অদিতিদের কালিম্পঙে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল। কিন্তু ভোটের আগে ওই অ্যাকাউন্ট ছাড়া আরও কয়েকটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে সমস্ত টাকা সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। এ-ও বলা হয়, দেবরাজের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত দু’জন গ্রেপ্তার হয়েছেন। কাউন্সিলর নিজে ২০২১ সালে ভোট-পরবর্তী হিংসার মামলাতেও অভিযুক্ত।

বিএলও-রা জনগণনায়

স্টাফ রিপোর্টার: বিএলও হিসাবে কর্মরত শিক্ষকদের ২০২৭ সালের জনগণনায় গণনাকারী হিসাবে নিয়োগ করা হবে। আর তা করতে একাধিক জেলায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের জানানো হয়েছে, তাঁদের অধীনস্থ যেসব শিক্ষক বর্তমানে বুথ লেভেল অফিসার হিসাবে কাজ করেছেন, তাঁদের ২০২৭ সালের জনগণনার জন্য গণনাকারী হিসাবে চিহ্নিত ও নিযুক্ত করা হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, জনগণনা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনগত ও জাতীয় কর্মসূচি। তাই সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের সময় সময় প্রশিক্ষণ, মাঠপর্যায়ের কাজ, তথ্য সংগ্রহ, তদারকি এবং জনগণনা সংক্রান্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালনের জন্য ডাকা হতে পারে। আগস্ট মাস থেকে শুরু হচ্ছে জনগণনার কাজ। ইতিমধ্যেই জেলায় জেলায় তার প্রস্তুতির জন্য জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নবান্নের তরফে। এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের জনগণনার কাজে প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়মিত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য শিক্ষা দপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধানদেরও পূর্ণ সহযোগিতা করার নির্দেশ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যাতে শিক্ষকরা কোনও বাধা ছাড়াই জনগণনার দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

কর্মসমিতির বৈঠকের দাবি আচার্যর দরবারেই?

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

■ **১ বছরের স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করতে চাইছে বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু কর্মসমিতির বৈঠক না-হওয়ায় সেই কাজ থমকে।**

স্টাফ রিপোর্টার : আড়াই মাস কর্মসমিতির বৈঠক হয়নি। আটকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক কাজ। এই অচলাবস্থা কাটাতে এবার দ্রুত বৈঠকের দাবি তুললেন বিভাগীয় প্রধানরা। আগামী শুক্রবার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিবস উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আসার কথা আচার্য তথা রাজ্যপাল আর এন রবির। তাঁর সামনেই বিষয়টি উত্থাপন করে সরব হওয়ার কথা ভাবছেন বিভাগীয় প্রধানরা।

কর্মসমিতির শেষ বৈঠক হয়েছে ৪ এপ্রিল। ২২ মে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংগঠন জুটা কর্মসমিতির বৈঠক দ্রুত ডাকার দাবিতে উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি দেয়। কিন্তু উপাচার্য সাড়া দেননি বলে অভিযোগ। এবার তাই সরাসরি আচার্যর কাছেই দরবারের পরিকল্পনা।

রাজ্যে পালাবাদলের পর রীতিমতো বিজ্ঞপ্তি জারি করে সরকার পোষিত ও অনুদানপ্রাপ্ত সব দফতর ও প্রতিষ্ঠানের কমিটি থেকে মনোনীত সদস্যদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয় নবান্ন। উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী হওয়ার পর জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ফের বিবেকের ডাকে সাড়া দিয়ে মনোনীত সদস্যদের পদত্যাগের কথা মনে করিয়ে দেন। এমনকী আচার্য মনোনীত সদস্যদেরও ইস্তফা দিতে বলেন মন্ত্রী। ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, এই পরিস্থিতিতে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মসমিতি বা পরিচালন সমিতির বৈঠক নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। থমকে গিয়েছে বহু কাজ। নেওয়া যাচ্ছে না অনেক সিদ্ধান্ত। সোমবার লোকভবনে আচার্যের সঙ্গে বৈঠকেও রাজ্যের প্রায় সব উপাচার্য এই সমস্যার অবতারণা করেন। সূত্রের খবর, উচ্চশিক্ষা দফতর থেকে এবং সম্প্রতি আচার্য ও উপাচার্যদের এই বৈঠক করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাহলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেন ওই বৈঠক ডাকছে না? এ বিষয়ে জানতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যকে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। জানা গিয়েছে, নতুন ‘জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০’ অনুযায়ী, ১ বছরের স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করতে চাইছে বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু কর্মসমিতির বৈঠক না-হওয়ায় সেই কাজ থমকে। দেশি-বিদেশি বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মউ স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত ঝুলে। নতুন কমিটি না-হওয়ার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণের কাজও আটকে। নিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তও নেওয়া যাচ্ছে না। বুধবারও চিঠি দিয়েছে জুটা।

শুভেন্দুর হস্তক্ষেপে এক সপ্তাহেই হবে চাকরি, সুরাহা মিলল মৃত পুলিশকর্মীর স্ত্রীর

দরবারে দু'মিনিটেই সমাধান ৭ বছরের সমস্যার

স্টাফ রিপোর্টার ও নিজস্ব সংবাদদাতা : মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে এসে দু'মিনিটেই সমাধান হয়ে গেল সাত বছরের সমস্যার। মানবিক মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সহযোগিতায় ৭ দিনেই হবে চাকরি, এমনই আশ্বাস মিলল বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের মৃত পুলিশ কর্মীর স্ত্রী মীনাক্ষী দাসের। ৭ বছর আগে অন ডিউটি অবস্থায় মৃত্যু হয়েছিল পুলিশকর্মী অয়ন দাসের। তাঁর স্ত্রী মীনাক্ষী স্নাতক। স্বামীর চাকরিটি তাঁর পাওয়ার কথা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর শুধু একটি সইয়ের প্রয়োজন ছিল। এতদিন হয়নি। এতদিন ধরে শুধু একটা সইয়ের জন্য মীনাক্ষীকে এক টেবিল থেকে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছিল প্রশাসনের দরজায়। চরম আর্থিক সঙ্কটে দিন কাটছিল। আর বুধবার মাত্র দু'মিনিটে এই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দরবারে। মীনাক্ষীদেবীকে জানিয়ে দেওয়া হল, সই হয়ে যাবে। ৭দিনের মধ্যে কমপ্যাশনেট গ্রাউন্ডে চাকরি পাবেন মীনাক্ষী। আর তা জানিয়ে দিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীই। ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে সমস্ত পেপার জমা দিয়েছিলেন নবান্নে। তারপর এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে ঘুরপাক খেয়েছেন বলে তাঁর দাবি। শেষদিকে নবান্নের আধিকারিকরা নাকি বিরক্তির সঙ্গে মীনাক্ষীদেবীকে বলেছিলেন, 'আপনি এইভাবে বারবার আসবেন না। আপনার গতিবিধি সিসিটিভিতে রেকর্ড হচ্ছে।' এরপর চোখের জলে আর্থিক অনটনের সঙ্গে লড়াই করেছেন তিনি। আর বুধবার সল্টলেক বিজেপি অফিসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জনতার দরবারে এসে দু'মিনিটেই হয়ে গেল মীনাক্ষী দাসের সমস্যার সমাধান। মুখ্যমন্ত্রীর সই হয়ে ৭দিনের মধ্যেই কমপ্যাশনেট গ্রাউন্ডে চাকরি পাবেন তিনি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবারে এসে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন এক মহিলা। ২৭ বছর ধরে নাকি একাধিক সম্পত্তি দখল করে রেখেছেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিবাদ করায় অত্যাচার করা হয়েছে! পালাবদলের পর এবার সেই সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার আশায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দ্বারস্থ হলেন ৮০ হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাসিন্দা রঞ্জনা হাজরা। বুধবার সকালে সল্টলেকে মুখ্যমন্ত্রীর 'জনতার দরবার'-এ হাজির হন ক্যানসার আক্রান্ত ওই মহিলা। তাঁর অভিযোগ শুনে মুখ্যমন্ত্রী সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন বলেই জানিয়েছেন অভিযোগকারিণী। রঞ্জনাদেবী জানান, "হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে আমার কিছু পৈতৃক সম্পত্তি রয়েছে। ১৯৯৯ সাল থেকে সেগুলো দখলের চেষ্টা করে চলেছেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। একটি জায়গা দখল করে প্রথমে ব্যবসা করেন। পরে সেখানে বাড়িও করেছেন। এছাড়া আরও একাধিক সম্পত্তি দখলের চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন তিনি বোনের পর বদল। কিছু দখল করতে সক্ষমও হয়েছেন।" মহিলা বলেন, "আমি আজ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে সবটা বললাম। চিঠি দিয়েছি। উনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন বিষয়টা দেখবেন তিনি। লোক পাঠিয়ে অভিযোগ খতিয়ে দেখবেন বলেও কথা দিয়েছেন। আশা করি এবার কাজ হবে।"

পাশাপাশি আরেকটি ঘটনায় অসুস্থ সন্তানের জন্য লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টের প্রয়োজন ছিল একটি পরিবারের। সেক্ষেত্রেও রাজ্য হেলথ স্কিম থেকে তাৎক্ষণিক ৫লক্ষ টাকা দিল্লির হাসপাতালে ট্রান্সফার করার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিকে, নিজের হাতে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি এঁকে জনতার দরবারে এসেছিলেন অশোকনগরের দশম শ্রেণির ছাত্রী সুইটি মণ্ডল। মা, দিদি ও জামাইবাবুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল ছাত্রীটি। সুইটির হাতের আঁকা ছবি মুখ্যমন্ত্রী গ্রহণ করেছেন এবং আশীর্বাদও করেছেন তাঁকে। আপ্লুত ছাত্রীটির পরিবার।

জনতার দরবারে সল্টলেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রয়েছেন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় ও শশী অগ্নিহোত্রী।

১ জুলাই থেকে অঙ্গনওয়াড়ি 'পেপারলেস'

স্টাফ রিপোর্টার: অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের কাজের চাপ কমাতে এবং পরিষেবাকে আরও ডিজিটাল ও স্বচ্ছ করতে বড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। আগামী ১ জুলাই ২০২৬ থেকে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ব্যবহৃত ১১টি কাগজের রেজিস্টার বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে টিকাকরণ সংক্রান্ত গ্রাম স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও পুষ্টি দিবস (ভিএইচএসএনডি) অংশের রেজিস্টার এই সিদ্ধান্তের আওতার বাইরে থাকবে। আইসিডিএস-এর জারি করা নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক এবং রাজ্যের মহিলা ও শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের অনুমোদনক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্রের কাজ কমবে এবং পোশন ট্র্যাকার অ্যাপের মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণ ও নজরদারি আরও কার্যকর হবে। সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে নিয়মিতভাবে পোশন ট্র্যাকারের নির্দিষ্ট তথ্যক্ষেত্রে তথ্য আপডেট করতে হবে। একই সঙ্গে জেলা কর্মসূচি আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পোশন ট্র্যাকারে তৈরি করা বিশেষ ঘরে কোন কোন কাগজের রেজিস্টার বাস্তবে বন্ধ করা হয়েছে, তা নথিভুক্ত করতে হবে। প্রশাসনের মতে, এই পদক্ষেপের ফলে অঙ্গনওয়াড়ি পরিষেবার তথ্যভাণ্ডার সম্পূর্ণ ডিজিটাল হবে এবং শিশু ও মাতৃকল্যাণ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্পের তথ্য আরও দ্রুত ও নির্ভুলভাবে পাওয়া যাবে। ২৩ জুন জারি হওয়া এই নির্দেশ ইতিমধ্যেই জেলার প্রশাসনিক কর্তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ১১টি কাগজের রেজিস্টার হল আইসিডিএস প্রকল্পের অধীনে শিশুদের পুষ্টি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য লিখে রাখার জন্য নির্দিষ্ট ১১টি খাতা। এই রেজিস্টারগুলির মাধ্যমে প্রসূতি মা থেকে শুরু করে ৬ বছর পর্যন্ত শিশুদের সম্পূর্ণ রেকর্ড রাখা হয়। তারমধ্যে রয়েছে পরিবার বিবরণী রেজিস্টার, পুষ্টি বিতরণ রেজিস্টার, ভিটামিন এ রেকর্ড রেজিস্টার, মাসিক ও বার্ষিক সারসংক্ষেপ রেজিস্টারের মতো ১১টা কাগজের রেজিস্টার। নবান্নসূত্রে খবর, আগামীদিনে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের এই কাগজের ঝক্কি কমাতেই নয়া নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে।

■ **অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বন্ধ কাগজের রেজিস্টার।**

কড়া আক্রমণ নয়, সমালোচনাতেও নরম

উত্তাপহীন বাজেট বিতর্ক, সুফল দেখছে বিরোধী শিবিরও

স্টাফ রিপোর্টার: বাজেট নিয়ে তর্কহীন আলোচনা। কিন্তু বিধানসভার সেই সামান্য আলোচনা পর্বেও কতই না রাজনীতির রং। সরকারপক্ষের বিধায়করা তো বাজেটকে সমর্থন করবেনই। কিন্তু একেবারে সাম্প্রতিক চর্চায় উঠে আসা 'আসল তৃণমূল' এবং 'কালীঘাট তৃণমূল'-এর কোনও বিধায়কই সেভাবে আক্রমণাত্মক হলেন না। শোনা গেল না তেমন সমালোচনা। শুধু তাই নয়, তৃণমূলের বিধায়কই বললেন, ডবল ইঞ্জিন সরকার পেয়েছে রাজ্য। তার সুফলও প্রাথমিকভাবে দেখিয়েছে বাজেট। সরকারকে সময় তো দিতেই হবে। তা সে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে ভিড়ে যাওয়া কানাইয়ালাল আগরওয়াল কিংবা দীনেন রায়, সমীর জানা সকলেই ঘুরিয়ে বাজেটের প্রশংসা করে বক্তব্য রাখলেন। দীনেনবাবু আবার কিছু সময় ব্যয় করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে তিনি দীর্ঘদিন চেনেন এবং ছোট আঙারিয়া থেকে নেতাই গণহত্যা, সব আন্দোলনের সঙ্গী বলে সরকারের পাশে থাকার বার্তা দিলেন। যা নিয়ে খোঁচা দিয়ে বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ বললেন, ''উনি বোধহয় বিজেপির দিকে পা বাড়িয়ে আছেন। আসলে এই বাজেট নিয়ে বিরোধীরা কিছুই বলতে পারছেন না। আসলে আগে তো ট্রেডমিলে বাজেট হত। এবার ভেবেচিন্তে সবার জন্য বাজেট হয়েছে। বিশ্ব বঙ্গ শিল্প সম্মেলনে কত টাকার দুর্নীতি হয়েছে তার শ্বেতপত্র প্রকাশ হোক। যা সব মউ স্বাক্ষর হত তার কোনও মধুও নেই। মৌমাছিও নেই। আর ঋণ বাড়িয়ে গিয়েছে।'' বিধায়ক মানব গুহ আবার পুলিশের একাংশ যে এখনও বর্তমান সরকারের মতে-পথে হাঁটছে না তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ কর বলেন, ''ডানকুনি টোলপ্লাজা অথবা কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতাল এলাকায় তাকালে ট্রাফিক পুলিশের একাংশ যে এখনও জাগছে না, তা বোঝা যায়।'' তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ বাজেটের ইতিবাচক দিকগুলোকে সমর্থন করে নতুন সরকারকে সময় দেওয়ার পক্ষে জানিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন, ''বামেরা ঋণ করেছে। গত সরকারও করেছে। কেন্দ্রের মোদি সরকারও তো করেছে। কিন্তু একশো দিনের কাজে ঠিক কত টাকা কেন্দ্র আটকে রেখেছিল তার শ্বেতপত্র প্রকাশ করুক রাজ্য। বাজেটে কেন্দ্রীয় নির্ভরতার ছবি প্রকট,

■ **একেবারে সাম্প্রতিক চর্চায় উঠে আসা 'আসল তৃণমূল' এবং 'কালীঘাট তৃণমূল'-এর কোনও বিধায়কই সেভাবে আক্রমণাত্মক হলেন না।**

কেন্দ্রীয় স্কিমের কথা বেশি এসেছে, যা হয়তো ডবল ইঞ্জিন সরকারের প্রভাব। আত্মনির্ভর বাংলার কথা বলা নেই।'' কুণালবাবু মেদিনীপুরের কর্ণগড়ে রানি শিরোমণির গড়ে যদি আরও কিছু কাজ করা যায় তা ভেবে দেখতে বলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তকে। সেখানে আগের সরকার বেশ কিছু কাজ করেছে ইতিমধ্যেই। পাশাপাশি তিনি ইসকনকে কলকাতায় মিড-ডে মিলের দায়িত্ব দিলেও যদি শুধু নিরামিষ নয়, কখনও ডিম দেওয়া যায় তার অনুরোধ করেন। শুধু তাই নয় ইএম বাইপাসের ধারে জলাভূমি ভরাট, জমি দখল নিয়েও প্রশ্ন তুলে তিনি এই বিষয়ও তদন্তের আওতায় আনার জন্য অনুরোধ করেন। জনতা উন্নয়ন পার্টির বিধায়ক হুমায়ুন কবীরও বাজেটকে সমর্থন করেন। যা নিয়ে তাঁকেও খোঁচা শুনতে হয় বিরোধী শিবির থেকে।

নজরে স্বচ্ছতা, রবীন্দ্র সরোবরে অগ্নিমিত্রা

স্টাফ রিপোর্টার : স্বচ্ছতা অভিযানে রবীন্দ্র সরোবর পরিদর্শন করলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। রবীন্দ্র সরোবরে খেলার জায়গা বন্ধের অভিযোগ পেয়েছিলেন পুরমন্ত্রী। এরপরই তৎপর হন। স্বচ্ছতা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি এই অভিযোগও এদিন খতিয়ে দেখেন অগ্নিমিত্রা। বুধবার সকালে রবীন্দ্র সরোবর লেক পরিদর্শনে গিয়ে প্রথমেই কেএমডিএ-র ব্যাটারি চালিত গাড়িতে লেকের বিস্তীর্ণ অংশ ঘুরে দেখেন পুরমন্ত্রী। কোথায় কী সমস্যা আছে এবং পরিষ্কারের বিষয়টিও দেখেন। আধিকারিকদের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশও দেন। সংবাদ মাধ্যমের সামনে অগ্নিমিত্রা বলেন, এখানে বেশ কিছু সমস্যা আছে, সেগুলো আমাদের চোখে পড়েছে। এই লেকে তিনটি ক্লাব আছে, তাদের এবং একটি মসজিদ বা মাজার রয়েছে সেখানকার জল লেকে পড়ে। এখানে কোনও আলাদা ড্রেনেজ সিস্টেম নেই। এটা আমরা দেখব। পাশাপাশি দীর্ঘদিন ড্রেজিং হয়নি। দেখলাম, অনেক জায়গাতেই গাছের পাতা ডাঁই করে ফেলা রয়েছে। পাশাপাশি এখানে সারমেয়দের যত্রতত্র খাবার দেওয়া হয়। ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনালের নিয়ম ঠিক মতো মানা হচ্ছে না। রবীন্দ্র সরোবর লেকে যারা প্রাতঃভ্রমণে আসেন তাঁদের সঙ্গেও বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন অগ্নিমিত্রা। তাঁরাও একাধিক সমস্যার কথা মন্ত্রীকে জানান। মূলত সিসিটিভির অভাব, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টিও তাঁরা বলেন অগ্নিমিত্রাকে।

বিধানসভার বিএ কমিটি থেকে বাদ মমতা শিবির

স্টাফ রিপোর্টার: ঘরে-বাইরে কোণঠাসা হওয়ার পর্ব শেষ হচ্ছে না কালীঘাট তৃণমূলের। এবার বিধানসভার বিএ কমিটি কার্যোপদেষ্টা কমিটি থেকেও বাদ পড়ল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির। বুধবারের কার্যবিবরণীতেই সেই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। তাতেই দেখা যায়, বিএ কমিটি থেকে বাদ গিয়েছে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়-সহ মমতা-শিবিরের বিধায়কদের নাম। স্বভাবতই বিরক্ত হন তাঁরা। বিরক্তি আরও বাড়ে এদিন বাজেট আলোচনা পর্বে বক্তাতালিকা থেকেও তাঁদের মনোনীত নাম বাদ যাওয়ায়। কুণাল ঘোষকে এদিন তাঁদের তরফে বক্তা রাখার আবেদন ছিল। তালিকায় দেখা যায়, নাম রয়েছে শোভনদেবের। তাঁরা আঙুল তোলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের দিকে। তৃণমূলের নতুন ব্লকের কলকাঠিতেই এই ঘটনা বলে অভিযোগ শোভনদেবের।

১৯ জুন নতুন বিএ কমিটি তৈরি হয়েছে। সেই কমিটিতেই মন্ত্রী ও বিজেপির বিধায়কদের পাশাপাশি জায়গা পেয়েছেন ঋতব্রতপন্থী ব্লকের মুখ্যসচেতক আখরুজ্জামান, বিধায়ক বিপ্লব মিত্র, সমীরকুমার জানারা। আমন্ত্রিত সদস্য সন্দীপন সাহা, জাভেদ আহমেদ খানরা। সিপিএমের মোস্তাফিজুর রানা, আইএসএফের নওশাদ সিদ্দিকি, কংগ্রেসের মোতাব শেখ, আমজনতা পার্টির হুমায়ুন কবীরও রয়েছেন। নেই শুধু কালীঘাট-তৃণমূলের কেউ। যা নিয়ে শোভনদেবের বক্তব্য, "এই কমিটি যে তৈরি করা যাচ্ছে সে তো জানানোই হয়নি আমাদের। তাহলে নাম দেব কখন?"

এর পরই এদিনের বক্তা তালিকা নিয়ে আরেক দফায় ক্ষোভ। শোভনদেবের কথায়, "আমরা নামের তালিকা দেব, আর সেগুলো কেটে ওরা ঠিক করবে কাকে বলতে দেওয়া হবে! এটা হয়?"

■ **বক্তা তালিকায় শোভনদেব মনোনীত কুণাল ঘোষের নাম বাদ দেওয়া হয়। তাঁদের আবেদনে অধ্যক্ষ ফেরান কুণালের নাম।**

এর পরই শোভনদেবেরা সামগ্রিক বিষয় নিয়ে অধ্যক্ষকে আক্ষেপের কথা বলে আসেন। সায় দেন অধ্যক্ষও। অধিবেশন কক্ষে শেষে পূর্ব-প্রস্তাবিত কুণালের নামই বক্তা হিসাবে ঘোষণা করেন অধ্যক্ষ। রীতি অনুযায়ী, সমষ্টিগতভাবে বিরোধী দলের প্রত্যেককে বলার সময় ভাগ করে দেয় প্রধান বিরোধী দল। এখন সেই দায়িত্ব ঋতব্রত শিবিরের। অভিযোগ উঠেছে যে, ঋতব্রত শিবিরের মুখ্য সচেতক আখরুজ্জামান শোভনদেবদের বক্তা নিয়ে আবেদন নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

বলতে উঠে এর পরই নানা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন কুণাল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, আগেরদিন ঋতব্রতপন্থীদের ওয়াকআউট। সেই শিবিরের বিধায়ক কানহাইয়ালাল আগরওয়াল কুণালকে প্রশ্ন করেছিলেন কেন তিনি বা তাঁদের শিবির ঋতব্রতদের সঙ্গে ওয়াকআউটে গেলেন না। স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি নিয়ে মমতা-শিবিরকে খোঁচা দিতে চেয়েছেন কানহাইয়ালাল। কুণালের জবাব, "কেন ওয়াক আউট করিনি জিজ্ঞেস করছিলেন। একদিকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যপালের ভাষণের উপর বক্তৃতা করছেন। এটা তাঁর প্রথম বক্তৃতা। তাই বেরিয়ে গিয়ে তাঁকে অসম্মান করতে চাইনি। আরেকটি বিষয় হল, মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছেন। আর আপনারাও (ঋতব্রত শিবির) মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পদ থেকে সরিয়ে অপমান করেছেন। দুজনের নিশানাই এক। তাই আপনাদের পিছন পিছন আমরা বেরিয়ে যাইনি।" এর পরই যে আখরুজ্জামান কুণালের নাম বক্তা তালিকা বাদ দিতে চেয়েছিলেন বলে অভিযোগ, সেই তিনিই গিয়ে কুণালকে শুভেচ্ছা জানান। পাল্টা শুভেচ্ছা কুণালও জানান। সৌজন্য দেখিয়ে হাত মিলিয়ে আসেন কানহাইয়ার সঙ্গেও। কুণালকে শুভেচ্ছা জানান ঋতব্রত শিবিরের সাবিনা ইয়াসমিন, রথীন ঘোষরাও।

সশস্ত্র মাওবাদী স্কোয়াড কেন বাংলামুখী, ফের উঠছে প্রশ্ন

স্টাফ রিপোর্টার, মানবাজার : বাংলার অভিমুখে ১০ থেকে ১২ জনের সশস্ত্র মাওবাদী স্কোয়াড! নতুন করে সংগঠন গোছানো নাকি আত্মসমর্পণ? তবে ঝাড়খণ্ডের সারান্ডা থেকে দলমায় ডেরা তৈরিতে চাপ বেড়েছে বাংলা-ঝাড়খণ্ড পুলিশের। ১৪ বছর পর মাওবাদীদের নতুন করে গতিবিধি বাড়ার খবর রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দাদের তরফে জঙ্গলমহলের ৫ জেলার পুলিশকে জানানো হয়। তারপরেই পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর ও বীরভূম জেলায় একদা মাওবাদী উপদ্রুত এলাকার থানা, ফাঁড়ি, ক্যাম্পে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি যৌথ বাহিনীর অপারেশনের জন্য আরও নিখুঁত তথ্য পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছে গোয়েন্দা দপ্তর। ১৭ জুন কলকাতায় আগ্নেয়াস্ত্র-সহ আত্মসমর্পণ করেন ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ি থানার মেছুয়া গ্রামের বাসিন্দা তথা দলের জোনাল কমিটির সদস্য শকুন্তলা মাহাতো ওরফে পুষ্পা। তাকেই জেরা করে একের পর এক তথ্য উঠে আসে। গোয়েন্দারা জানতে পারেন, বর্তমানে বাংলা ও সীমানা ঘেঁষা ঝাড়খণ্ডে যে সমস্ত মাওবাদীরা কাজ করেছে, তাদের মধ্যে জঙ্গলে রয়েছে কেবল ১০ থেকে ১২ জন। যাদের মধ্যে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনার ফুলচকের বাসিন্দা অসীম মণ্ডল ওরফে আকাশ। তার স্কোয়াডে ফাইটার হিসাবে পরিচিত ঝাড়খণ্ডের পটমদা থানার ঝুঁজকা গ্রামের রামপ্রসাদ মান্ডি ওরফে শচীন এবং তার স্ত্রী মিতা, ওই রাজ্যের নিমডি থানার টেঙ্গাডি গ্রামের সাগর সিং ওরফে রবি ওরফে বীরেন এবং তার স্ত্রী পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের আমকোচা গ্রামের মীরা পাহাড়িয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনির কর্মাশোলের মদন মাহাতো ও তার স্ত্রী জবা, বেলপাহাড়ি থানার বিদরি গ্রামের সমীর মাহাতো ও তার স্ত্রী মালতী এবং ঝাড়খণ্ডের আরও এক মাও নেত্রী অনিতা মুন্ডা। মাসখানেক আগে সারান্ডা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে অসীম মণ্ডলের নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র দল। ঝাড়খণ্ডের সরাইকেলা-খুঁটির ত্রিসীমানার জঙ্গলে তারা কয়েকদিন কাটানোর পর দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। আকাশ-সহ ৮ থেকে ৯ জন খুঁটি, বুন্ডু এলাকায় আশ্রয় নিয়ে থাকে। পুরুলিয়া ছুঁয়ে থাকা ঝাড়খণ্ডের নিমডি, বড়াম, কমলপুর, পটমদা এবং গালুডি থানা এলাকায় ইতিমধ্যেই নতুন ভাবে প্রায় ১০ থেকে ১২ জন সদস্যকে নিজেদের দলে শামিল করেছে। আমদাপাহাড়ি, বাটালুকা, মিগিটাঁড় প্রভৃতি এলাকায় তাদের দেখাও গিয়েছে। গোয়েন্দাদের ধারণা, এরপরেই খুঁটি এলাকা থেকে চাণ্ডিলের জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে আকাশের ওই স্কোয়াড এখন দলমায় ডেরা বাঁধতে পারে।

পূর্ব বর্ধমান

সালিশিসভায় জরিমানা ২৩ লক্ষ, আত্মঘাতী তৃণমূল নেতা

স্টাফ রিপোর্টার, বর্ধমান : গ্রামে সালিশিসভা বসিয়ে তৃণমূল নেতাকে ২৩ লক্ষ টাকা জরিমানা করে। না দিলে ভিটেছাড়া করার হুমকিও দেয়। আতঙ্কে আত্মঘাতী হয়েছেন এক তৃণমূল নেতা। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের দেওয়ানদিঘি থানার জগদাবাদের পাচকুলায়। মৃতের নাম স্বরূপ রানা। তিনি বর্ধমান-১ পঞ্চায়েত সমিতিতে ২০১৩ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। এই ঘটনায় এলাকার বিজেপির নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। সূত্রের খবর, পুলিশ তিনজনকে আটক করেছে। মৃতের ভাই শ্যামল জানান, গত সোমবার তাঁর দাদাকে বিজেপির শ্যামল হাজরা, সঞ্জয় খাঁ, সুকান্ত ঘোষ, গদাধর প্রামাণিক, কানাই খাঁ-সহ আরও অনেকে গ্রামের বিজেপি কার্যালয়ে সালিশি সভা ডেকে মারধর করে। তারা বলেছিল ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে। শ্যামল বলেন, ''দাদা তৃণমূল করত, সেটাই দাদার অপরাধ। শেষ পর্যন্ত ২৩ লক্ষ টাকা জরিমানা দাবি করে ওরা। দাদাকে দিয়ে মুচলেকাও লিখিয়ে নেয় ওরা। দাদাকে হুমকি দিয়েছিল টাকা না দিলে বাড়িতে অত্যাচার চালানো হবে।'' তাঁর দাবি, এরপরই আতঙ্কে স্বরূপ বিষ খায়। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুধবার সকালে সেখানে মৃত্যু হয়।

বিজেপিও ঘটনার নিন্দা করে দোষীদের শাস্তির দাবি করেছে। দলের বর্ধমান সাংগঠনিক জেলার মুখপাত্র কল্যাণ কুমার মাঝি বলেন, ''যে কোনও মৃত্যুই দুঃখের। আমরা ওনার পরিবারকে সমবেদনা জানাচ্ছি। স্বরূপ রানা তৃণমূল করার সময়ে এলাকায় কী করেছেন এটা সবাই জানে। কিন্তু কখনওই সালিশি সভা বসিয়ে আর্থিক জরিমানা করা এটা আমাদের পার্টির নিয়ম নয়। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি।'' এদিন মৃতের পরিবারের সঙ্গেই ছিলেন বিজেপির মণ্ডল সভাপতি রাজকুমার সাউ। তিনি বলেন, ''যারাই এই ঘটনায় জড়িয়ে থাকুক শাস্তি পাবেই। রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আমরাও খোঁজ নিয়েছি। দলের ২-৩ জন ছাড়া ৪ তারিখের পরে অনেক তৎকাল বিজেপির লোক এই কাজে জড়িত আছে। কেউ ছাড় পাবে না।''

আগস্ট শেষে সিপিএমের বিশেষ অধিবেশন

স্টাফ রিপোর্টার: শত্রুপক্ষ ভাঙছে। কিন্তু পার্টি কি সেই ফায়দা তুলে নতুন নতুন করে গড়ে উঠছে। এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতেই বিশেষ অধিবেশন ডাকল সিপিএম। ৩০ ও ৩১ আগস্ট কল্যাণীতে হবে কাটাছেঁড়া। বসবে পার্টির রাজ্য কমিটির বর্ধিত অধিবেশন। যোগ দেবেন সিপিএম সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবি-সহ পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্যরা। বিধানসভা ভোটের পরিসংখ্যান বলছে, গত পাঁচ বছর ধরে রাজ্যজুড়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা হলেও ভোট ব্যাঙ্কে তার প্রভাব পড়েনি। পাঁচ শতাংশেই আটকে রয়েছে পার্টির জনসমর্থন। বিজেপি বা তৃণমূলের দিকে চলে যাওয়া গরিব মানুষের ভোট ফেরানো যায়নি। তবে আশা জাগিয়েছে দুটি ঘটনা। প্রথমটি, বিধানসভায় গিয়েছেন একজন বিধায়ক। দ্বিতীয়ত, ফলতা নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থান। এদিকে রাজ্য কমিটির বৈঠকের দ্বিতীয় দিনে আরও দু'জনকে রাজ্য কমটির অন্তর্ভুক্ত করা হল। এঁরা হলেন, কৃষকসভার নেতা মেঘনাদ ভুঁইয়া ও যুবনেতা ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তী।

কর্মীদের সুরক্ষা ও উন্নয়নের স্বার্থেই বাংলায় 'পদ্ম-সন্ধি'

ঘরোয়া বৈঠকে দাবি বিদ্রোহী তৃণমূলের

স্টাফ রিপোর্টার: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছেড়ে কেন 'পদ্ম-সন্ধি' বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদ ও বিধায়কদের? কেন কাকলি-মালা বা অরূপ-ববিদের মতো বিশ্বস্ত নেতানেত্রীদের সঙ্গে কালীঘাটের সম্পর্ক ভেঙে গেল? শুধুই কি নিজেদের 'বাঁচানো' না অন্য কোনও রসায়ন? নিচুতলার দিদি-অনুরাগী কর্মীদের এমন নানা প্রশ্নের উত্তরে তৃণমূলের বিদ্রোহী ২০ সাংসদ ও ৬৮ বিধায়ক ঘরোয়া আলোচনায় বলছেন, ''শুধু 'নিজেদের সুরক্ষা' নয় এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন ও স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের বিজেপির হামলা থেকে বাঁচাতেই ঘুরপথে 'পদ্ম-শিবিরের সঙ্গে সন্ধি' করতে বাধ্য হয়েছি। কারণ, মুখে এলাকায় লড়াই করতে বললেও বুথ স্তরের তৃণমূলকর্মীদের সুরক্ষা দূরের কথা হামলা হলে পুলিশি ব্যবস্থাও করাতে পারছেন না। পথে নামলে যে কী হয় সে তো স্বয়ং অভিষেক সোনারপুরে ডিমবৃষ্টি কাণ্ডে টের পেয়েছেন।'' তবে এমন পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার জন্য বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদ ও বিধায়করা সকলেই একবাক্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

দল হারলেও ২০২১ সালে বিজেপির এমন 'ছন্নছাড়া হাল' হয়নি বলে যাঁরা 'আসল তৃণমূল' শিবিরকে নানাভাবে তোপ দাগছেন, কটাক্ষ করছেন তাঁদেরও জবাব দিয়েছেন বিদ্রোহী বিধায়করা। বলছেন, ''২০২১ সালে বিজেপি বিধায়কদের হামলা থেকে বাঁচাতে ও সুরক্ষা দিতে সিআরপিএফ ছিল, আমরা তো পুরোপুরি নিধিরাম। এবার কালীঘাটের তরফে শুধুই মৌখিক শুকনো আশ্বাস দেওয়া হচ্ছিল।'' বাজেট অধিবেশনে যোগ দিতে কলকাতায় আসা জেলার বিদ্রোহী তৃণমূল বিধায়কদের সঙ্গে বিধানসভায় গত তিনদিনে যতবারই দেখা হয়েছে তাঁরা স্বীকার করেছেন, "আগের চেয়ে এখন এলাকায় রাজনৈতিক হামলা কিছুটা কমেছে। পুলিশি হয়রানি ও তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে অকারণে অভিযান বন্ধ করা গেছে। দলীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা নিয়েও কথা হচ্ছে।" একাধিক ঋতব্রত-ঘনিষ্ঠ বিধায়ক এদিন জানান, ৪ মে-র পর প্রথম ১৫ দিনে নিচুতলার তৃণমূল কর্মীরা যখন ভয়ংকরভাবে অত্যাচারিত হচ্ছিলেন তখন কেউই 'সেফ-গার্ড' দিতে পারিনি। কিন্তু এখন হামলা হলে পুলিশ কথা শুনছে, বিজেপি নেতৃত্বকেও বলতে পারছি।'' বস্তুত এই বোঝাপড়ার জেরে, একদিকে ঋতব্রত শিবিরের অধিকাংশ বিধায়ক এখন নিজের বিধানসভা ক্ষেত্রে যেমন যাতায়াত করছেন, তেমনই নিজের এলাকার উন্নয়ন নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীকে দরবার করে নানা প্রকল্প মঞ্জুর করাতে পারছেন। বিধায়কদের বক্তব্য, ''ভোটে এলাকার প্রতিশ্রুতি মেনে কাজ করতে তো সরকারি সমর্থন চাই, সেটা ঋতব্রত-সন্দীপনরা অনেকটাই সাহায্য করছেন।''

সেনা-সৌজন্যে পাঁচদিনে খুলল দুধিয়া সেতু, শিলিগুড়ি-মিরিক স্বাভাবিক

স্টাফ রিপোর্টার, শিলিগুড়ি : বালাসন নদীর জলে অস্থায়ী দুধিয়া সেতু ভেসে যাওয়ার পাঁচদিন পর সেনাবাহিনীর ত্রিশক্তি কর্পসের উদ্যোগে শিলিগুড়ি ও মিরিকের মধ্যে যোগাযোগ স্বাভাবিক হল। মঙ্গলবার সকাল থেকে সেতু তৈরির কাজ শুরু করে সেনাবাহিনীর ত্রিশক্তি কর্পসের সুকনা ৩৩ কোরের ৫ ইঞ্জিনিয়ারিং রেজিমেন্ট। বুধবার খুলে দেওয়া হয় স্টেট হাইওয়ে ১২-র উপর নির্মিত বেইলি ব্রিজ। আপাতত যান চলাচল না করলেও সেনাবাহিনীর তৈরি ৩৪ মিটার দীর্ঘ ফুটব্রিজ দিয়ে নিরাপদে হেঁটে নদী পারাপার করতে পারবেন সাধারণ মানুষ ও পর্যটকরা। গত বৃহস্পতিবার রাতে পাহাড়-সমতলে অতিভারী বৃষ্টিতে বালাসন নদী উত্তাল হয়ে ওঠে। জলের তীব্র স্রোত হিউম পাইপের অস্থায়ী সেতুর একাংশ ভেঙে নিয়ে চলে যায়। শুক্রবার ভোর থেকে দুধিয়া হয়ে ১২ নম্বর রাজ্য সড়ক বন্ধ হয়ে যায়। সড়ক পথে শিলিগুড়ির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে মিরিক। এরপরই রাজ্যের তরফে সেনাবাহিনীর কাছে বেইলি ব্রিজ তৈরির আবেদন করা হয়। শনিবার ও রবিবার সেনা আধিকারিকরা দুধিয়ায় বিভিন্নভাবে মাপজোক করেন। রবিবার দুপুরে দার্জিলিংয়ে জেলাশাসক হরিশংকর পানিক্কর এবং সেনা আধিকারিকরা একসঙ্গে এলাকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। মঙ্গলবার সকালে বেইলি ব্রিজ তৈরির কাজ শুরু করে সেনাবাহিনী। আবহাওয়া ভালো থাকায় রাতের মধ্যে কাজ শেষ হয়। সেনাবাহিনী সূত্রে জানা গিয়েছে, হেঁটে পারাপারের জন্য হিউম পাইপের সেতুর উপর বেইলি ব্রিজটি তৈরি করা হয়েছে। সাধারণ মানুষকে শিলিগুড়ি থেকে দুধিয়ায় পৌঁছে হেঁটে সেতু পার হয়ে ওপারে অন্য গাড়িতে চেপে মিরিক অথবা নেপাল সীমান্তের পশুপতি ফটকে যাতায়াত করতে হবে। একইসঙ্গে যান চলাচলের জন্য একটি চওড়া বেইলি ব্রিজ তৈরির কাজও শুরু করেছে সেনাবাহিনী। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, "সেনাবাহিনী খুব দ্রুত দুধিয়ায় ৩৪ মিটার দীর্ঘ অস্থায়ী বেইলি ব্রিজ তৈরি করেছে। সেতুটি স্থানীয় বাসিন্দাদের ভোগান্তি কমাবে।" প্রসঙ্গত গত বছরের ৪ অক্টোবর বালাসনের হড়পা বানে দুধিয়ায় পুরনো লোহার সেতু ভেঙে যাওয়ায় শিলিগুড়ি থেকে দুধিয়া হয়ে মিরিকে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। এরপর পূর্ত দপ্তর অস্থায়ীভাবে হিউম পাইপ বসিয়ে সেতু তৈরি করে। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার পাহাড়ে ভারী বৃষ্টির জেরে সেই হিউম পাইপের সেতুর বেশ কিছুটা অংশ ভেসে যায়। তার জেরে শুক্রবার ভোর থেকে দুধিয়া হয়ে মিরিকের সড়ক যোগাযোগ ফের স্তব্ধ হয়ে যায়।

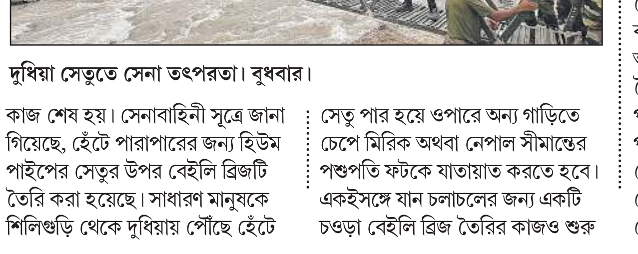

দুধিয়া সেতুতে সেনা তৎপরতা। বুধবার।

Federal Bank

শাখা : কলকাতা বড়বাজার

শাখা স্থানান্তর বিজ্ঞপ্তি

সম্মানিত গ্রাহকদের জানানো যাচ্ছে যে, আমাদের কলকাতা বড়বাজার শাখা অতি শীঘ্রই নিম্নলিখিত নতুন ঠিকানায় স্থানান্তরিত হতে যাচ্ছে —

"৩৫, তারা চাঁদ দত্ত স্ট্রিট, নিচতলা, কলকাতা - ৭০০০৭৩"

স্থানান্তরের অংশ হিসেবে, সেফ ডিপোজিট লকারসমূহও নতুন শাখায় স্থানান্তরিত হবে। গ্রাহকদের অনুরোধ করা হচ্ছে, ২৫/০৮/২০২৬-এর মধ্যে লকার থেকে ভঙ্গুর বস্তু (fragile items) সরিয়ে নিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা শুরু করুন।

বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

স্থান : কলকাতা বড়বাজার
তারিখ : ২৫/০৬/২০২৬

ফেডারেল ব্যাংক লিমিটেড-এর পক্ষে
শাখা ম্যানেজার

PUBLIC SERVICE COMMISSION, WEST BENGAL
161 A. S. P. Mukherjee Road, Kolkata - 700 026

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

Half-Yearly Professional Examination of Assistant Engineers and Junior Engineers of P.W.D., I&W Directorate etc., Government of West Bengal, November, 2025

The above examination in written papers will be held in the Examination Halls of the Commission at 161 A, S. P. Mukherjee Road, Kolkata – 700 026 on **30th June, 2026.** The 'Oral Test' will be held thereafter at different venues. The list of officers admitted as well as the programme of examination in written papers are being sent to the concerned Departments/Directorates. **No admission certificate will be issued to the eligible officers from the office of the Commission.** Identity Card and the **Letter of Identification** (as per proforma sent to the Departments/Directorates by the Commission) will have to be produced by the candidates at the examination centre.

By order of the Commission
Deputy Secretary

Date : 25/06/2026

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
HINDUSTAN COPPER LIMITED
www.hindustancopper.com

শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

ফিজিক্যাল শেয়ার রি-লজমেন্টের ট্রান্সফারের অনুরোধের জন্য স্পেশাল উইন্ডো

সেবি সার্কুলার নং. এইচও/৩৮/১৩/১১(২)২০২৬-এমআইআরএসডি-পিওডি/আই/৩৭৫০/২০২৬, তারিখ ৩০.০১.২০২৬ অনুযায়ী, শেয়ারহোল্ডাররা যাঁরা ০১.০৪.২০১৯ তারিখের ডেডলাইনের আগে তাঁদের ফিজিক্যাল শেয়ারের ট্রান্সফার ডিড লজ করেছিলেন, যেগুলি নথির, প্রক্রিয়ার বা অন্য কোন ঘাটতির কারণে বাতিল/ফেরত/উপেক্ষিত হয়েছে এবং কাট-অফ্ তারিখ অর্থাৎ ৩১.০৩.২০২১-এর আগে পুনরায় তাঁদের ট্রান্সফারের অনুরোধ রি-লজ করতে পারেননি, তাঁদের ০৫.০২.২০২৬ তারিখ থেকে ০৪.০২.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত এক বছরের জন্য ট্রান্সফারের অনুরোধ রি-লজ করতে দেওয়ার আরও একটি সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এই স্পেশাল উইন্ডোর সময়কালে, ট্রান্সফারের জন্য রি-লজ করা শেয়ারগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে ইস্যু করা হবে এবং ট্রান্সফারের নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন থাকবে। এই লক-ইন সময়কালে এই ধরনের সিকিউরিটি ট্রান্সফারড/ লিয়েন-মার্কড/প্লেজড হবে না।

যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ তাদের ট্রান্সফারের অনুরোধ কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের [অলঙ্কিত অ্যাসাইনমেন্টস লিমিটেড, ২০৫-২০৮, আনারকলি কমপ্লেক্স, ঝান্ডেওয়ালান এক্সটেনশন, নয়াদিল্লি-১১০০৫৫, ইমেল আইডি : rta@alankit.com, যোগাযোগের নম্বর : ০১১ ৪২৫৪ ১২৩৪] অথবা কোম্পানির [হিন্দুস্তান কপার লিমিটেড, 'তাম্র ভবন', ১, আশুতোষ চৌধুরী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৯, ইমেল আইডি : investors_cs@hindustancopper.com, যোগাযোগের নম্বর : ০৩৩ ২২০২ ১০০০] কাছে জমা দিতে পারেন।

হিন্দুস্তান কপার লিমিটেডের পক্ষে
স্বাঃ/-
(মৃত্যুঞ্জয় কুমার দেব)
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

তারিখ : ২৪.০৬.২০২৬
স্থান : কলকাতা

রেজিস্ট্রার্ড অফিস 'তাম্র ভবন', ১, আশুতোষ চৌধুরী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৯
ফোন : ৯১ ৩৩ ২২০২-১০০০, ই-মেল : investors_cs@hindustancopper.com
সিআইএন : L27201WB1967GOI028825

সম্পাদকীয়
প্রতিদিন

ক্ষুদ্র স্বার্থ

প্রেমিককে খাদে ফেলে খুনের অভিযোগ উঠেছে তার বাগদত্তার বিরুদ্ধে। সম্পর্কে শিথিলতার ফলে যূপকাষ্ঠে বলি হচ্ছে ভালবাসা।

প্রেম-পিরিতি বড়ই জটিল। কেউ কাঙ্ক্ষিত সঙ্গীকে পেয়ে সুখের সপ্তম স্বর্গে পৌঁছে যায়। কেউ অভীষ্ট পূরণ না হওয়ায় তলিয়ে যায় বেদনার গভীরে। প্রেমে বাধা আসে। কেউ জয় করতে পারে, কেউ পরিস্থিতির চাপে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়। সার্থক প্রেমে সাফল্য বা ব্যর্থতা গৌণ। ভালবাসাই আসল। যেমন, চতুর্দশ শতকে ব্রাহ্মণ সন্তান চণ্ডীদাসের সঙ্গে তথাকথিত নীচু জাতের ধোপা-কন্যা রামীর প্রেম ছিল সমাজের চোখে ঘোর অপরাধ। কিন্তু সমাজপতিদের শাসন অমান্য করেই তারা পরস্পরকে আপন করে নেয়। তাই লোকমুখে প্রচলিত, 'চণ্ডীদাস আর রজকিনী, তারাই প্রেমের শিরোমণি,/ বারো বছর বড়শি বাইল তবু আধার গিললো না।'

নানা কালে প্রেমের জন্য বলিদান দেওয়ার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। বাস্তবে, গল্প-কাব্য-উপন্যাসের পাতায়ও। প্রেমের টানে পরিবারের শাসন অগ্রাহ্য করে ঘরছাড়া, সম্পন্ন পরিবারের ছেলেমেয়েদের দারিদ্র্য বরণও বিরল নয়। উল্টোটাও সত্যি। নিশ্চিত জীবনের লক্ষ্যে ভালবাসার টানও সময়ে সময়ে শিথিল হয়ে যায়। কিন্তু সোনম রঘুবংশী বা সিয়া গোয়েলদের কাহিনি এই প্রেক্ষাপটে রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো।

পুনের ব্যবসায়ী কেতন বিশাল আগরওয়ালকে খাদে ধাক্কা দিয়ে ফেলে খুন করার অভিযোগ উঠেছে তার বাগদত্তা সিয়ার বিরুদ্ধে। পরিবারের ঠিক করা পাত্র কেতনকে তার পছন্দ ছিল না। সম্পর্ক ছিল সহকর্মী চেতন চৌধুরীর সঙ্গে। তাই প্রেমিকের সঙ্গে পরিকল্পনা করে এই পদক্ষেপ। যা মনে করিয়ে দিয়েছে সোনম রঘুবংশীর কথা। বিয়ের পর মধুচন্দ্রিমা করতে মেঘালয়ে গিয়ে প্রেমিক আকাশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভাড়াটে খুনির মাধ্যমে স্বামী রাজাকে সরিয়ে দেয় সোনম।

দু'টি ঘটনাতেই লক্ষ্য এক— পথের কাঁটা সরিয়ে প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হওয়া। আর তা নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন। এতই যদি ভালবাসা, তাহলে পরিবারের সামনে তা প্রকাশ করার সৎসাহস নেই কেন! পরিবার সম্পর্ক না মানতেই পারে। সেক্ষেত্রে বেরিয়ে গিয়ে প্রেমিকের সঙ্গে ঘর বাঁধার সুযোগ থাকেই। তা না করে 'গাছের খাব আবার তলারও কুড়োব'— এই মনোভাবই সিয়া-সোনমদের মতো মেয়েদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে অপরাধের পথে। পছন্দের মানুষের সঙ্গে ঘর বাঁধার পাশাপাশি, পরিবারের সমর্থন, স্বাচ্ছন্দ্য, সম্পত্তিও যাতে হাতছাড়া না হয়, সেটাই ছিল এদের উদ্দেশ্য।

নেপথ্যকারণ যাই হোক না কেন, এই ধরনের ঘটনায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সম্পর্ক, বিশ্বাস। ভালবাসার উপর থেকে ভরসা উঠে যাচ্ছে। কখনও হবু স্ত্রী, কখনও দীর্ঘ দিনের বান্ধবী বা প্রেমিকা বা স্ত্রী হয়ে উঠছে বিশ্বাসভঙ্গের কারণ। আবার উল্টোটাও সত্যি। অন্য সম্পর্কে জড়িয়ে বা আর্থিক লাভের আশায় প্রাণহন্তারকের ভূমিকা নিচ্ছে স্বামী বা প্রেমিক। ক্ষুদ্র স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলি হচ্ছে ভালবাসা। প্রাণঘাতী এই সমস্ত ঘটনা আখেরে হয়ে উঠছে প্রেমঘাতী। এরপর তো মানুষ সম্পর্কে জড়ানোর কথা ভাবতেও সাহস করবে না!

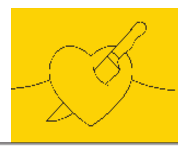

সিটি লাইট

কারাইকাল

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুডুচেরির শহর। ১৭৩৯ সালে তৎকালীন থাঞ্জাবুরের রাজার অধীন থেকে বেরিয়ে হয়ে ওঠে ফরাসি উপনিবেশ। ১৯৫৪ সালে ক্ষমতা হস্তান্তর হয় ব্রিটিশদের কাছে। তামিল স্থানীয় ভাষা হলেও এখানকার বহু মানুষ এখনও ফরাসি ভাষায় দক্ষ।

আজ

১৯৬০ সুধীন্দ্রনাথ দত্তর মৃত্যুদিন। বাংলা সাহিত্যের 'পরিমার্জনাপ্রবণ কবি' বলা হয় তাঁকে। তাঁর বইয়ের প্রথম প্রকাশ এবং পরবর্তী সংস্করণের মধ্যে অনেক তফাত মেলে। 'অর্কেস্ট্রা', 'তন্ত্রী', 'কুক্কুট' তাঁর অন্যতম কাব্যগ্রন্থ। 'স্বগত' ও 'কুলায় ও কালপুরুষ' প্রবন্ধগ্রন্থ। অধ্যাপনা করেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে। ছিলেন 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক।

উত্তর সম্পাদকীয়

পীযূষ গোয়েল

অর্থনীতির পুনর্গঠন

২০১৪ সালের আগে নীতিগত অচলাবস্থা ও বিপুল অঙ্কের দুর্নীতির কারণে ভারত বিশ্বের 'ফ্র্যাজাইল ফাইভ' অর্থনীতির অন্যতম রূপে বিবেচ্য হত। এমতাবস্থায় নরেন্দ্র মোদির সরকার ভারতীয় অর্থনীতির প্রতি বিশ্বের আস্থার পুনর্গঠনে জোর দেন, এবং এ দেশকে বিনিয়োগবান্ধব গন্তব্যে পরিণত করার লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ব্রিটেন-ভারতের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর সেই কৌশলেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

১৫ জুলাই থেকে কার্যকর হতে চলা ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্য চুক্তি ভারতীয় কৃষক, এমএসএমই, মৎস্যজীবী, স্টার্ট আপ এবং কারিগরদের জন্য বিশ্ববাজারে নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে, সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে। এই চুক্তি অসংখ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করার পাশাপাশি ভারতীয়দের জন্য ন্যায্য মূল্যে সঠিক গুণমানের পণ্য নিশ্চিত করবে, যা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর দিকে যাত্রাকে আরও ত্বরান্বিত করবে।

এর পাশাপাশি, ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে স্বাক্ষরিত এই চুক্তি ব্রিটেনের বাজার, বিশেষত শ্রমনির্ভর ক্ষেত্রে ভারতীয় পণ্যের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে। দু'-দেশে এই চুক্তির ফলে প্রায় ৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রে শুল্ক প্রত্যাহার করা হবে, যা মোট বাণিজ্যমূল্যের প্রায় ১০০ শতাংশ। ফলে ভারতীয় রফতানির জন্য বিপুল সম্ভাবনার পথ খুলে যাবে।

গত বছর নরেন্দ্র মোদি এবং কিয়ার স্টারমারের উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত এই চুক্তির সুফল সমাজের বিভিন্ন স্তরে পৌঁছবে বলে আশা। কৃষকরা তাদের দেশীয় বাজার অক্ষুণ্ণ রেখে উচ্চমূল্যের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সুযোগ পাবে। মৎস্যজীবীরা ব্রিটেনের বৃহৎ বাজারে সামুদ্রিক পণ্য রফতানির সুযোগ বাড়াতে পারবে। শ্রমিকরা, শ্রমনির্ভর শিল্পে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করবে। মহিলা উদ্যোক্তা, যুবসমাজ, স্টার্ট আপ এবং এমএসএমই ক্ষেত্র বিশ্বব্যাপী মূল্যশৃঙ্খলে আরও ভালভাবে সংযুক্ত হতে পারবে। পেশাদারেরাও আরও গতিশীলতা ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির সুযোগ পাবে।

নতুন সম্ভাবনা

সার্বিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য চুক্তি ভারতীয় কৃষকদের জন্য ব্রিটেনের উচ্চমূল্যের বাজার উন্মুক্ত করবে, যা ইউরোপের অন্যান্য দেশের কৃষকের পাওয়া সুবিধার সমতুল্য বা তার চেয়েও বেশি। হলুদ, গোলমরিচ, এলাচ এবং আমের ক্বাথ, আচার ও ডালের মতো প্রক্রিয়াজাত পণ্য শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে। কৃষিপণ্যের রফতানি বৃদ্ধি কৃষকদের আয় বাড়াবে এবং গুণমান, প্যাকেজিং ও শংসাপত্র প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও উৎসাহ জোগাবে। একই সঙ্গে কৃষিভিত্তিক মূল্যশৃঙ্খলের বিভিন্ন স্তরে বিপুল কর্মসংস্থানের সৃষ্টি নিশ্চিত করবে।

অন্যদিকে, দেশীয় কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য ভারতের সবচেয়ে সংবেদনশীল কৃষিক্ষেত্রগুলিকে এই চুক্তির আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। বিশেষ করে দুগ্ধজাত পণ্য, দানাশস্য, মিলেট, আপেল, ওট্স এবং ভোজ্যতেল-সংক্রান্ত ক্ষেত্রগুলিকে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। যা মোদি সরকারের কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। খাদ্য নিরাপত্তা, দেশীয় বাজারে মূল্যস্থিতি এবং দুর্বল কৃষক সম্প্রদায়ের সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

নতুন গতি

ব্রিটেনের বিশাল বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার ভারতীয় উৎপাদন শিল্পকে নতুন গতি দেবে। এর ফলে ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পী, বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং আঞ্চলিক শিল্পকেন্দ্রগুলি আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা অর্জন করবে। ভারতীয় পণ্য প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলির তুলনায় প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জন করায় ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলিও লাভবান হবে। ফুটবল ও ক্রিকেট সামগ্রী, রাগবি বল, খেলনা ও অন্যান্য পণ্য উৎপাদনকারী ভারতীয় সংস্থাগুলি ব্রিটেনের বাজারে ব্যবসা উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারণের সুযোগ পাবে।

শুল্ক প্রত্যাহারের দরুন, বিশেষত শ্রমনির্ভর শিল্পে, দীর্ঘ দিনের বাণিজ্যিক প্রতিবন্ধকতা দূর হবে। এর ফলে রফতানির সক্ষমতা ও উৎপাদনের পরিসর দ্রুত বৃদ্ধি পাবে বলে আশা। তিরুপ্পুরের তাঁতশিল্প থেকে বেঙ্গালুরুর প্রযুক্তি গবেষণাগার, সুরাটের হীরেশিল্পী থেকে হায়দরাবাদের সফটওয়্যার বিশেষজ্ঞ— এই চুক্তির প্রভাব ভারতীয় অর্থনীতির বিস্তৃত পরিসরে অনুভূত হবে।

পেশাদারদের জন্য সুযোগ

ব্রিটেন ভারতকে পরিষেবা ক্ষেত্রে বিস্তৃত বাজার-প্রবেশাধিকার প্রদান করেছে। এর আওতায় প্রতিটি প্রধান পরিষেবা ক্ষেত্র এবং ভারতের রফতানি-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ১৩৭টি উপক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই উন্নত বাজার-প্রবেশাধিকার এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ভারতীয় পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে— বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি, আর্থিক, পেশাদার, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, ইঞ্জিনিয়ারিং, টেলিযোগাযোগ, পরামর্শদান পরিষেবা ক্ষেত্র এর সুফল পাবে।

নরেন্দ্র মোদি ও কিয়ার স্টারমারের উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি। জুলাই, ২০২৫

চুক্তিভিত্তিক পরিষেবা প্রদানকারী, ব্যবসায়িক ভ্রমণকারী, বিনিয়োগকারী, যোগ প্রশিক্ষক, সংগীতশিল্পী, পেশাদার রাঁধুনি প্রমুখ। এছাড়া ব্যবসায়িক দর্শনার্থী, বহুজাতিক সংস্থার অভ্যন্তরীণ বদলির কর্মী, স্বাধীন পেশাজীবী এবং বিনিয়োগকারীদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। চুক্তির আওতায় প্রতি বছর ১,৮০০ জন ভারতীয় শেফ, যোগ প্রশিক্ষক এবং শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী ব্রিটেনে বিশেষ কর্মসংস্থান ও পেশাগত সুযোগ লাভ করতে পারবে।

মুক্ত বাণিজ্য

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারতের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিগুলি এখন পণ্য ও পরিষেবা বাণিজ্যের পরিসরকে ছাপিয়ে গিয়ে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করছে। ইউরোপীয় মুক্ত বাণিজ্য সংস্থা-ভুক্ত (EFTA) দেশ— যেমন: সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, আইসল্যান্ড এবং লিচেনস্টাইনের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে ভারত ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি অর্জন করেছে, যা থেকে প্রায় ১০ লক্ষ প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একইভাবে, নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে আগামী ১৫ বছরে ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত হয়েছে। অন্যদিকে, অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে চুক্তি ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির দীর্ঘ দিনের দ্বৈত কর-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করেছে।

ব্রিটেনের সঙ্গে চুক্তির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল 'ডাবল কনট্রিবিউশন কনভেনশন'। সার্বিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য চুক্তির পাশাপাশি কার্যকর হওয়া এই যুগান্তকারী ব্যবস্থার ফলে ব্রিটেনে অস্থায়ীভাবে কর্মরত ভারতীয় কর্মী ও তাদের নিয়োগকর্তাদের একইসঙ্গে উভয় দেশে সামাজিক নিরাপত্তা তহবিলে অবদান রাখতে হবে না। এর ফলে ৭৫ হাজারেরও বেশি ভারতীয় পেশাজীবী এবং ৯০০-র বেশি ভারতীয় সংস্থা উপকৃত হবে। বিদেশে অস্থায়ী নিয়োগের সময়ও কর্মীরা তাদের সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারবে, যা তাদের আর্থিক সুরক্ষা ও পেশাগত গতিশীলতাকে আরও শক্তিশালী করবে।

সুকৌশল

২০১৪ সাল ভারতের অর্থনীতি নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছিল, সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের আস্থা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। নীতিগত অচলাবস্থা এবং বিপুল অঙ্কের দুর্নীতির জন্য ভারতকে বিশ্বের 'ফ্র্যাজাইল ফাইভ' অর্থনীতির অন্যতম হিসাবে বিবেচনা করা হত। এমতাবস্থায় মোদি সরকার বিশ্বজুড়ে ভারতীয় অর্থনীতির প্রতি আস্থার পুনর্গঠন এবং এ-দেশকে বিনিয়োগবান্ধব গন্তব্যে পরিণত করার লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। 'উন্নত' দেশগুলির সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর সে কৌশলেরই গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এ ধরনের চুক্তি, বাণিজ্য নীতির অনিশ্চয়তা কমিয়ে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধিতেও সহায়ক।

সরকার সেসব উন্নত অর্থনীতির সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করেছে, যেগুলির বাজার বৃহৎ হলেও ভারতের প্রধান বাণিজ্যিক স্বার্থের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতায় লিপ্ত নয়। পূর্ববর্তী সরকার যেভাবে বাছবিচার না করে দরজা খুলে দিয়ে ভারতীয় শিল্পকে বিপদের মধ্যে ফেলেছিল, তার পুনরাবৃত্তি না করে মোদি সরকার উভয়পক্ষের জন্য লাভজনক পরিস্থিতি তৈরি করতে পেরেছে।

নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন ভারতকে বিশ্ব এক স্থিতিশীল ও সহনশীল অর্থনীতি ও বিশ্বস্ত অংশীদার হিসাবে গণ্য করে। অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যেও ভারত নিজেকে এক নির্ভরযোগ্য সহযোগী এবং আকর্ষণীয় বাজার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে— বিশ্বের দ্রুততম বিকাশশীল প্রধান অর্থনীতির অন্যতম হিসাবে নিজের অবস্থান বজায় রেখেছে।

'বিনিয়োগবান্ধব' পরিবেশ গড়ে তুলতে গৃহীত হয়েছে বিভিন্ন যুগান্তকারী সংস্কার। এখন বিশ্বের বহু দেশ ও বিনিয়োগকারী ভারতের বিকাশযাত্রার শরিক হতে আগ্রহী, এবং সেই কারণেই ভারতের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরে আগ্রহ বাড়ছে।

এই বাণিজ্য চুক্তিগুলি ধাপে ধাপে দেশীয় বাজারকে উন্মুক্ত করেছে। ফলে ভারতীয় বাজারে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দেশীয় উৎপাদকরা আন্তর্জাতিক মানের পণ্য প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে উৎপাদনে উৎসাহিত হচ্ছে।

ভারত-ব্রিটেন সার্বিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য চুক্তি বৃহৎ অর্থনীতিগুলির মধ্যে ন্যায়সঙ্গত, উচ্চাভিলাষী এবং ভারসাম্যপূর্ণ বাণিজ্য চুক্তির এক নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে। এই চুক্তি ভারতের মৌলিক স্বার্থের সঙ্গে আপস না-করেই সমাজের প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্যও আন্তর্জাতিক সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত করেছে। 'নতুন ভারত' কীভাবে ব্যবসা করতে পারে, এ তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

(মতামত নিজস্ব)

লেখক কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী

উত্তর সম্পাদকীয় ২

অভিজিৎ সাহা

ঋতুপর্ণ ঘোষ যথার্থই বলেছিলেন যে, ট্রাম কলকাতার 'চলনস্পদ'। যানটি কলকাতার ঐতিহ্যের তামাটে আকাশে সোনালি বার্তাবহ। তবু শহরের পরিবর্তিত জীবন-ছন্দে তা ক্রমশ কার্যকারিতা হারাচ্ছিল। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে রাজ্যের বর্তমান পরিবহণ মন্ত্রীর ট্রাম ফিরিয়ে আনার ঘোষণা সাধুবাদযোগ্য। সর্বস্তরের মানুষের আবেগসঞ্জাত উদ্দীপনাকে ট্রামমুখী করে তোলা সম্ভব হলেই ট্রামের প্রকৃত অর্থে পুনরুজ্জীবন ঘটবে।

দাও ফিরে

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে শহর কলকাতার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও পেশাগত চালচিত্রের লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছিল। জাতীয় জীবনে কলকাতার ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব বৃদ্ধি, পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার কদর্য চেহারা কলকাতার অভ্যন্তরীণ জনবিস্তারের ছবিটাকে আমূল বদলে দিয়েছিল। দেশভাগের ফলে যে জনস্রোতের মুখোমুখি হতে হয়েছিল কলকাতাকে, তার জন্য শহরের আর্থিক পরিকাঠামো তৈরি ছিল না। জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য, আশ্রয়, কর্মসংস্থান সহ পৌর-সুবিধার ঘাটতি দৃশ্যমান হতে শুরু করেছিল। স্বাধীনতা-উত্তর কলকাতায় যে নতুন 'কর্মোপযোগী শক্তি' বা 'ওয়ার্ক ফোর্স' উঠে এসেছিল, প্রকৃতিগতভাবে তারা বহুস্তরীয় হলেও জীবনধারণের প্রশ্নটি তাদের কাছে আবশ্যিক শর্ত ছিল। লক্ষণীয়, কর্মসংস্থানের প্রত্যাশা আর উপর্যুপরি গতিশীলতার দিকটি ক্রমশ অর্থবহ হয়ে উঠতে শুরু করলে— শহুরে অর্থনীতির নিজস্ব পরিকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, উপযুক্ত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গণ-পরিবহণের অপ্রতুলতা— উদ্বেগ, হতাশা ও বিক্ষোভের আবহ তৈরি করেছিল।

কলকাতার পরিবর্তমান শহুরেপনায় গতি, সময়ানুবর্তিতা ও কার্যকারিতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলে, প্রাত্যহিকতায় ট্রাম ক্রমশ তার জৌলুস হারাতে শুরু করেছিল। ট্রামের ধীর গতি, রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি, পরিষেবাগত ত্রুটি, কলকাতার রাজপথে ঝঞ্ঝাটহীন সফর ও সুষ্ঠু পরিবহণের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বভাবতই এর পরিণতিতে 'বিকল্প' দ্রুত গতির যানের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, শহরের পরিবর্তিত জীবন-ছন্দে ট্রাম যখন ক্রমশ কার্যকারিতা হারাচ্ছিল, তখন অনেকেই একে 'অবসরের দোসর' ও 'সেকেলে মাধ্যম' হিসাবে বিবেচনা করতে শুরু করেন। ট্রামের শম্বুক গতি, ছকে বাঁধা পথ ও রাস্তাঘাটের দুরবস্থার জন্য ট্রাম যে কলকাতার গতি-বিরোধী শক্তি হয়ে ওঠে, তা বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল। রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে পাই— 'কিছু রিটায়ার্ড লোকজন, পায়ে মোজা, গলায় মাথায় বাঁদরের টুপি পরে ট্রামে চড়ে হাওয়া খেত মাত্র।' অর্থাৎ, ট্রামে চড়া যেন শৌখিনতা হয়ে উঠেছিল। আবার, জনৈক যাত্রী নিমাই দে এসপ্ল্যানেড ও বিড়লা তারামণ্ডলের মধ্যেকার ট্রাম রুটের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে জানান, 'কটা লোকই বা যায় এই রুটে বলুন, অথচ ধুলো উড়িয়ে সারা চৌরঙ্গিটা ধূসর করে দেয়'। জনৈক যাত্রী অমলকৃষ্ণ পালের অভিজ্ঞতায় উঠে আসে যে, রবীন্দ্র সরণির দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার ক্ষেত্রে ট্রাম একমাত্র গণ-পরিবহণ হওয়া সত্ত্বেও তার সংগতিহীন সময়তালিকা, দীর্ঘ প্রতীক্ষা ইত্যাদি সার্বিক সফর অভিজ্ঞতাকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। ট্রাম আন্দোলনের প্রথম সারির কর্মী-লেখক শিশির মিত্র পর্যন্ত লিখেছেন যে, উপযুক্ত মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ট্রামের লাইনচ্যুত হওয়া বা তার ছিঁড়ে অচল হয়ে যাওয়ার ক্রমবর্ধমান সংখ্যা জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল। তিনি এও লিখেছেন, যাত্রীদের বিকল্প পরিবহণের দিকে ঝোঁক খুবই স্বাভাবিক। সমসাময়িক পত্রপত্রিকাতেও উঠে আসে সিটিসির খামখেয়ালি কর্মকাণ্ডের কথা। একটি ট্রামের জন্য স্টপে যাত্রীদের আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করা, আবার একই রুটে একাধিক ট্রামের একই সঙ্গে গন্তব্যে যাওয়া পরিষেবার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দেয়।

কলকাতার শহুরেপনায় গতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, ট্রাম ক্রমশ তার জৌলুস হারাতে শুরু করে। ফাইলচিত্র

উনিশ শতকের শেষ পাদে ১৮৭৩ সালে একটি আদ্যন্ত 'ঔপনিবেশিক মাধ্যম' হিসাবে কলকাতার রাজপথে ট্রামের পথ চলা শুরু হয় এবং ১৯০২ সালে বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে যানটির প্রযুক্তিগত মানোন্নয়ন ঘটে। একটি নির্ভরযোগ্য গণ-পরিবহণ মাধ্যম হিসাবে ট্রামের বিকাশ চমকপ্রদ হলেও গত শতকের মধ্যভাগে এসে দ্রুত বদলে যেতে থাকা কলকাতার মেজাজ ও জীবনশৈলীর ক্যানভাসে ট্রামের ঔপনিবেশিক সম্মোহন ক্রমশ ফিকে হতে শুরু করেছিল। তবে, চেন্নাই বা মুম্বইয়ের মতো ট্রাম কিন্তু কলকাতার রাজপথ থেকে চিরতরে বিদায় নেয়নি। বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার ও লেখক ঋতুপর্ণ ঘোষ যথার্থই বলেছিলেন যে, ট্রাম কলকাতার 'চলনস্পদ'। কলকাতার সজীব, আবেগঘন ও ধীর লয়ের সঙ্গে ট্রামের স্বভাবসিদ্ধ চলন, রোমান্টিসিজম যেন একাকার হয়ে আছে। দিনেমার ব্যবসায়ী হলচ পভেলসেনও বলেন যে, কলকাতার মতো গৌরবময় একটি শহরের জন-সংস্কৃতিতে ট্রামের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য এবং এটি শহরের শিরদাঁড়া-সম।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে, সাতের দশকে, বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকটের আবহে, আটের দশকের 'কলকাতা আর্বান ট্রান্সপোর্ট প্রকল্প'-এর অধীনে ভূতল পরিবহণ ব্যবস্থায় ট্রামকে সম্প্রসারিত ও পুনরুজ্জীবিত করার সুযোগ এলেও, তদানীন্তন সরকারের অবহেলায় সেই কাজ দিবালোকের মুখ দেখেনি। বামফ্রন্ট সরকারের নগরোন্নয়ন মন্ত্রী প্রশান্ত সুর ও কলকাতার মেয়র কমল বসু দু'জনেই ভবানীপুরে পাতালরেলের কাজ শেষ হলে আর ট্রাম চালানোর পক্ষপাতী ছিলেন না। উক্ত সরকারের আমলে ট্রামের ছোট-বড় বিভিন্ন পরিষেবার ক্ষেত্রে সিটিসি-র নিজস্ব কর্মী ব্যতিরেকে কনট্রাক্টরি প্রথার মাধ্যমে কাজ করিয়ে নেওয়া, লোকসানে চলা শিল্পকে সচল করার থেকেও স্টাফ ক্যান্টিনে উদারহস্তে ভরতুকি প্রদান, নোনাপুকুর ব্যতীত অন্যত্র ওয়ার্কশপ তৈরির ক্ষেত্রে প্রস্তাব রেখেও বাস্তবায়ন না-করা ট্রাম ব্যবস্থাপনার ক্রমিক অবনমনকে তরান্বিত করেছিল। ১৯৮৭ সালে সিটিসি-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর একটি সাক্ষাৎকারে জানান, আগাগোড়া সংরক্ষিত পথ পেলে কোনও নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করতে ট্রাম ও বাসের মধ্যে তেমন ফারাক থাকবে না। তবে, শিশির মিত্র দেখাচ্ছেন, ১৯৯০ সালে গড়িয়াহাট মোড় থেকে বালিগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত ট্রামের রিজার্ভ লাইন তুলে দিয়ে পথ প্রত্যেকের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই 'রিমডেলিং'-এর ব্যয়টা বর্তেছিল ট্রামের উপর। এমনকী, টেন্ডার দিয়ে ১১টি জায়গায় লাইন পাতা বা 'রিমডেলিং'-এর নামে রিজার্ভ ট্র্যাক তুলে দেওয়া হয়েছিল।

১৯৯১-'৯২ অর্থবর্ষে সিটিসির আর্থিক ঘাটতির পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ১৯.৭৯ কোটি টাকায়। ১৯৮০-'৮১ সালেও যেখানে ট্রামে নিত্যদিন ৭.২৬ লক্ষ মানুষ যাতায়াত করত, ১৯৯২-'৯৩ সালে সংখ্যাটা নেমে দাঁড়ায় ৩.৬ লক্ষে। বলা বাহুল্য, কলকাতার পরিবর্ধিত স্থানিকতায় এই শূন্যস্থান পূরণে দ্রুত ও সহজ চলাচলের বিকল্প মাধ্যম হিসাবে বাস, মেট্রো, ব্যক্তিগত যান, ফেরি পরিষেবা এমনকী পরবর্তী সময়ে চক্ররেলের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে।

১৯৮৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু স্বয়ং ট্রাম সম্প্রসারণের বিপক্ষে মত রাখেন। বামফ্রন্ট সরকারের পরিবহণ মন্ত্রী শ্যামল চক্রবর্তীর অত্যন্ত বিতর্কিত মন্তব্য— ট্রাম শিল্পের 'স্বাভাবিক মৃত্যু অনিবার্য' বোধহয় এই শিল্পের পর্যায়ক্রমিক সংকোচনের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। ১৯৯২ সালে ট্রাম-শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের দিয়ে সিটিসির বাস চালানো, ১৯৯৪ সালে হাওড়া ব্রিজ থেকে ট্রাম তুলে দেওয়া— নিঃসন্দেহে এই প্রেক্ষাপটে বিশেষ ইঙ্গিতবাহী। লক্ষণীয়, সাতের দশকের শেষে প্রকাশিত একটি স্মারকগ্রন্থে জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে, চওড়া রাস্তাগুলিতে ট্রামের গতিবেগ বাড়ালে তার গুরুত্বও বাড়বে এবং অধিকতর সংখ্যায় নিয়মিতভাবে ট্রাম চালালে ও রুট বিন্যাসে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা হলে কম খরচে বেশি যাত্রী বহন করতে পারবে ট্রাম। এভাবে আদতে অবহেলিত ট্রাম শিল্পকে কলকাতার যান মানচিত্রে পুনঃস্থাপন করা সম্ভব হবে বলেও মন্তব্যও করা হয়। আবার, আটের দশকে সিটিসি-র একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে, ট্রাম নিজে যানজটের শিকার, ট্রামকে আরও দ্রুতগামী করা সম্ভব হত যদি শহরে মিশ্র প্রকৃতির যানবাহন, ফুটপাতের বেদখল ও পথচারীদের রাস্তা ব্যবহারে রাশ টানা যায়।

এখন এটা সত্য যে, সমসাময়িক কলকাতার স্থানিকতায় মুক্ত পরিসরের সংকোচন, জনবিস্তারের চরিত্রে পরিবর্তন, ব্যবহারিকতার নিরিখে যান ব্যবহারে তারতম্য ঘটেছে। এতদ্‌সত্ত্বেও পথের ট্রামকে 'সংগ্রহশালার বস্তু' করে রাখার কোনও অর্থ হয় না। বিগত সরকারের আমলে ট্রামকে 'হেরিটেজ' হিসেবে সীমিত সংখ্যক রুটে সীমাবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা হয়েছিল। এমনকী, ৩৬ নম্বর রুটটিও কার্যকারিতা হারিয়েছিল।

পরিবর্তনের রাজ্যে নতুন পরিবহণ মন্ত্রী কলকাতার রাজপথে 'পরিবেশবান্ধব' অন্যান্য যানকে উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি ট্রাম ব্যবস্থার পুনর্গঠনের পক্ষে মত রেখেছেন। ব্যয়বহুল পুরনো ট্রামগুলিকে সরিয়ে বিদেশ থেকে অত্যাধুনিক হালকা ওজনের নতুন ট্রাম এনে কলকাতায় চালানোর কথাও জানিয়েছেন। যা নিঃসন্দেহে কলকাতার রাজপথে ট্রাম উপযোগী পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি সদর্থক ও সময়োপযোগী ভাবনা বলা যায়। তবে, ব্যবহারিকতার নিরিখেও ট্রামের গুরুত্ব বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। সর্বস্তরের মানুষের আবেগসঞ্জাত উদ্দীপনাকে ট্রামমুখী করে তোলা সম্ভব হলেই ট্রামের প্রকৃত অর্থে পুনরুজ্জীবন ঘটবে।

(মতামত নিজস্ব)

লেখক গবেষক

abhijithere23@gmail.com

৩৪ বর্ষ ৩১৩ সংখ্যা। প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে সৃঞ্জয় বোস কর্তৃক ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২, ফোন : (০৩৩) ৭১০০-৭২০০ ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২১২-৬০৩১/৭৯৭৭/৬০৩৬ থেকে, প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ভিলেজ : ঘুটগড়িয়া, পোঃ অঃ : বড়জোড়া, মৌজা : কাদাশোল, জেলা : বাঁকুড়া, ফোন : +৯১-৮১০১৯৯০৯০৯ থেকে এবং দর্পণ টাইমস প্রাইভেট লিঃ, তেলানিপাড়া, সাহুডাঙ্গি হাট - ৭৩৫ ১৩৫, ভক্তিনগর, জেলা - জলপাইগুড়ি, ফোন : (০৩৫৩) ২৫২৬৬১৮ টেলিফ্যাক্স (০৩৫৩) ২৫২১৩৬৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। প্রধান সম্পাদক : সৃঞ্জয় বোস। email : contact@sangbadpratidin.org R.N.I. Regd. No. WBBEN 53080/92, Post Regd. No. WB/CC 635

34 Year 313 Issue. Printed and published by Srinjoy Bose on behalf of Pratidin Prakashani Pvt. Ltd. Printed simultaneously at 1) Pratidin Prakashani Pvt. Ltd. 20, Prafulla Sarkar Street. Kolkata - 700072, Phone (033) 7100 7200, Fax (033) 2212-6031/7977/6036, 2) Pratidin Prakashani Pvt. Ltd. Village - Ghutgoria, P.O. - Borjora, Mouza-Kadosole, District - Bankura, Phone +91-8101990909 and 3) Darpan Times Pvt. Ltd., Telanipara, P.O. - Sahudangihat - 735 135, Bhaktinagar, District-Jalpaiguri, Phone (0353) 2526618, Telefax (0353) 2521365 Editor-in-Chief - Srinjoy Bose. email : contact@sangbadpratidin.org R.N.I. Regd. No. WBBEN 53080/92, Post Regd. No. WB/CC 635

নাগরিকত্বের প্রামাণ্য নথি নয় পাসপোর্ট, স্পষ্ট বিদেশ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি : ১৪তম পাসপোর্ট সেবা দিবসে বড় ঘোষণা! বুধবার বিদেশমন্ত্রক জানিয়ে দিল, পাসপোর্ট শুধুই একটি 'ট্র্যাভেল ডকুমেন্ট'। অর্থাৎ 'ভ্রমণ সংক্রান্ত পরিচয়পত্র'। কোনওভাবেই তা নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র বা প্রামাণ্য নথি নয়। তাৎপর্যপূর্ণভাবে ইতিপূর্বে আধার এবং ভোটার আইডি কার্ড নিয়েও অনুরূপ ঘোষণা হয়েছে। সাফ জানানো হয়েছে যে, এগুলির কোনওটিই এদেশে নাগরিকত্বের প্রামাণ্য নথি হিসাবে বিবেচিত হবে না। তবে বুধবারের ঘোষণায় সেই তালিকায় জুড়েছে পাসপোর্টও।

আর তার সঙ্গেই ছড়িয়েছে বিতর্ক। কারণ, এতদিন অনেকেই ভাবতেন, ভারত সরকার কারও নামে পাসপোর্ট ইস্যু করেছে মানেই তিনি এই দেশের নাগরিক। এটাই তাঁর ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণ। ফলে এই নিয়ে ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে সরব হয়েছেন নেটিজেনদের একাংশ। তাঁদের দাবি, সরকারের ঘোষণায় গোটা বিষয়টি নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়েছে।

উল্লেখ্য, নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী জন্মসূত্রে কাউকে ভারতীয় নাগরিক তখনই বলা যাবে, যদি তাঁর জন্ম ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি হয় বা তার পরে হয়, কিন্তু কোনওভাবেই যেন ১৯৮৭ সালের ১ জুলাইয়ের পরে নয়। এবার, যদি কারও জন্ম ১৯৮৭ সালের জুলাই মাসে বা তার পরে হয়, তিনিও এদেশের নাগরিকত্ব দাবি করতে পারেন, যদি তাঁর অভিভাবকদের মধ্যে কোনও একজন ভারতীয় নাগরিক হন। এ ছাড়া যাঁদের জন্ম ২০০৪ সালের ৩ ডিসেম্বর বা তার পরে হয়েছে, তাঁরাও সরকারের কাছে ভারতীয় নাগরিকত্ব চাইতে পারেন যদি হয় ১) তাঁর দুই অভিভাবকের দু'জনই ভারতীয় নাগরিক হন বা ২), একজন অভিভাবক ভারতীয় হন, আর অপরজন, আবেদনকারীর জন্মের সময় অবৈধ শরণার্থী হিসাবে তালিকাভুক্ত বা চিহ্নিত না থাকেন। প্রসঙ্গত, এসআইআর তথা ভোটার তালিকা বিশেষ নিবিড় সংশোধন সংক্রান্ত মামলার শুনানির সময়ে সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছিল যে, আধার নাগরিকত্বের চূড়ান্ত প্রামাণ্য নথি নয়। এটি কেবলই একটি সরকারি পরিচয়পত্র। একইভাবে ভোটার কার্ড হল মূলত পরিচয় এবং বাসস্থান সংক্রান্ত দলিল, যার দৌলতে নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা যায়।

১৪তম পাসপোর্ট সেবা দিবসে বিদেশ মন্ত্রকের তরফে এ ছাড়াও আরও নানা ঘোষণা হয়েছে। যেমন বিদেশ মন্ত্রকের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ২০২৫ সালে দেশে ১.৫ কোটি পাসপোর্ট এবং সেই সংক্রান্ত পরিষেবা দেওয়া হয়েছে সরকারের তরফে। এর মধ্যে শুধু পাসপোর্টই দেওয়া হয়েছে ১.৩৯ কোটি। মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, বর্তমানে দেশজুড়ে ৫৪৫টি পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র রয়েছে।

পাসপোর্ট শুধুই একটি 'ট্র্যাভেল ডকুমেন্ট'। অর্থাৎ 'ভ্রমণ সংক্রান্ত পরিচয়পত্র'। কোনওভাবেই তা নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র বা প্রামাণ্য নথি নয়। ইতিপূর্বে আধার এবং ভোটার আইডি কার্ড নিয়েও অনুরূপ ঘোষণা হয়েছে।

রাস্তায় হাঁটুজল। বিপর্যস্ত মুম্বই শহর। বুধবার। —পিটিআই

হাঁটুজলে থমকে বাণিজ্যনগরী

মুম্বই: তীব্র গরমে পুড়ছিল মুম্বই। চাতক চোখে অপেক্ষায় ছিল বৃষ্টির। অবশেষে ১৩ দিনের দহন শেষে শুরু হল ধারাপাত। কিন্তু সেই 'সুখবৃষ্টি' হল না বর্ষা-মঙ্গল। কারণ, হাঁটুসমান জলে থমকে বাণিজ্যনগরী। বর্ষার শুরুতেই স্তব্ধ মুম্বইয়ের জনজীবন। ২৪ ঘণ্টায় ৩০০ মিমি বৃষ্টিতে ভাসছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল।

গত এক দশকে জুন মাসে সর্বাধিক বৃষ্টির রেকর্ড করল মুম্বই। তার সঙ্গেই ঝড়ে উপড়েছে গাছ। জলমগ্ন মুম্বই। এখানেই শেষ নয়, আবহাওয়া দপ্তর মুম্বই ও সংলগ্ন অঞ্চলে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। রাতভর রেকর্ড বৃষ্টিপাতের জেরে মুম্বইয়ের একাধিক নিচু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। ব্যাহত হয়েছে রেল ও সড়ক যোগাযোগ, যার ফলে চরম ভোগান্তির শিকার হয়েছেন নিত্যযাত্রীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসন একাধিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এদিন বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনে যান মুম্বইয়ের মেয়র ঋতু তাওড়ে। তবে কিংস সার্কেলের গান্ধী মার্কেট এলাকায় মেয়রের পরিদর্শনের সময়ই ঘটে যায় চরম বিপত্তি। সেখানে জলমগ্ন রাস্তা পরিদর্শনের সময় বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এক সুপারভাইজার আচমকাই একটি খোলা নর্দমায় পড়ে যান। যদিও স্থানীয়দের তৎপরতায় তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করা হয়। এদিকে মুম্বই জলমগ্ন হতেই মেয়রকে নিশানা করতে শুরু করেন বিরোধীরা। ওই ঘটনার একটি ভিডিও এক্স-এ শেয়ার করে মেয়র ও পুরপ্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ বর্ষা গায়কোয়াড়। তাঁর অভিযোগ, "এই ব্যক্তি আপনাদের নিষ্ক্রিয়তা এবং দুর্নীতির গর্তে পড়ে গিয়েছেন। এটি কোনও দুর্ঘটনা নয়, আপনাদের দুর্নীতি হাতেনাতে ধরা পড়েছে।" আর তাই একটানা বৃষ্টিতে জল জমতে শুরু করতেই ২০০৫-এর আতঙ্ক ফিরছে আমচি মুম্বইয়ে।

মঙ্গলবার রাতে ভিখরোলি পশ্চিমে একটি বহুতলের পাশের দেওয়াল ভেঙে পড়ার ঘটনাও ঘটেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় প্রবল বৃষ্টি হয়েছে মহারাষ্ট্রের থানে ও পালঘর জেলায়। টানা বৃষ্টির জেরে ধস নেমেছে মালশেজ ঘাটে, উপড়ে গিয়েছে বহু গাছ। এর ফলে মুম্বইয়ের একাধিক এলাকায় লম্বা যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে রেল পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় সমস্যা আরও বেড়েছে। সকাল থেকেই কর্মস্থলে পৌঁছতে ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে মুম্বইবাসীকে। স্থানীয় প্রশাসন জল নিষ্কাশনের কাজ শুরু করলেও টানা বৃষ্টির কারণে পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা কঠিন হয়ে পড়ছে। ইতিমধ্যেই পরিস্থিতির অবনতির জেরে বুধবার মুম্বই, শহরতলি এবং পালঘর জেলায় লাল সতর্কতা জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর। থানে জেলায় জারি হয়েছে কমলা সতর্কতা, অন্যদিকে রায়গড়, রত্নগিরি এবং সিন্ধুদুর্গে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

পরিস্থিতি সামাল দিতে বিএমসি ৭ হাজার কর্মীকে মোতায়েন করেছে। দাদর স্টেশনের কাছে গাছ উপড়ে গাড়ির উপরে পড়ে। তবে গাড়িতে কেউ না থাকায় কারও প্রাণহানি হয়নি বা কেউ আহত হননি। আগামী দিনে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে মৌসম ভবন। সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে পারেলে (৩৩৪ মিমি)। এর পর রয়েছে মালাড (৩১৩ মিমি), পওয়াই (২৯৪), দাদর, ওয়াডালা (২৯০), কান্দিভালি (২৮৪), বোরিভালি (২৫৭) এবং বান্দ্রা (২৫৪)। অবিরাম বর্ষণে জনজীবন ব্যাহত হওয়ায় প্রশাসনের তরফে বাসিন্দাদের জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কলকাতা-জম্মু তাওয়াই-কলকাতা এক্সপ্রেস মুকেরিয়াঁ স্টেশনে থামবে না

উত্তর রেলওয়ের জম্মু ডিভিশনের মুকেরিয়াঁ-তলওয়াড়া শাখার মুকেরিয়াঁ স্টেশনে অ্যাডিশন ও অল্টারেশন কাজের জন্য ৭ দিনের (২৩.০৬.২০২৬ থেকে ২৯.০৬.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত) প্রি নন-ইন্টারলকিং ও ২ দিনের (৩০.০৬.২০২৬ থেকে ০১.০৭.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত) নন-ইন্টারলকিং কাজ করা হবে। তদানুযায়ী, **১৩১৫১ কলকাতা-জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২২.০৬.২০২৬ থেকে ২৯.০৬.২০২৬) ও **১৩১৫২ জম্মু তাওয়াই-কলকাতা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৭.০৬.২০২৬ থেকে ৩০.০৬.২০২৬) ট্রেন **মুকেরিয়াঁ স্টেশনে** স্টপেজ প্রদান করবে না। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/ই-অকশন/এইচডব্লিউএইচ/২০২৫, তারিখঃ ২২.০৬.২০২৬

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া, পিন-৭১১১০১ কর্তৃক ০৩ বছরের জন্য হাওড়া ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার দরুন চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। আরও বিশদ বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে ই-অকশন লিজিং মডিউলের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। **ক্যাটালগ নং: পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-৩-২৬; অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ ০৬.০৭.২০২৬** তারিখ দুপুর ২ টায়। **ক্রম নং: ১; লট নম্বরঃ** পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-কেকেইউই-টিডব্লিউ-২৮৭-২৬-১ (পার্কিং-টু হুইলার); **স্টেশনের নাম ঃ** কামারকুণ্ডু-II; **ক্রম নং.ঃ ২; লট নম্বরঃ** পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-বিডব্লুএন-টিডব্লিউ-৩০৫-২৬-১ (পার্কিং-টু হুইলার); **স্টেশনের নাম ঃ** বর্ধমান; **ক্রম নং.ঃ ৩; লট নম্বরঃ** পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-বিডিসি-আরডব্লিউ-৩০৪-২৬-১ (পার্কিং-থ্রি হুইলার); **স্টেশনের নাম ঃ** ব্যান্ডেল। HWH-170/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অভিযুক্ত সিয়া ও চেতনের সাতদিনের পুলিশ হেফাজত

পুণে হত্যাকাণ্ডের তদন্তে দোষীকে ধরাল একটি হুডি

নয়াদিল্লি: রহস্যের পর্দা ফাঁস করতে সাহায্য করল একটা হুডি। প্রবল গরমের মধ্যেও বারমুডার সঙ্গে হুডিতে মাথা ঢেকে কেন হাঁটছেন এক যুবক? ঠান্ডা তো কারণ হতেই পারে না। তাহলে কি নিজের মুখ আড়াল করতে চাইছেন তিনি? সিসিটিভিতে হুডিরই একটা ছবিই চোখ টানে তদন্তকারীদের। যা শেষ পর্যন্ত দোষীদের ধরতে সাহায্য করল। চাপের মুখে ভেঙে পড়ে সিয়া এবং চেতন দু'জনেই স্বীকার করে নিলেন কেতনকে খুন করার কথা। চমকে দেওয়া থ্রিলার সিরিজের গল্পের মতোই পরতে পরতে খুলল তদন্তের পর্দা।

কেতন বিশাল আগরওয়ালের পাহাড় থেকে পড়ে মৃত্যুর ঘটনায় তাঁর বাগদত্তা, বছর কুড়ির সিয়া গোয়েলের কথাই প্রথমে বিশ্বাস করে নিয়েছিল পুলিশ। এমনকী সোশ্যাল মিডিয়ায় কেতনের জন্য সিয়ার শোকের প্রকাশকেও স্বাভাবিকভাবে ধরেছিলেন তদন্তকারীরা। কিন্তু ক্রমেই সিয়ার আচরণে সন্দেহ বাড়তে থাকে তাঁদের। যেহেতু কেতন একজন অভিজ্ঞ ট্রেকার তাই সন্দেহের কথা জানিয়ে পরিবার ও বন্ধুরা থানায় অভিযোগ দায়ের করে। শেষ পর্যন্ত তাঁদের সন্দেহই সত্যি বলে জানা যায়।

যার শেষ পয়েন্টটি ছিল লোহাগড় কেল্লায় অল্প সময়ের মধ্যেই তিনবার তাঁদের ছবি দেখা যায়। এবং ঘটনার দিন তাঁদের পিছনে থাকা হুডি পরা সেই যুবকের ছবি। দোষ স্বীকার করতেই কেতন বিশাল আগরওয়ালকে হত্যায় অভিযুক্ত সিয়া গোয়েল এবং তাঁর প্রেমিক চেতন চৌধুরিকে সাতদিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠাল পুণের জেলা আদালত। তদন্তের সুবিধার্থে লোনাভালা গ্রামীণ পুলিশ অভিযুক্তদের হেফাজতে চেয়ে আবেদন করেছিল। সেই আবেদন মঞ্জুর করে ২৯ জুন অবধি পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিলেন বিচারক।

১৮ জুন সিয়া এবং তাঁর প্রেমিক চেতন চৌধুরি মিলে কেতনকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেন। পুলিশের সামনে গিয়ে সিয়া বলেন, কেতন পা পিছলে পড়ে গিয়েছেন। তবে তদন্তে জানা গিয়েছে, বছর খানেক ধরে সিয়ার সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন চেতন। পুলিশকে চেতন জানিয়েছেন, বিয়ে ভেঙে দিলে সিয়ার পরিবারের সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে বলে নিজেদের সম্পর্ক বাঁচানোর বিকল্প পথ হিসাবে কেতনকে হত্যার পরিকল্পনা করেন তাঁরা। শেষ সাত মাসে সিয়া ও চেতন দু'হাজার চারবার ফোনে প্রায় ২৩৮ ঘণ্টা কথা বলেন।

১৮ তারিখ লোহাগড় কেল্লায় যাওয়ার আগে একটি ক্যাফেতে দেখা করে চূড়ান্ত পরিকল্পনা করেন সিয়া ও চেতন। সেই মতো সিয়াদের পিছনে আলাদা গাড়িতে চেতন ফলো করেন। তারপর নির্জন জায়গায় গিয়ে কেতনকে পিছন থেকে ধাক্কা মারেন সিয়া ও চেতন। এর ফলেই ৩৫০ ফুট নিচে পড়ে মৃত্যু হয় কেতনের। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি কোনওভাবেই দুর্ঘটনা ছিল না, বরং এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। প্রেমিকযুগল আগেও কেতনকে খুনের চেষ্টা করেছিলেন।

সরকারি হাসপাতালে সন্তান হলেই সোনার আংটি!

চেন্নাই: তামিলনাড়ুর সংস্কৃতিতে নবজাতকের আগমনে মামার বাড়ি থেকে উপহার (থাইমামান সির) দেওয়ার একটি ঐতিহ্যবাহী রেওয়াজ রয়েছে। এবার সেই আবেগকে সম্মান জানিয়ে রাজ্যের প্রতিটি নবজাতকের 'মামার বাড়ি'র ভূমিকা নিতে চলেছে স্বয়ং সরকার। সরকারি হাসপাতালে জন্ম নেওয়া প্রতি শিশুকে দেওয়া হবে ১ গ্রামের একটি সোনার আংটি, যার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ১৩,৬০০ টাকা। মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয়ের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই 'থাইমামান থাঙ্গা মোথিরম থিত্তাম' বা 'সোনার আংটি প্রকল্প' চালু করা হচ্ছে।

আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সি এন আন্নাদুরাইয়ের জন্মবার্ষিকীতে মুখ্যমন্ত্রী বিজয় আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রকল্প চালু করবেন। তবে এটি গত ২২ জুন (মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন) থেকে পূর্ববর্তী সময়কাল ধরে কার্যকর হবে। এই নতুন উদ্যোগের জন্য রাজ্য সরকার বার্ষিক ৭৫৫.৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

কারা পাবেন এই সুবিধা? তামিলনাড়ুর স্থায়ী বাসিন্দা এবং সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সন্তান প্রসব করা সমস্ত মায়েরা এই সুবিধা পাবেন। কোনও লিঙ্গবৈষম্য ছাড়াই ছেলে ও মেয়ে উভয় সন্তান এই 'উপহার' পাবে। এমনকী সন্তান জন্মক্রমের উপর কোনও বিধিনিষেধ নেই, অর্থাৎ প্রথম বা পরবর্তী সব সন্তানের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। সুবিধাভোগীদের তামিলনাড়ুর বাসিন্দা হিসাবে প্রমাণপত্র জমা দিতে হবে। এর জন্য রেশন কার্ড, ভোটার আইডি, আধার কার্ড, শ্রম কল্যাণ বোর্ডের আইডি, পোস্ট অফিসের ঠিকানার প্রমাণপত্র বা নেটিভিটি সার্টিফিকেট ব্যবহার করা যাবে বলে সরকারি সূত্রের খবর। কেন এই উদ্যোগ? সরকারি তথ্য অনুযায়ী, তামিলনাড়ুতে বছরে প্রায় ৭.৮ লাখ সন্তান জন্মায়, যার মধ্যে প্রায় ৫৩ শতাংশ (৪.২ লাখ) প্রসব হয় সরকারি হাসপাতালে। যেখানে বেসরকারি হাসপাতালে সন্তান প্রসবের গড় খরচ প্রায় ৬৩,৪৭৩ টাকা, সেখানে সরকারি হাসপাতালে এই খরচ মাত্র ১,৩৬৪ টাকা।সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোনা উপহার তামিল সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। এই উপহার একদিকে যেমন মাতৃত্বের এই সময়কে সম্মানিত করবে।

মুম্বইয়ে চলন্ত ট্রেনে খুনোখুনি

■ **মুম্বই:** মুম্বইয়ে চলন্ত লোকাল ট্রেনে হত্যাকাণ্ড! ট্রেনের ভিতরই বচসায় জড়ান দুই যাত্রী। দরজা বন্ধ করা নিয়ে দু'জনের তর্কাতর্কি শুরু হয়। সেখান থেকেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পকেট থেকে ছুরি বের করে সহযাত্রীকে কোপাতে শুরু করেন এক ব্যক্তি। চলন্ত ট্রেনের মধ্যেই প্রবল রক্তক্ষরণ হয়ে মৃত্যু হয় ২২ বছর বয়সি যুবকের। লোকাল ট্রেনটি গুরগাঁও এবং কান্দিভালি স্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে থাকাকালীন আচমকাই দুই যাত্রীর মধ্যে বচসা শুরু হয়।

'নেহরুই সেরা প্রধানমন্ত্রী'

■ **নয়াদিল্লি :** জওহরলাল নেহরুই দেশের সেরা প্রধানমন্ত্রী। নরেন্দ্র মোদি মিথ্যার কারিগর। ঠিক এই ভাষাতেই বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। সম্প্রতি সংবাদসংস্থা 'পিটিআই'কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে জয়রাম বলেন, "নিঃসন্দেহে নেহেরু ভারতের সেরা প্রধানমন্ত্রী। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল হলেন সেই সেরা প্রধানমন্ত্রী, যাঁকে দেশ পেলনা।"

আজ যেমন

মেষ	আঘাত
বৃষ	মনোমালিন্য
মিথুন	মাথায় আঘাত
কর্কট	পরিকল্পনা
সিংহ	চিন্তা মুক্তি
কন্যা	অভিমান
তুলা	শান্তি
বৃশ্চিক	স্বীকৃতি
ধনু	উৎকর্ষ
মকর	পীড়া
কুম্ভ	সুখ
মীন	শুভ

শ্রী অভিষেক ব্যানার্জ্জী

TENDER NOTICE

The DCFS, Jhargram invites e-Tender for the engagement of Handling contractor for 07 (seven) Govt. godowns under DCFS, Jhargram. Bid opens from 24/06/26 (9:00) to 06/07/2026 (14:00). Details are available at www.wbtenders.gov.in, e-tender ID: 2026_DFS_1029414_1 to 2026_DFS_1029414_7

দক্ষিণ রেলওয়েতে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেনের পথ পরিবর্তন

দক্ষিণ রেলওয়ের চেন্নাই সেন্ট্রাল ডিভিশনের অরক্কোনম স্টেশনে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপে পথ পরিবর্তন করে চলবে ঃ • **২২৩০৬ জসিডি-স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া টার্মিনাল, বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৬.২০২৬) এবং **২২৩০৫ স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া টার্মিনাল, বেঙ্গালুরু-জসিডি এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৮.০৬.২০২৬) উভয় অভিমুখে পথ পরিবর্তন করে গুডুর-রেনিগুন্টা-তিরুত্তনি-মেলপক্কম কেবিন-কাটপাডী হয়ে চলবে এবং পেরম্বুর স্টেশনে স্টপেজ প্রদান না করে তিরুত্তনি স্টেশনে ৫ মিনিটের জন্য অতিরিক্ত স্টপেজ প্রদান করবে। • **১২৫০৩ স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া টার্মিনাল, বেঙ্গালুরু-আগরতলা হামসফর এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৬.২০২৬) এবং **১২৫০৪ আগরতলা-স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া টার্মিনাল, বেঙ্গালুরু হামসফর এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৮.০৬.২০২৬) উভয় অভিমুখে পথ পরিবর্তন করে কাটপাডী-মেলপক্কম কেবিন-তিরুত্তনি-রেনিগুন্টা- গুডুর হয়ে চলবে এবং পেরম্বুর স্টেশনে স্টপেজ প্রদান না করে তিরুত্তনি স্টেশনে অতিরিক্ত স্টপেজ প্রদান করবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

ভারতের দেওয়া শুল্ক কত জানা ছিল না, ট্রাম্পের কথায় জল্পনা

নয়াদিল্লি: ভারতের উপর মার্কিন শুল্কের বোঝা ঠিক কতটা, তা জানা যায় কীভাবে? তা নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ মার্কিন প্রেসিডেন্ট। মার্কিন বাণিজ্যসচিব হাওয়ার্ড লুটনিকের সঙ্গে তা নিয়ে রীতিমতো ঝামেলা বাধে ডোনাল্ড ট্রাম্পের।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট একটা বিষয়ে প্রায় নিশ্চিত ছিলেন যে আমেরিকা থেকে ভারতে রপ্তানি হওয়া জিনিসপত্রের উপর অন্তত ১৭৫ শতাংশ শুল্ক চাপানো হয়, কিংবা এই অঙ্কটা তার থেকে বেশিও হতে পারে। গত বছর আগস্টে যে ইস্যুতে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রবল চটে যান তার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল, রাশিয়ার থেকে তেল কিনে পুতিনের দেশকে মদত দিচ্ছে ভারত।

অন্যদিকে সেই অর্থে রাজস্ব ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে মার্কিন সমর্থন পাওয়া ইউক্রেনের বিরুদ্ধে লড়ছে রাশিয়া— এই যুক্তিতেই ক্ষুব্ধ ছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাতেই ভারতের উপর আরও শুল্কের বোঝা চাপিয়েছে আমেরিকা, যা ভারতের উপর বরাদ্দ শুল্কের পরিমাণ ৫০ শতাংশে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সদ্য প্রকাশিত নিউ ইয়র্ক টাইমসের দুই সাংবাদিক ম্যাগি হেবারম্যান এবং জোনাথন সোয়ানের লেখা 'রেজিম চেঞ্জ: ইনসাইড দ্য প্রেসিডেন্সি অফ ডোনাল্ড ট্রাম্প' বইয়ের তথ্য অনুযায়ী ভারত অনেক বেশি শুল্ক দিত বলে মনে করতেন ট্রাম্প।

কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্ষুব্ধ হয়ে জানান, "প্রকৃত সংখ্যাটা ছাতার মাথা (ছাপার অযোগ্য শব্দ) আমার কাছে কেউই প্রকাশ করত না। তোমরা সেটা জানাও আমাকে।"

এমনকী মার্কিন বাণিজ্য সচিব হাওয়ার্ড লুটনিকও ট্রাম্পকে প্রকৃত তথ্য দিয়ে বুঝিয়ে ঠান্ডা করতে পারেননি। এই পরিস্থিতিতেই ট্রাম্প বিশ্বাস করতেন, ভারতের উপর শুল্কের বোঝা ১৭৫ শতাংশ বা তার বেশি। এমনকী মার্কিন ট্রেজারি সচিব স্কট বেসান্টও ভারতকে 'শুল্কের মহারাজা' বলে উল্লেখ করতেন। ফলে ট্রাম্পের মনে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হতে পারেনি।

আরও বিপাকে বনশালি, চিঠি মুখ্যমন্ত্রীকে, দাবি এফআইআর-এর

মুম্বই : অস্বস্তি বাড়ছে পরিচালক সঞ্জয় লীলা বনশালির।

শুটিং চলাকালীন এক ক্রু-সদস্যের মৃত্যুতে পরিচালকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার দাবি তুলল অল ইন্ডিয়া সিনে ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন। এফডব্লিউআইসিই তথা ফেডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজের সঙ্গে মিলে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিসকে লেখা চিঠিতে এই দাবিই করা হয়েছে। পাশাপাশি চিঠিতে মৃতের পরিবারকে এক কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া এবং ক্রু-সদস্যের মৃত্যুর ঘটনায় উচ্চপর্যায়ের তদন্তেরও দাবিও রয়েছে। প্রসঙ্গত, বনশালির আসন্ন ছবি 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার'-এ অভিনয় করেছেন আলিয়া ভাট, রণবীর কাপুর এবং ভিকি কৌশল। ছবির সেট পড়েছিল 'মুম্বই ফিল্ম সিটি'র রয়্যাল পাম্প স্টুডিওয়। সেখানে শুটিং চলাকালীন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান চন্দ্রধারী সিং যাদব নামে ইউনিটেরই এক কর্মী। সেই নিয়েই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন অল ইন্ডিয়ান সিনে ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুরেশ শ্যামলাল গুপ্ত।

চিঠির নির্যাস—তারকাদের নিয়ে তৈরি এই ছবিতে নিরাপত্তার নিয়মনীতি সঠিকভাবে মানা হয়নি। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হলে এমন ঘটনা এড়ানো যেত। উল্লেখ্য, এর আগেও বনশালির সেটে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা ঘটেছে। 'দেবদাস' ছবির সেটে মৃত্যু হয়েছিল দীনদয়াল যাদব নামে এক কর্মীর। 'পদ্মাবত' ছবির সেটে প্রাণ হারান মুকেশ ডাকিয়া। সেই সমস্ত বিবরণও চিঠিতে দিয়েছেন গুপ্ত। দাবি তুলেছেন দুর্ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের। শোনা যাচ্ছে, চন্দ্রধারীকে নাকি ৪০ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল বনশালির প্রযোজনা সংস্থা। কিন্তু তাতে রাজি নয় অভিযোগকারী পক্ষ।

তারাতলায় তাসের ঘর

একের পাতার পর

জমি বহুতল গোডাউন ও হিমঘর তৈরির জন্য ৩০ বছরের লিজ নেয়। এদিকে, তারাতলার ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা রুজু করেছে কলকাতা পুলিশ। রাতেই পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয় সুপারভাইজার সৈয়দ মহম্মদ গুলজার, শ্রমিক ঠিকাদার মহম্মদ আতাউল ও সুভাষ চৌধুরি। লালবাজার সূত্রে খবর, যে জমির উপর নির্মাণকাজ চলছিল তার ধারণ ক্ষমতা কতটা ছিল তা তদন্ত করে দেখা হবে। যে নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছিল তার গুণমাণ কেমন ছিল ও আদৌ আইন মেনেও নির্মাণ হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে। এটা নিছক দুর্ঘটনা, না কি এর পিছনে কোনও ষড়যন্ত্র রয়েছে, তদন্তকারীরা তা-ও খতিয়ে দেখছেন। পুলিশ জানিয়েছে, তারাতলায় ওই নির্মাণকাজ চলছিল বন্দরের জমিতে। লিজ নিয়েছিলেন শম্ভুনাথ বেহরা। তিনি বেহরা ব্রাদার্সের অংশীদার। দুর্ঘটনার পরই বেহরা ব্রাদার্সের কর্তাদের খোঁজ মিলছে না। লালবাজার গোয়েন্দারা তাঁদের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে বলে খবর। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় আসল দোষী কে বা কারা তা তদন্ত করে চিহ্নিত করা হবে। বেহরা ব্রাদার্স ছাড়া এ আর ট্রেডার্স নামে আর এক সংস্থার উপরও নজর রয়েছে পুলিশের। এই সংস্থাকে নির্মাণকাজের বরাত দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। তাদের মধ্যে কী চুক্তি ছিল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এদিন কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (ক্রাইম) কুণাল আগরওয়াল জানান, প্রাথমিক তদন্ত চলছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এদিন নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "নিজের চোখে যেটা দেখেছি, সেটা হেভি রেন বা মাটি নরম হয়ে যাওয়ার কারণে হয়নি। সেটা হলে অন্যভাবে হয়। বেন্ডিং হয়ে যেত। নাট থেকে উল্টে স্লিপ করেছে। আর্মি ও এনডিআরএফ আমাকে বলেছে যে বেশ কয়েকজন লোক আটকে রয়েছেন। তাঁদের জল ও অক্সিজেন দেওয়া হয়েছে। তাঁদের আমরা সেফলি বের করছি। উদ্ধারকাজ এখনও চলছে। আমরা আশাবাদী জীবিত অবস্থাতেই তাঁরা চাপা পড়ে আছেন। অগ্নিমিত্রা পাল, শারদ্বত মুখোপাধ্যায়, দমকল রাষ্ট্রমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরি, ইন্দ্রনীল খাঁ-সহ কলকাতা পুলিশের সিপি, এনডিআরএফের কলকাতা জোনের যিনি দায়িত্বে আছেন, তিনি সিভিল ডিফেন্সের এডিজি সঞ্জয় সিং, আর্মির লোকজন, ফায়ার ব্রিগেডের আধিকারিকরা একযোগে কাজ করছেন। ১২টা ০৭ মিনিটে এই ঘটনা ঘটেছে। আমি স্পট ভিজিট করে এসেছি।" মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বিধানসভা যেহেতু চলছে, ক্ষতিপূরণ বা ইত্যাদি বিষয়ে বিধানসভার শুরুতে বিবৃতি দেব। ধন্যবাদ জানাব সিভিল ডিফেন্স, ফায়ার ব্রিগেডকে। তারা যদি লোকাল লোকেদের নিয়ে উদ্ধার কাজ না করত, তা হলে একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটত, মৃত্যুর সংখ্যাটা অনেক লম্বা হত। আমরা ধন্যবাদ জানাব এনডিআরএফের আর্মির যিনি এই জোনের দায়িত্বে আছেন, তাঁর সঙ্গে ২.৩০ নাগাদ সিএসের যখন কথা হয়, তখনই আমরা সিদ্ধান্ত নিই আমরা আর্মিকে কল করব। আর্মিকে এক ঘণ্টার মধ্যে ৩টে ১৫-২০র মধ্যে উদ্ধারকাজে হাত লাগান। এখনও ২১জনকে উদ্ধার করা গিয়েছে। ১৮ জন অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে রয়েছেন। ওই স্বাস্থ্যদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সুমনা সরকার কাজ করছে। ২০টি অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে। গ্রিন চ্যানেল করে কলকাতা পুলিশ হাসপাতালে পৌঁছে দিচ্ছে। আমরা অনেক পরে গিয়েছি। কারণ উদ্ধারকাজ যাঁরা করছেন, তাঁদের সুযোগ দিতে হয়। আরও ১২ থেকে ১৫ জন ভিতরে আছেন, তাঁদের সঙ্গে এনডিআরএফ সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। তাঁদের জল এবং অক্সিজেন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় বিধানসভা খুললে আমি বিবৃতি দেব সরকারের তরফে।"

এতদিন শহরে বড় বিপর্যয় ঘটলে, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সেনার সাহায্য নেওয়া ছিল দূরঅস্ত। কিন্তু বুধবার তারাতলায় দ্রুত নেমে সেনাবাহিনী পরিস্থিতি না সামলালে আরও বাড়ত মৃতের সংখ্যা। সাম্প্রতিককালের মধ্যে এমন অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে বিপর্যয় মোকাবিলার নজির দেখেনি কলকাতাবাসী। ভার্টিক্যাল ড্রিল মেশিন, অ্যাঙ্গেল কাটার, ডায়মন্ড টেন শ, এয়ার প্লাজমা কাটিং মেশিন, কর্ডলেস হ্যামার দিয়ে কংক্রিট কাটা শুরু হয়। মাঝেমধ্যেই চিৎকার করে উদ্ধারকারীরা বলেন, ভিতরে কেউ থাকলে সাড়া দিন বা শব্দ করুন। গ্যাস কাটার নিয়ে আসে এনডিআরএফ, ডিএমজি ও সেনা। স্বাস্থ্য দফতর ও সেনাদের চিকিৎসকরাও ঘটনাস্থলে যান। কংক্রিটের ছাদ কেটে দড়ি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে সেনা ও এনডিআরএফ। ক্রমে ডিএমজি ও সিভিল ডিফেন্সও ভিতরে ঢুকে উদ্ধারকাজ চালায়। আহতদের বের করে নিয়ে আসা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-৫৪-২৬, তারিখ: ২২.০৬.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে, ডিআরএম (ইঞ্জি)/ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা নিম্নে উল্লিখিত **পাথওয়ে** এবং **বিবিধ কাজের জন্য ০১ (এক)টি** ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং: ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-৫৪-২৬। কাজের বিবরণ:** আদ্রায় বর্তমান অফিসার্স ক্লাব ও রেস্ট হাউসের উন্নয়ন এবং জগিং পাথওয়ে নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য:** ৮৬,৫৮,৩৫৮.২৪ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় **১৬.০৭.২০২৬ তারিখ বেলা ৩টা।** উপরোক্ত ই-টেন্ডারের বিস্তারিত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখা যেতে পারে। **(PR-379)**

PURULIA ZILLA PARISHAD
Purulia
Notice Inviting Tender
E-Tender Notice No. e-NIT No.-**15 of 2025-2026 (3rd Call)** vide Memo No. **107/DE/PZP dated : 22.06.2026.**
Please visit to the website **www.wbtenders.gov.in** for details intending contractors may also contact Engineering dept. of this office and office notice board.
Sd/-,
District Engineer
Purulia Zilla Parishad
Memo no. 849/ICA/Puru
Date-24/06/26

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে, ডেপুটি সিএমই (ওয়াগন)/খড়্গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য আইটেমের ক্ষেত্রে উল্লিখিত তারিখে বেলা ৩টার আগে ওপেন ই-টেন্ডার (ওয়ার্কস কনট্র্যাক্ট) আহ্বান করছেন, যা বেলা ৩টায় খোলা হবে। **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ই-ডিওয়াই-ডব্লিউডব্লিউ-পেইন্টিং-২০২৬, তারিখ: ২২.০৬.২০২৬। কাজের নাম:** ওয়াগনের পেইন্টিং এবং স্টেন্সিলিং। **কাজের আনুমানিক মূল্য:** ১,৩৯,০০,০৫০ টাকা (১৮% জিএসটি সহ)। **বায়না মূল্য:** ২,৭৮,০০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ১৫.০৭.২০২৬ তারিখে বেলা ৩টা। **ওয়েবসাইট সংক্রান্ত তথ্য ও বিবরণ: www.ireps.gov.in** । দরদাতারা দরপত্রের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/স্পেসিফিকেশন জানার জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনের মাধ্যমে তাঁদের বিড জমা দিতে পারেন। কোনো অবস্থাতেই এই কাজের জন্য কোনো ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। **(PR-377)**

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী ১

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসজি.টেন্ডার/ডিওয়াইসিপিএম/এসঅ্যান্ডটি/এএসএন/০১, তারিখ ১৭.০৬.২০২৬। ডেপুটি চিফ প্রজেক্ট ম্যানেজার, গতিশক্তি ইউনিট, এসঅ্যান্ডটি, শিয়ালদহ কর্তৃক ইতিপূর্বে প্রকাশিত ই-টেন্ডার নং ডিসিপিএম-জিএস-এসএনটি-এএসএন-০১-২৬-২৭ তারিখ ১৭.০৬.২০২৬-এর জন্য সংশোধনী নং. ১ - দুমকা-বাসুকীনাথ এবং দুমকা-বড়পলাশী শাখার নিউ মদনপুর (এমপিইউআর) স্টেশনে, অন্ডাল জংশন (ইউডিএল) - সীতারামপুর (এসটিএন) শাখার তাপসী (টিওপি) স্টেশনে এবং সীতারামপুর (এসটিএন)-প্রধানখুন্তা (পিকেএ) শাখার ছোটো আম্বোনা (সিএএম) স্টেশনে, আরডিএসও এআই স্পেসিফিকেশন আরডিএসও/এসপিএন/১৯২/২০১৯-এর সর্বশেষ সংশোধনী অনুসারে নতুন ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম স্থাপনের সাথে সম্পর্কিত এস অ্যান্ড টি কাজ; নিউ মদনপুর, ছোটো আম্বোনা, তাপসী ও সোনাচারা স্টেশনে অনুমোদিত এসআইপি অনুযায়ী ইয়ার্ড পুনর্গঠন কাজের সাথে সম্পর্কিত অন্ডাল জংশন (ইউডিএল)-সীতারামপুর (এসটিএন) শাখার সোনাচারা (এসএসসিআর) স্টেশনে বর্তমান আলসাল্ডো (হিতাচি) নির্মিত মাইক্রোলক-জজ্জ ইআই সিস্টেমে পরিবর্তন/সংশোধন; এবং পূর্ব রেলওয়ের আসানসোল ডিভিশনের মার্শালিং ইয়ার্ডে অবস্থিত অন্ডাল নিউ আরওএইচ শেডে সাইটের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন এস অ্যান্ড টি সামগ্রীর সংশ্লিষ্ট কাজ। উপরে উল্লিখিত প্রকাশিত ই-টেন্ডার নং. ডিসিপিএম-জিএস-এসএনটি- এএসএন- ০১-২৬-২৭, তারিখ ১৭.০৬.২০২৬-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত সংশোধনীগুলি প্রকাশিত হলোঃ ১. টেন্ডারডকুমেন্টএস৪ইআই(ফাইলের নাম - ASNtenderdocument22.06.26 final11.pdf) যুক্ত করা হয়েছে। ২. শিডিউল ১ - আইটেম নং. ২৭৩-এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আইটেম সোনাচারা (এসএসসিআর) ইআই অল্ট ওয়ার্ক-এর বিবরণ ঃ- সর্বশেষ আরডিএসও নির্দেশিকা/টিএএন অনুযায়ী, হিতাচি-এর তৈরি বর্তমান ডিস্ট্রিবিউটেড (সেন্ট্রাল + ২টি ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং হাট) মাইক্রোলক-II ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেমে পরিবর্তন/সংশোধন। এর মধ্যে রয়েছে ঃ ভিডিইউ (ভিডিও ডিসপ্লে ইউনিট)/এলসিপি (লোকাল কন্ট্রোল প্যানেল)/ সিসিআইপি (কন্ট্রোল কাম ইন্ডিকেশন প্যানেল), মেইনটেন্যান্স টার্মিনাল (এমপিসি), ডেটা লগার, রিলে র‍্যাক ওয়্যারিং সহ ইএল সিস্টেমের বর্তমান ইন্টারফেস ও ইন্টারলকিং সার্কিট এবং লজিকের ডিজাইন ও পরিবর্তন। সম্পূর্ণ কাজটি সর্বশেষ আরডিএসও-এর স্পেসিফিকেশন ও নির্দেশিকা এবং অনুমোদিত এসআইপি ও সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সম্পন্ন হতে হবে। সমস্ত ইআই সামগ্রী (ইন্টারফেস কার্ড/ওয়্যারিং সামগ্রী/কানেক্টর/ফিউজ/ কমিউনিকেশন ডিভাইস ইত্যাদি) ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহ করতে হবে। এই কাজের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে;সংশোধিত ও অনুমোদিত এসআইপি-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োজনীয় মডিফায়েড সিলেকশন টেবিল, প্রয়োজন সাপেক্ষে, ইন্টারফেস সার্কিট, ভিডিইউ/এলসিপি/ সিসিআইপি ডায়াগ্রাম এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক হার্ডওয়্যার কার্ড, কানেক্টর, ওয়্যারিং সামগ্রী, ফিউজ ইত্যাদি সরবরাহ করা। এর মধ্যে রেলওয়ের সাথে যৌথভাবে এফএটি, এসএটি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সম্পাদন এবং সন্তোষজনকভাবে চালু করাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সকল প্ল্যান/ড্রয়িং/সার্কিট ইত্যাদি অটোক্যাডে প্রস্তুত করতে হবে, এর সফটকপি পেন ড্রাইভে এবং সেইসাথে ০৬ সেট হার্ড কপিও সরবরাহ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট অ্যাপ্লিকেশন লজিক ও ইন্টারফেস সার্কিট সহ ইএল সিস্টেমের পুনঃডিজাইন, ফ্যাক্টরি অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্ট (এফএটি) - টেস্টিং ও কমিশনিং সহায়তা, প্রস্তাবিত প্রোগ্রামের ইনস্টলেশন। (iv) এনডিকেআর১/আরডিকেআর১ এর বাস্তবায়ন। নথিপত্র সরবরাহ (ইন্টারফেস সার্কিট ও অ্যাপ্লিকেশন লজিক সার্কিট) (এগুলি সিডি/পেন ড্রাইভ এবং হার্ড কপি হিসেবে ৬ সেট করে সরবরাহ করতে হবে)। রেলওয়ের পক্ষ থেকে রিলে সরবরাহ করা হবে। আরডিএসও-র পরিদর্শনের আওতাভুক্ত সামগ্রী এবং সেইসাথে ওয়্যারিং-এর সামগ্রীর মতো অন্যান্য উপকরণও কনসাইনি আধিকারিকদের দ্বারা পরিদর্শন করা হবে, এটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ৩. টেন্ডার ডকুমেন্ট (ফাইলের নাম- ASNtenderdocument17.06.26final1.pdf) বাদ দেওয়া হয়েছে। ৪. শিডিউল ১ - আইটেম নং. ৪-এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সর্বশেষ আরডিএসও নির্দেশিকা/টিএএন অনুযায়ী, হিতাচি-এর তৈরি বর্তমান ডিস্ট্রিবিউটেড (সেন্ট্রাল + ২টি ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং হাট) মাইক্রোলক-II ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেমে পরিবর্তন/সংশোধন। এর মধ্যে রয়েছে ভিডিইউ (ভিডিও ডিসপ্লে ইউনিট)/এলসিপি (লোকাল কন্ট্রোল প্যানেল)/সিসিআইপি (কন্ট্রোল কাম ইন্ডিকেশন প্যানেল), মেইনটেন্যান্স টার্মিনাল (এমপিসি), ডেটা লগার, রিলে র‍্যাক ওয়্যারিং সহ ইএল সিস্টেমের বর্তমান ইন্টারফেস ও ইন্টারলকিং সার্কিট এবং লজিকের ডিজাইন ও পরিবর্তন। সম্পূর্ণ কাজটি সর্বশেষ আরডিএসও-এর স্পেসিফিকেশন ও নির্দেশিকা এবং অনুমোদিত এসআইপি ও সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সম্পন্ন হতে হবে। সমস্ত ইআই সামগ্রী (ইন্টারফেস কার্ড/ওয়্যারিং সামগ্রী/কানেক্টর/ফিউজ/কমিউনিকেশন ডিভাইস ইত্যাদি) ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহ করতে হবে। এই কাজের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে;সংশোধিত ও অনুমোদিত এসআইপি-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োজনীয় মডিফায়েড সিলেকশন টেবিল, প্রয়োজন সাপেক্ষে, ইন্টারফেস সার্কিট, ভিডিইউ/এলসিপি/সিসিআইপি ডায়াগ্রাম এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক হার্ডওয়্যার কার্ড, কানেক্টর, ওয়্যারিং সামগ্রী, ফিউজ ইত্যাদি সরবরাহ করা। এর মধ্যে রেলওয়ের সাথে যৌথভাবে এফএটি, এসএটি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সম্পাদন এবং সন্তোষজনকভাবে চালু করাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সকল প্ল্যান/ড্রয়িং/সার্কিট ইত্যাদি অটোক্যাডে প্রস্তুত করতে হবে, এর সফটকপি পেন ড্রাইভে এবং সেইসাথে ০৬ সেট হার্ড কপিও সরবরাহ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট অ্যাপ্লিকেশন লজিক ও ইন্টারফেস সার্কিট সহ ইএল সিস্টেমের পুনঃডিজাইন, ফ্যাক্টরি অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্ট (এফএটি) - টেস্টিং ও কমিশনিং সহায়তা, প্রস্তাবিত প্রোগ্রামের ইনস্টলেশন। (iv) এনডিকেআর১/আরডিকেআর১ এর বাস্তবায়ন। নথিপত্র সরবরাহ (ইন্টারফেস সার্কিট ও অ্যাপ্লিকেশন লজিক সার্কিট) (এগুলি সিডি/পেন ড্রাইভ এবং হার্ড কপি হিসেবে ৬ সেট করে সরবরাহ করতে হবে)। রেলওয়ের পক্ষ থেকে রিলে সরবরাহ করা হবে। আরডিএসও-র পরিদর্শনের আওতাভুক্ত সামগ্রী এবং সেইসাথে ওয়্যারিং-এর সামগ্রীর মতো অন্যান্য উপকরণও কনসাইনি আধিকারিকদের দ্বারা পরিদর্শন করা হবে, এটি বাদ দেওয়া হয়েছে।

SDAH-97/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সংবাদ প্রতিদিন
এডুস্কোপ
বৃহস্পতিবার ২৫ জুন ২০২৬

ডাক বাক্স

চিঠি পাঠান
এডুস্কোপ
২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০৭২

সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রিতে কর্মী চাই, বি.টেক চালু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

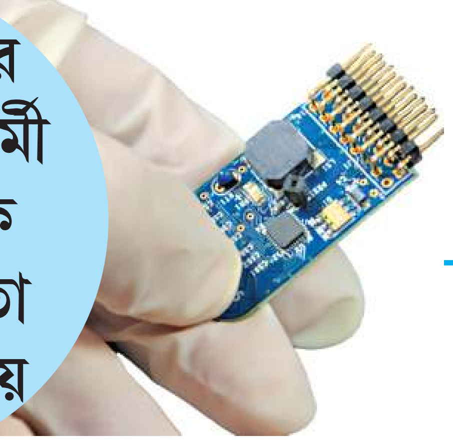

চিপ, মাইক্রো চিপ তৈরি হচ্ছে এ দেশেই। ভারতকে সেমিকন্ডাক্টর হাব তৈরির ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিপুল কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে সেমিকন্ডাক্টর ফিল্ডে। সেই দিকে খেয়াল রেখেই 'ভিএলএসআই ডিজাইন অ্যান্ড টেকনোলজি' কোর্স চালু করছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রনিক সায়েন্স বিভাগ আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে 'ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভিএলএসআই ডিজাইন অ্যান্ড টেকনোলজি একটি নতুন বি টেক কোর্স শুরু করতে চলেছে। প্রাথমিক ভাবে আসনসংখ্যা ৩০ রাখা হয়েছে। কোর্সটি শুরু করার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট এবং এআইসিটিই উভয়েরই অনুমোদন মিলেছে।

ভিএলএসআই অর্থাৎ ইন্টিগ্রেশন বিশিষ্ট একটি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটকে (আইসি বা চিপ) বোঝায়। বিশ্বে সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রির সামগ্রিক বাজার মূল্য ৯০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। তাই ডেটা সেন্টার, স্মার্টফোন এবং অটোমোটিভ ইলেকট্রনিক্সের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে এআই হার্ডওয়্যার অ্যাক্সেলারেটর এবং হাই-ব্যান্ডউইথ মেমরির মতো প্রযুক্তির ব্যবহারও বাড়ছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভিএলএসআই ডিজাইন অ্যান্ড টেকনোলজি কোর্সের পাঠ্যক্রমে হাতেকলমে প্রশিক্ষণের সুযোগও দেওয়া হবে। তাই ইন্টার্নশিপ বাধ্যতামূলক। ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শীর্ষস্থানীয় সেমিকন্ডাক্টর সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি করা হচ্ছে অত্যাধুনিক ভিএলএসআই ডিজাইন সেন্টার।

'সুপারহিট' আর্টস

এবার কলেজে আর্টসের বিষয়ে ভর্তি হচ্ছে বেশি পড়ুয়া। উচ্চশিক্ষা বা চাকরির বাজার কেমন? বিশ্লেষণে অনিন্দ্য সিংহ চৌধুরি।

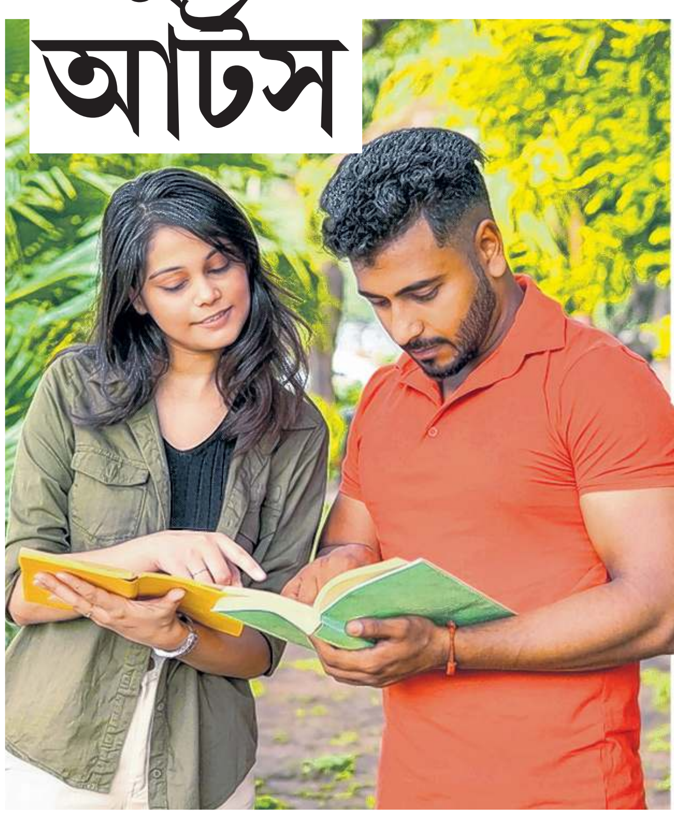

একটা সময় ভাবা হত, ভালো ছাত্রছাত্রী মানেই মাধ্যমিকের পর সায়েন্স নিয়ে ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন দেখবে। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক তেমন ভালো রেজাল্ট না করলেও আর্টস তথা হিউম্যানিটিজ নিয়ে পড়ার কোনও প্রশ্নই নেই। চাকরি পেতে গেলে বা সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে বিজ্ঞান বা বাণিজ্য শাখাই উপযুক্ত। আর্টস পড়লে কেবল 'মাস্টারি' করা ছাড়া তেমন কোনও পেশা জোটে না। এই মস্ত বড় 'ভুল' ধারণাটা সৌভাগ্যজনকভাবে আজ আর নেই। ছবিটা একেবারেই বদলে গিয়েছে। বিশেষ করে এবারের কলেজে ভর্তির 'ট্রেন্ড' দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, এখন বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রী বাংলা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সাইকোলজি, সোশিওলজি পড়তে চাইছে। আসলে, এখন আর্টসের বিষয়গুলিকে ভালোবেসেই পড়ুয়ারা এই 'স্ট্রিম' বেছে নিচ্ছে। আর বাবা-মায়েরাও এখন সেকেলে ধ্যানধারণা বিসর্জন দিয়ে, সন্তানদের আর্টস নিয়ে পড়তে উৎসাহই দিচ্ছেন। আর এটাও ঠিক, চাকরির বাজারেও এই আর্টসের বিষয়গুলিরও প্রচুর সুযোগ-সুবিধা আগের থেকে বেড়েছে।

চাকরির সুযোগ অনেকটাই বেড়েছে

আর্টসের বিষয়গুলি নিয়ে পড়ে শিক্ষকতা, অধ্যপনা তো করাই যেতে পারে। ব্যাঙ্কে, রেলে চাকরির সুযোগ আছে। সিভিল সার্ভিসেও রয়েছে আর সেটা স্টেট সার্ভিস এবং ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস — দুইয়ের ক্ষেত্রেই। ইতিহাস, সমাজবিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পাবলিক রিলেশনস নিয়ে পড়ে সিভিল সার্ভেন্ট হওয়ার সুযোগ আগেও ছিল, এখনও আছে। রয়েছে সাংবাদিকতায় প্রচুর কাজের সুযোগও। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক। তার সঙ্গে গত কয়েক বছরে ডিজিটাল মিডিয়ায় কাজের বিপুল চাহিদা তৈরি হয়েছে। সোশাল মিডিয়াতেও প্রচুর কাজ পাচ্ছে। পাশাপাশি, বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ বিভাগেও প্রচুর কাজ পাওয়া যায়। হিউম্যানিটিজের পড়ুয়াদের পেশাগত সাফল্যের একটি বড় ক্ষেত্র হল প্রকাশনা সংস্থাগুলিও। রয়েছে কনটেন্ট রাইটিং। আর্টসের ভালো ভালো ছাত্রছাত্রীরা এর দিকেও ঝুঁকছে।

কলকাতার আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক জানালেন, এখন আর্টস নিয়ে পড়ে কেন্দ্র, রাজ্য স্তরে বা ইউজিসির তরফে — নানা ধরনের রিসার্চ প্রোজেক্টে কাজ করা যেতে পারে। ইনস্টিটিউট ফর ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশাল সায়েন্সেস, কলকাতায় এখন প্রচুর প্রোজেক্টে প্রচুর ছেলেমেয়ে কাজ করছে। বহু এনজিও-র তরফেও বিভিন্ন প্রোজেক্ট হচ্ছে। সেখানেও হিউম্যানিটিজের পড়ুয়ারা যাচ্ছে। এমনও দেখা গিয়েছে যে, ইংরেজি, ইতিহাস,

এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ
প্রোজেক্ট-রিসার্চের পাশাপাশি চাকরিরও দারুণ সুযোগ

ডিজিটাল হিউম্যানিটিজ
পড়ুয়াদের আগ্রহ বেশি ও চাকরির পথ খোলা

পাবলিক অ্যাফেয়ার্স
পড়ুয়াদের আগ্রহ বেশি ও চাকরির পথ খোলা। ইতিহাসে স্নাতক ও সোশাল ওয়ার্কে এম.এ করে 'স্পেশালাইজেশন' করতে হবে পাবলিক অ্যাফেয়ার্স-এ। ভবিষ্যতে হয়ে উঠবে পলিসি এক্সপার্ট ও উদ্যোগপতি।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়া পড়ুয়ারা বা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস নিয়ে পড়া পড়ুয়ারা পরে গ্রাফিক ডিজাইনের দিকে চলে যাচ্ছে। মাল্টিমিডিয়া স্টাডিজ নিয়ে মাস্টার্স করে কেউ ওয়েব ডিজাইনিংকেও স্বাধীন পেশা করতে পারে।

বিষয়ের প্রচুর বৈচিত্র্য

বিষয় বৈচিত্র্যে কলাবিদ্যার পরিধি বিশাল। তাই পছন্দের বিষয় বেছে নেওয়ার বিকল্পও প্রচুর। এই গ্রুপের কিছু বিষয় একেবারেই প্রথাগত। যেমন নানা ধরনের ভাষা এবং সাহিত্য, ইংরেজি, বাংলা প্রভৃতি। তাছাড়া ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, সোশিওলজি, এডুকেশন, আর্কিওলজি, মিউজিওলজি, অ্যানথ্রোপলজি রয়েছে। হিউম্যানিটিজে এখনও স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ইংরেজি, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সোশিওলজির চাহিদা বিপুল। তবে আপাতভাবে এই গ্রুপের যে যে বিষয় নিয়ে পড়ার চাহিদা ঊর্ধ্বমুখী, তার মধ্যে অন্যতম এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ। এই নিয়ে পড়াশোনা - প্রোজেক্ট-রিসার্চ করার পাশাপাশি বিভিন্ন স্তরে চাকরিরও দারুণ সুযোগ রয়েছে। দ্বিতীয় বিষয় হল ডিজিটাল হিউম্যানিটিজ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। তৃতীয় হল পাবলিক অ্যাফেয়ার্স। অনেক পড়ুয়ারাই প্রথমে ইতিহাস নিয়ে পড়ে, সোশাল ওয়ার্কে এম.এ করে। তারপর 'স্পেশালাইজেশন' করে 'পাবলিক অ্যাফেয়ার্স'-এ। এর ফলে সে ভবিষ্যতে 'পলিসি এক্সপার্ট' হতে পারে, উদ্যোগপতিও হতে পারে। কলাবিদ্যায় নতুন বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য উইমেনস স্টাডিজ। এই নিয়ে কাজ ও গবেষণার সুযোগও প্রচুর। সোশাল ওয়ার্ক আর ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস নিয়েও পড়ুয়াদের মধ্যে পড়ার চাহিদা রয়েছে। এর সঙ্গে এখন আইআইটিগুলিতে সোশাল সায়েন্স ডিসিপ্লিন খুব 'স্ট্রং'। অনেকেই সেখানে পড়তে যাচ্ছে। তবে সবচেয়ে আগ্রহ দেখা যায়, বাংলা ও ইংরেজি অনার্স নিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। আবার অনেক ছাত্রছাত্রী পারফর্মিং আর্টস নিয়ে স্নাতক স্তরে পড়াশোনা করছে। তা নিয়ে উচ্চশিক্ষার দিকেও যাচ্ছে। তা ছাড়া ফিল্ম স্টাডিজ, লাইব্রেরি সায়েন্স-ও পড়া যেতে পারে।

উচ্চশিক্ষার হাতছানি

পছন্দসই বিষয়ে অনার্স নিয়ে পড়ার পর এমএ করতে পারে পড়ুয়ারা। এমফিল, পিএইচডি করারও সুযোগ রয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী, বিশ্বভারতী, বিদ্যাসাগর, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় তো রয়েছে। পাশাপাশি সর্বভারতীয় স্তরে দিল্লির জেএনইউ, জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া ইউনিভার্সিটি, দিল্লি ইউনিভার্সিটি, মুম্বইয়ের মিঠিবাই কলেজ অফ আর্টস প্রভৃতি বহু কলেজ আছে। আছে ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি তথা ইগনু-ও। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে কলকাতার সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি, টেকনো ইন্ডিয়া, সেন্ট জেভিয়ার্স, জেআইএস, অ্যামিটি আছে। এখানে হিউম্যানিটিজের এমন বহু কোর্স পড়ানো হচ্ছে, যা 'জব ওরিয়েন্টেড' এবং 'মার্কেট ওরিয়েন্টেড'। টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সেসে অনেক ছাত্রছাত্রী পড়তে বা কাজ করতে যাচ্ছে। দক্ষিণ ভারতের কলেজগুলিতে সোশ্যাল ওয়ার্ক নিয়ে পড়া যেতে পারে। চেন্নাই, হায়দরাবাদের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই নিয়ে পিএইচডিও করা যায়। বিদেশেও উচ্চশিক্ষার সুযোগ রয়েছে। সোজা ব্যাপার হল, এখন আর্টস নিয়ে পড়েও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়া সম্ভব।

সিবিএসই দ্বাদশে উজ্জ্বল সাই ইন্টারন্যাশনাল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের সৌমিলি মৈত্র

সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় ৯৯.২ শতাংশ নম্বর পেয়ে ওড়িশার সাই ইন্টারন্যাশনাল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করল সৌমিলি মৈত্র। ওড়িশা-পশ্চিমবঙ্গ ও ছত্তিশগড় অঞ্চলের মধ্যে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের নজর কেড়েছে বাঙালি কন্যা সৌমিলির রেজাল্ট। একইসঙ্গে গর্বিত করেছে সাই কমিউনিটিকেও। সৌমিলিকে অভিনন্দন জানিয়ে সাই ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন গ্রুপের চেয়ারপার্সন ড. শিল্পী সাহু বলেন, "সৌমিলির এই সাফল্য আমাদের সাই পরিবার ভীষণ আনন্দিত। পড়াশোনার প্রতি ওর নিষ্ঠা, অধ্যাবসায়, শেখার প্রতি প্যাশন থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়ার।" সৌমিলিও তাঁর এই সাফল্যে সাই ইন্টারন্যাশনাল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের অবদানের কথা স্বীকার করেছেন। তার কথায়, "আবাসিক স্কুলের পরিবেশ, শিক্ষকদের গঠনমূলক অ্যাকাডেমিক সাপোর্ট, গাইডেন্স আমার এই রেজাল্ট করার জন্য অনেক সাহায্য করেছে।"এবছর সার্বিকভাবে সিবিএসই দ্বাদশের পরীক্ষায় কটকের এই রেসিডেন্সিয়াল স্কুল দারুণ রেজাল্ট করেছে। পরীক্ষার্থীদের গড় নম্বর উঠেছে ৮৯.৪ শতাংশ। তার মধ্যে ৯৫ শতাংশের বেশি পেয়েছে ২৬.১ শতাংশ ছাত্রছাত্রী। ৪৯.৮ শতাংশ পরীক্ষার্থী পেয়েছে ৯০ শতাংশ ও তার বেশি।

চাকরির খবর

স্টেট ব্যাঙ্কে ১৫০০ শূন্যপদ

■ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রবেশনারি অফিসার পদে ১,৫০০ কর্মী নিয়োগ করা হবে। প্রথম দু'বছর প্রবেশন-এ রাখা হবে। এরপর কাজের উপর ভিত্তি করে জুনিয়র ম্যানেজমেন্ট গ্রেড-১ স্কেলে উন্নীত হবেন। সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগের পর কর্মীদের মাসিক বেতন হবে আনুমানিক ৪১,৯৬০ টাকা। **শিক্ষাগত যোগ্যতা :** আবেদনকারীদের যে কোনও বিষয়ে স্নাতক হতে হবে বা ইন্টিগ্রেটেড ডুয়াল ডিগ্রি থাকতে হবে। স্নাতকের চূড়ান্ত বর্ষে পাঠরত হলেও আবেদন করতে পারবে। **বয়স :** আবেদনকারীর বয়স ২১-৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। সংরক্ষিত শ্রেণির জন্য বয়সে ছাড় থাকবে।
যোগ্যতা যাচাইয়ে প্রিলিমিনারি, মেন এবং সাইকোমেট্রি টেস্টের সঙ্গে গ্রুপ এক্সসারসাইজ নেওয়া হয়। উত্তীর্ণদের ইন্টারভিউ নেওয়া হবে।
আবেদন পদ্ধতি : ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে গিয়ে সমস্ত নথি-সহ আবেদন জানাতে হবে। আবেদনমূল্য হিসাবে ৭৫০ টাকা। আগামী ৮ জুলাই আবেদনের শেষ দিন। লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ আগস্ট থেকে নভেম্বরের মধ্যে নেওয়া হবে।

সায়েন্স মিউজিয়ামে কর্মী নিয়োগ

■ ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়ামসে সিনিয়র টেকনিশিয়ান এবং টেকনিশিয়ান পদে এক বছরের চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ করা হবে। শূন্যপদ আটটি। মাসিক বেতন ২৬ হাজার টাকা থেকে ৪৫ হাজার টাকা। সিনিয়র টেকনিশিয়ান পদে আবেদনকারীদের কার্পেন্ট্রি ট্রেডে আইটিআই সার্টিফিকেট থাকতে হবে। এছাড়াও তাঁদের কোনও সরকারি সংস্থায় ওই বিভাগের কাজের পূর্ব-অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। আবেদনকারীদের বয়স ৬৫ বছরের মধ্যে হওয়া আবশ্যিক।

টেকনিশিয়ান পদে নিযুক্তদের কার্পেন্ট্রি এবং ফিটার ট্রেডে আইটিআই সার্টিফিকেট থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রার্থীদের অন্তত এক বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। বয়স ৩৫ বছরের মধ্যে হওয়া চাই।

আগামী ১০ জুলাই উল্লিখিত পদের জন্য লিখিত পরীক্ষা এবং স্কিল টেস্ট হতে চলেছে। আগ্রহীদের সরাসরি ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়ামস-এর কলকাতার অফিসে আসতে হবে। প্রয়োজনীয় নথির বিষয়ে জানতে ওয়েবসাইট দেখুন।

নলেজ ব্যাঙ্ক

চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতিতে নলেজ ব্যাঙ্কের প্রশ্ন।

১. বছরের সেরা পুরুষ ও মহিলা অ্যাথলিট হিসাবে কারা ইন্ডিয়ান অ্যাথলেটিকস অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫ জয়ী হলেন?
ক. শাহনাওয়াজ খান ও পূজা সিং
খ. পি টি ঊষা ও অঞ্জু ববি জর্জ
গ. নীরজ চোপড়া ও পারুল চৌধুরি
ঘ. পারবীর সিং ও ড. কুলদীপ সিং

২. খুরাসানি ইমলি কোন রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী ফল হিসাবে জিআই স্বীকৃতি পেয়েছে?
ক. রাজস্থান খ. গুজরাত
গ. মহারাষ্ট্র ঘ. মধ্যপ্রদেশ

৩. ২০২৬ সালে কবে বিশ্ব যোগ দিবস উদযাপিত হল?
ক. ২১ জুন খ. ১৫ জুন
গ. ২১ জুলাই ঘ. ৩০ জুন

৪. কোন সংস্থা হরিয়ানায় জল সংরক্ষিত হরিয়ানা জল সুরক্ষা প্রকল্পের জন্য ৪ হাজার কোটি ঋণ অনুমোদন করেছে?
ক. বিশ্ব ব্যাঙ্ক
খ. এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক
গ. ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড
ঘ. নাবার্ড

৫. কোন ব্যাঙ্ক হায়দরাবাদে বিটস পিলানির সঙ্গে যৌথভাবে ১০০ কোটি টাকার ইন্ডাস্ট্রি রিসার্চ, টেকনোলজি ও ইনোভেশন পার্ক বানাবে?
ক. এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক
খ. আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক
গ. অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক
ঘ. স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পশ্চিমবঙ্গ পিএসসি-র মিসলেনিয়াস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সাফল্য আসবে কীভাবে? পুরনো প্রশ্নপত্রের ট্রেন্ড অ্যানালিসিস করে দিলেন ইন্ডিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের পদস্থ আধিকারিক অনিন্দ্য কিশোর।

মিসলেনিয়াসে ম্যাজিক দেখাও

যা, এবারও হল না! যে কোনও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে, একটা বড় সংখ্যক পরীক্ষার্থীর হতাশা মনে হয় এ ভাবেই প্রকাশ পায়। আর তা যদি সরকারি চাকরি-সংক্রান্ত পরীক্ষা হয়ে থাকে, তবে তা নিশ্চিত ভাবেই এক জীবন-মরণ সমস্যা!

পড়ে গেলাম ইতিহাস। প্রশ্ন এল ভূগোল থেকে বেশি। কিংবা আশা করেছিলাম বিজ্ঞানের থেকে এবার প্রচুর প্রশ্ন আসবে। সাহিত্য-সংস্কৃতির কোশ্চেন ছিল আরও বেশি সংখ্যায়। অর্থাৎ, পরীক্ষায় আসা প্রশ্নের প্যাটার্ন মিলল না। এই প্যাটার্ন না মেলার কারণ কিন্তু একটাই। পরীক্ষা দেওয়ার আগে ভালো করে তোমাকে জেনে নিতে হবে, যে পরীক্ষা তুমি দিতে চাইছ সেই পরীক্ষার বিগত অন্তত ১০ বছরের আসা প্রশ্নপত্রের ট্রেন্ড অ্যানালিসিস। এই অ্যানালিসিসই জানিয়ে দেবে কোনও নির্দিষ্ট পরীক্ষায় কোন কোন বিষয় থেকে কত গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৬০টি প্রশ্ন (পাটিগণিত ২৫টি + বিজ্ঞান ২০টি + সাহিত্য-সংস্কৃতি ১৫টি) শুধুমাত্র এই তিনটি বিভাগ থেকেই আসে।

- **পাটিগণিত :** প্রতি বছর নিশ্চিতভাবে ২৫টি প্রশ্ন আসে। এটি সব থেকে নির্ভরযোগ্য স্কোরিং জায়গা।
- **বিজ্ঞান :** পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীবনবিজ্ঞানের প্রয়োগমূলক দিকগুলির উপর সর্বাধিক জোর দেওয়া প্রয়োজন।
- **ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি :** ২০২৩ সালে প্রশ্ন কম এলেও, বিগত ৯ বছরের গড়ে এই অংশটি ১৫ শতাংশ নম্বর বহন করেছিল। অন্যান্য পরীক্ষার থেকে মিসলেনিয়াসকে আলাদা করে এই অংশটিই। দেশি-বিদেশি সাহিত্য, স্রষ্টা, চরিত্র এবং লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখা আবশ্যিক।

বিগত ৯ বছরের ট্রেন্ড অ্যানালিসিস করে মিসলেনিয়াস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ১০০টি প্রশ্নের বিন্যাস বিশ্লেষণ করলে পশ্চিমবঙ্গ পিএসসি-র একটি নির্দিষ্ট কিন্তু বৈচিত্র্যময় প্যাটার্ন লক্ষ্য করা যায়। নীচের সারণিতে বিগত ৯ বছরে (২০০৬ সাল থেকে ২০২৩ সাল) প্রশ্নসংখ্যার রেঞ্জ এবং গড় চিত্র তুলে ধরা হল।

বিষয়	প্রশ্নসংখ্যার রেঞ্জ	গড় প্রশ্নসংখ্যা	গড় গুরুত্ব
পাটিগণিত	২৫	২৫	অত্যন্ত স্থির ও সর্বাধিক
সাধারণ বিজ্ঞান	১৫ থেকে ২২	২০	উচ্চ ও নির্ণায়ক
ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি	৫ থেকে ২০	১৫ (প্রায়)	মিসলেনিয়াসের 'গেম চেঞ্জার'
সাম্প্রতিক ঘটনাবলি	২ থেকে ১৫	৯	পরিবর্তনশীল
ভারতের ইতিহাস ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম	৪ থেকে ২২	৯ (প্রায়)	পরিবর্তনশীল
ভারতের ও পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল	৬ থেকে ১২	৮	মাঝারি
ভারতের সংবিধান ও রাজনীতি	4 থেকে 8	৬ (প্রায়)	মাঝারি ও স্থির
স্ট্যাটিক জিকে ও বিবিধ	২ থেকে ১০	৫ (প্রায়)	মাঝারি
পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র	১ থেকে ৪	২ (প্রায়)	স্বল্প কিন্তু আবশ্যিক
ভারতের অর্থনীতি	০ থেকে ২	১ (প্রায়)	অতি স্বল্প

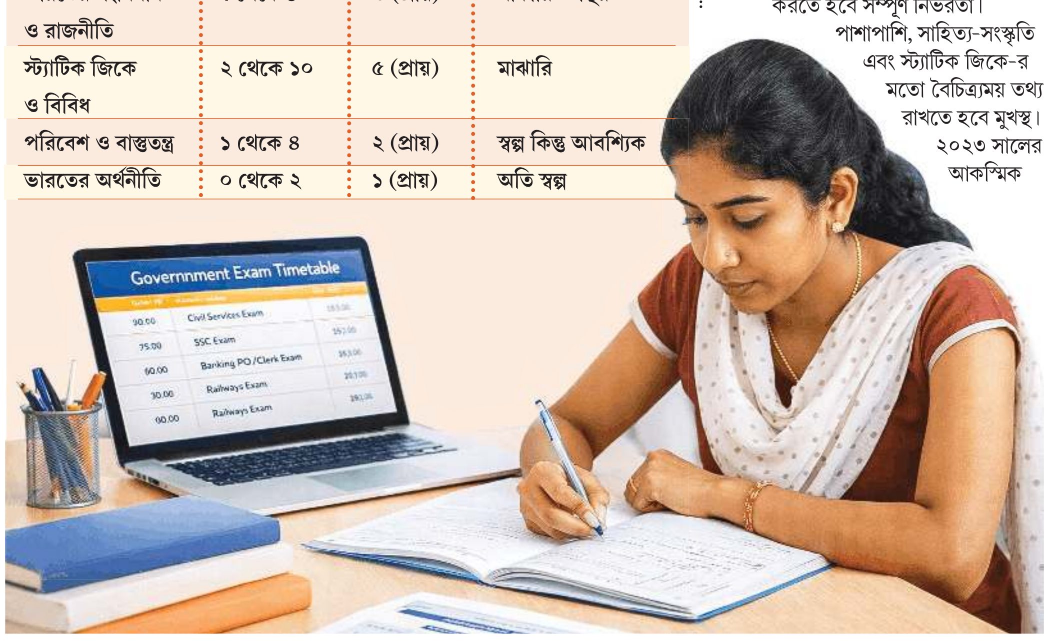

পরীক্ষার্থীদের জন্য মাস্টার স্ট্র্যাটেজি

এই গড় প্রশ্নসংখ্যার ডেটা থেকে স্পষ্ট যে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে গেলে, কোন বিষয়গুলিতে কতটা সময় বিনিয়োগ করতে হবে, তার একটি নিখুঁত ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করা সম্ভব।

পাটিগণিত, বিজ্ঞান এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি

গড় হিসাব বলছে, ১০০টির মধ্যে প্রায়

ইতিহাস ও ভূগোলের গতিপ্রকৃতি

গড় হিসাবে, ইতিহাস এবং ভূগোল থেকে ৮টি করে প্রশ্ন আসে। তবে ২০২৩ সালের প্রশ্নপত্রে ইতিহাস থেকে ২২টি এবং ভূগোল থেকে ১২টি প্রশ্ন এসেছে। পিএসসি-র এই প্যাটার্ন পরিবর্তন প্রমাণ করে যে, গড়ের উপর নির্ভর করলেও ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এবং পশ্চিমবঙ্গের ভূগোলের খুঁটিনাটি খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করে রাখতে হবে। যাতে হঠাৎ প্রশ্ন বেশি এলেও সমস্যা না হয়।

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ও স্ট্যাটিক জিকে

গড়ে ৯টি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং ৫টি স্ট্যাটিক জিকে-র প্রশ্ন আসে। এই অংশটি অত্যন্ত পরিবর্তনশীল। খেলাধুলো, আন্তর্জাতিক পুরস্কার, বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের নিয়োগ এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের নানা খবরের ওপর পিএসসি-র বিশেষ নজর থাকে। প্রতিদিনের খবরের কাগজ পড়ার অভ্যাস এ ক্ষেত্রে খুব কার্যকর।

স্বল্প গুরুত্বের বিষয়

- **সংবিধান :** গড়ে ৬টি প্রশ্ন আসে, যা মূলত মৌলিক অধিকার, প্রস্তাবনা এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলি থেকে করা হয়।
- **পরিবেশ ও অর্থনীতি :** গড়ে ১ থেকে ২টি প্রশ্ন আসে। অর্থনীতি থেকে সরাসরি প্রশ্ন আসার প্রবণতা প্রায় নেই বললেই চলে। তাই এই দু'টি বিষয়ে খুব বেশি সময় না দিয়ে, সেই সময়টি বিজ্ঞান বা পাটিগণিতে বিনিয়োগ করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গ মিসলেনিয়াস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় নিশ্চিত সাফল্য পেতে হলে পরীক্ষার্থীকে পাটিগণিত এবং সাধারণ বিজ্ঞান-এর উপর তৈরি করতে হবে সম্পূর্ণ নির্ভরতা। পাশাপাশি, সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং স্ট্যাটিক জিকে-র মতো বৈচিত্র্যময় তথ্য রাখতে হবে মুখস্থ। ২০২৩ সালের আকস্মিক পরিবর্তনের কথা মাথায় রেখে, ইতিহাস ও ভূগোল-এর প্রথাগত প্রস্তুতিও সুদৃঢ় রাখতে হবে তোমাদের।

অর্থনীতিতে কম সময় দিয়ে, সেই সময়টি অন্যান্য বেশি নম্বর বহনকারী বিষয়ে বিনিয়োগ করাটাই হবে মিসলেনিয়াসের 'ম্যাজিক মন্ত্র'। উপরের স্ট্র্যাটেজিতে, তুমিও হতে পারবে মিসলেনিয়াসের ম্যাজিশিয়ান!

নলেজ ব্যাঙ্কের উত্তর
১.গ ২. ঘ ৩. ক ৪.ক ৫.গ

১৩-তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান উদযাপিত হল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (আইসার) কলকাতায়। ৩৬৫ জন পড়ুয়া স্নাতক ডিগ্রি পান। তার মধ্যে ১৭৮ জন বিএস-এমএস, ২ জন বিএস উইথ রিসার্চ, ৩২ জন মাস্টার অফ সায়েন্স প্রোগ্রাম, ২ জন এমএস রিসার্চ প্রোগ্রাম ও ১২০ জন পিএইচডি ডিগ্রি গ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রিন্সিপাস সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইজার তথা পদ্মশ্রী প্রফেসর অজয় সুদ, আইআইটি ভিলাইয়ের ডিরেক্টর প্রফেসর রাজীব প্রকাশ-সহ বিশিষ্টরা।

হাজার টাকায় ভোটার কার্ড!
কালনায় আটক ৩ বাংলাদেশি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা : কর্মসূত্রে ওপার বাংলা পাড়ি দিয়ে স্থায়ী বসবাস করে নিয়েছেন এই রাজ্যে। দালাল মারফত হাজার-হাজার টাকার বিনিময়ে তৈরি করেছেন ভোটার কার্ড। শুধু তাই নয়, অন্যের বাবা-মা-কে নিজের বাবা ও মা দেখিয়ে নাম পাল্টে ফেলেছেন নিজেরাও। রফিক থেকে হয়ে গিয়েছেন সিরাজ। এসআইআর সংশোধনীতে ধরা না পড়ায় ভোট দিয়েছেন গত বিধানসভা নির্বাচনে। ঘটনার কথা শুনে অবাক লাগলেও বাস্তবে এমন ঘটনা কালনায় ঘটেছে শুনে চোখ কপালে অনেকের।

বুধবার চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা নজরে আসতেই কালনা থানার পুলিশ কালনার সাতগাছিয়া পঞ্চায়েতের তাঁতিপাড়া মল্লিক বাগান এলাকা থেকে এক দম্পতি সহ ৩ সন্দেহভাজন বাংলাদেশীকে আটক করে। আটক ব্যক্তিরা হলেন রফিক শেখ ওরফে সিরাজ, তাঁর স্ত্রী জরিনা শেখ ও হানিফ শেখ। হানিফের স্ত্রী আকলিমা বিবির দাবি, তাঁর স্বামী বাংলাদেশি নয়। বগর্গা পাঁচপোতা এলাকায় বাড়ি, তারা ওখানেই থাকে। যদিও রফিক শেখ ও স্ত্রী জরিনা শেখ তাঁরা দুজনই স্বীকার করে নিয়েছেন, বাংলাদেশ থেকে এসে পয়সার বিনিময়ে এদেশে ভোটার কার্ড বানিয়ে ছিলেন। স্থানীয় যুবক সেলিম শেখকে দিয়ে তাঁরা এই কাজ করিয়েছিলেন টাকার বিনিময়ে। সেলিম শেখ বাড়িতে না থাকায় সন্ধান মেলেনি। তাঁর দাদা সিরাজ শেখ বলেন, "এই ঘটনার সাথে ভাই যুক্ত নয়। ভুয়ো ভোটার কার্ড তৈরি করেছে রফিক।" অন্যদিকে সিরাজের ভোটার কার্ডে তাঁর নাম হয়ে রয়েছে মিরাজ। এই ঘটনা সামনে আসতেই বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

আটক বাংলাদেশি সিরাজ।

শশাঙ্ক বিল: তদন্তে বাধা প্রশাসনকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান: বর্ধমান শহরের সুবিশাল জলাশয় শশাঙ্ক বিলের একাংশ রাতের অন্ধকারে বুজিয়ে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে। বুধবার অভিযোগের তদন্তে প্রশাসনের লোকজন গেলে কাজে বাধা দেওয়া হয়। পরিবেশপ্রেমীদেরও নির্মাণস্থলে যেতে বাধা দেওয়া হয়। উত্তেজনা তৈরি হয়। এলাকায় ঢুকতে গেলে আটকানো হয় বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্যদেরও। পরে পুলিশও আসে। শেষপর্যন্ত সকলকেই নির্মাণ স্থলে ঢুকতে দেয় সংশ্লিষ্ট সংস্থার লোকজন।

বর্ধমান শহরের কেন্দ্রস্থলে থাকা প্রায় সাড়ে তিনশো একর এলাকা জুড়ে থাকা এই জলাশয়ের একাংশ তৃণমূল আমলে বুজিয়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছিল। এমনকী বেআইনি ভাবে জমির চরিত্রও বদলে ফেলার অভিযোগও ওঠে। সেই সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্থানীয় মানুষ এই বিষয়ে সরব হন। অন্যায় ভাবে জলাশয় ভরাট করার প্রতিবাদে আন্দোলন তৈরি হয়। এরপর প্রশাসনের হস্তক্ষেপে জলধারটি ঘিরে যেকোনও ধরনের অবৈধ কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। পালাবদলের পর ফের নতুন করে জলাশয়টি ভরাট করার অভিযোগ উঠেছে। এদিন অভিযোগ খতিয়ে দেখতে ভূমি দপ্তরের প্রতিনিধিরা এলাকায় যান। বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্যরাও সেখানে পৌঁছান। ওই এলাকায় দখল করে থাকা বেসরকারি সংস্থার কর্মীরা বাধা দেন।

এই জলাশয়টির চারিপাশে বসবাসকারী ৬৫ টি পরিবার জলাভূমি ভরাটের কাজের বিপক্ষে মতামত দিয়েছেন। পরিবেশ বাঁচাতে জলাভূমি রক্ষার দাবি নিয়ে বিজ্ঞান মঞ্চ প্রতিবাদ জানিয়েছে। তাদের দাবি, জলাভূমিটি যে পুনরায় ভরাটের চেষ্টা করা হয়েছে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। এলাকায় থাকা বেসরকারি সংস্থার এক সদস্যের দাবি, তাঁরা কোনও অবৈধ কাজ করছেন না। এই এলাকায় জমির চরিত্র বাস্তু হিসেবে রেকর্ড রয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই এলাকায় যাবতীয় কাজ করা হচ্ছে। তবে এখানে কোন নির্মাণ কাজের পরিকল্পনা রয়েছে কিনা সেই বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানাননি তিনি। তবে এই এলাকাটি জলাভূমি হিসেবে মেনে নিয়ে তার স্পষ্ট বক্তব্য, এই এই এলাকায় যে জলাভূমিটি দেখা যাচ্ছে সেটি আসলে এলাকায় দূষিত জল এসে জমা হয়ে তৈরি হয়েছে। ফলে দূষণ আরও চারিপাশে ছড়িয়ে পড়ছে।

আদালতে নিজেই সওয়াল আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীর

স্টাফ রিপোর্টার, পুরুলিয়া : তাঁর হয়ে এগিয়ে আসেননি কোনও আইনজীবী। এমনকি আইনজীবী না মিললে জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ থেকে উকিল দেওয়া হয়ে থাকে এটাই বিধি। কিন্তু পুরুলিয়া বার অ্যাসোসিয়েশন লোক আদালতকে নিয়ে সমস্যায় চলতি মাসের ১৬ তারিখ থেকে জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ ও জেলা জজের এজলাস বয়কট করেছে। ফলে সেখান থেকেও মেলেনি কোনও আইনজীবী। তাই পুরুলিয়া আদালতে আত্মপক্ষে নিজেই সওয়াল করলেন ঝাড়খণ্ডের আত্মসমর্পণকারী মাওবাদী কানুরাম মুন্ডা ওরফে অর্জুন মুন্ডা। আত্মসমর্পণের ৯ বছর পর পুরুলিয়ায় বাঘমুন্ডি থানার অধীনে ফরওয়ার্ড ব্লকের লোকাল কমিটির সম্পাদক সূর্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে সোনা খুনে বুধবার এক সময়ের দুর্ধর্ষ মাওবাদী নেতাকে পুরুলিয়া আদালতে তোলা হয়। নিজেই আত্মপক্ষের সমর্থনে সওয়াল করে জমা দেন হলফনামা। বিভিন্ন মামলায় সমস্ত অভিযুক্তদের এজলাস থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর সিজেএম তাঁর সঙ্গে আলাদা ভাবে কথা বলেন। এদিন পুরুলিয়া জেলা পুলিশ তাকে ১৪ দিন হেফাজতে চাইলে বিচারক ১০ দিন মঞ্জুর করেন। কানুরাম মুন্ডা বলেন, "এখন সশস্ত্র আন্দোলন করার কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই। তাই যারা এখনও জঙ্গল জীবনে লড়াই করছেন তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতে ফেরার আহ্বান জানাচ্ছি।" কানুরামের বাড়ি ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূম জেলার ঘাটশিলা থানার জিয়ানকোচা গ্রামে। ২০১৭ সালে ঝাড়খণ্ড পুলিশের কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করেন। তারপর তাঁর ঠিকানা হয় হাজারিবাগের সেফ হাউস। জানা গিয়েছে, ২০১০ সালে ফব নেতা সূর্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুন করেছিল মাওবাদীরা। সেই ঘটনাতে অভিযুক্ত এই কানুরাম।

এবার দুর্গাপুর ব্যারেজের বিকল্প রিজার্ভারের প্রস্তাব

স্টাফ রিপোর্টার, দুর্গাপুর: দুইবার লক গেট ভেঙে জলশূন্য হয়েছিল দুর্গাপুর ব্যারাজের। বিধানসভায় বিকল্প রিজার্ভার তৈরির প্রস্তাব দিলেন বিজেপি বিধায়ক।

কয়েক বছর আগে প্রথমে ১ নম্বর পরে দুর্গাপুর ব্যারেজের ৩১ নম্বর লক গেট ভেঙে ব্যারেজ কার্যত জলশূন্য হয়ে যায়। দুর্গাপুর শহর ও শিল্পাঞ্চলে তৈরি হয় তীব্র পানীয় জলের সঙ্কট। কয়েক সপ্তাহ ধরে জল নিয়ে হাহাকার চলেছিল বিভিন্ন এলাকায়। সেই অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়েই এবার বিধানসভায় দুর্গাপুর ব্যারাজের বিকল্প রিজার্ভার নির্মাণের দাবি তুললেন বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে শুধু শহরবাসী নয়, শিল্পাঞ্চলের বহু কারখানা, আবাসন এলাকা এবং আশপাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জল সরবরাহ করা হয়। কিন্তু অতীতে একাধিকবার লক গেটে ফাটল, যান্ত্রিক ত্রুটি কিংবা ক্ষয়জনিত সমস্যার কারণে জল সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে এই সমস্যা আরও প্রকট আকার নেয়। বারবার মেরামতি হলেও স্থায়ী সমাধানের অভাব নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই প্রশ্ন উঠেছে। মঙ্গলবার বিধানসভায় চন্দ্রশেখর বলেন, "দুর্গাপুর ব্যারেজের লক গেট বারবার ফটল ও ভেঙে যায়। অতীতে তার ফল ভোগ করতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। তাই একটি বিকল্প রিজার্ভার এবং বুস্টার পাম্পিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। এতে কোনও কারণে ব্যারেজে সমস্যা দেখা দিলেও পানীয় জল সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে না। দীর্ঘদিনের সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে।"

বৃক্ষনিধন, বিক্ষোভ নলহাটিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা রামপুরহাট : বীরভূমের নলহাটি থানার ইন্দ্রডাঙ্গা গ্রামে বনদপ্তরের অনুমতি ছাড়াই গাছ কাটার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল। বুধবার সকালে নলহাটির একটি হিমঘরের সামনে বিক্ষোভ দেখান কৃষকরা।

বগটুই-কাণ্ড: কলকাতায় লালনের ছেলে সিবিআই জালে

স্টাফ রিপোর্টার, বর্ধমান ও সিউড়ি: বগটুই গণহত্যায় আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। ধৃতের নাম রোহন শেখ ওরফে কিসমত শেখ। বীরভূমের রামপুরহাট থানার বগটুইয়ের পূর্বপাড়ায় তার বাড়ি। মঙ্গলবার কলকাতার মির্জা গালিব রোড এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। বুধবার ধৃতকে বর্ধমানের চতুর্থ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারকের আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতের আইনজীবী অমিত লাহা বলেন, গ্রেফতারের ক্ষেত্রে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ধারা মানা হয়নি। তার আত্মীয়স্বজনকে গ্রেফতারের বিষয়ে খবর দেওয়া হয়নি। ঘটনার সময় ধৃতের বয়স ১৮ ছিল। তাই তার জামিন মঞ্জুর করার পক্ষে সওয়াল করেন তিনি। সিবিআইয়ের আইনজীবী জামিনের তীব্র বিরোধিতা করেন। চতুর্থ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক রাজেশ তামাং ধৃতকে বিচারবিভাগীয় হেপাজতে পাঠিয়ে ৩০ জুন ফের আদালতে পেশের নির্দেশ দেন। ধৃত বগটুই কাণ্ডে অভিযুক্ত লালন শেখের ছেলে। সিবিআই হেপাজতে থাকাকালীন লালনের রহস্য মৃত্যু হয়। ২০২২ সালের ২১ মার্চ সন্ধ্যায় বগটুই মোড়ে বোমার আঘাত এবং গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন হন বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের উপপ্রধান ভাদু শেখ। তারপরই পুরো এলাকা অশান্ত হয়ে ওঠে। গ্রামের বেশ কয়েকটি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। আগুনে শিশু ও মহিলা সহ ১০ জনের মৃত্যু হয়। হাইকোর্টের নির্দেশে কেসের তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিচার প্রক্রিয়া শুরু হতেই সিবিআইয়ের তরফে মামলাটি অন্যত্র সরানোর জন্য হাইকোর্টে আবেদন করা হয়। বিচারপতি অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় মামলাটি পূর্ব বর্ধমান জেলা আদালতে স্থানান্তরের নির্দেশ দেন। জেলা জজ মামলাটি বিচারের জন্য চতুর্থ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতে পাঠিয়ে দেন। সেখানেই বগটুই হত্যা মামলাটির বিচার প্রক্রিয়া চলছে।

রামপুরহাট

২৯ জুন পর্যন্ত উচ্ছেদে কোর্টের স্থগিতাদেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামপুরহাট : রামপুরহাট স্টেশন সংলগ্ন রেলের জমিতে ফুটপাত উচ্ছেদ অভিযানে আপাতত স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। কয়েকদিন আগে রেল দপ্তরের পক্ষ থেকে রামপুরহাট রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী ও ব্যবসা করা ফুটপাত ব্যবসায়ীদের দোকানের সামনে উচ্ছেদ সংক্রান্ত নোটিস টাঙিয়ে দেওয়া হয়। নোটিসে জানানো হয়, আগামী ২৩ জুনের মধ্যে দোকানের সমস্ত মালপত্র সরিয়ে নিতে হবে। ২৪ জুন রেল প্রশাসনের পক্ষ থেকে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হবে। পাশাপাশি এ-ও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মালপত্র সরিয়ে না নিলে সেগুলির কোনও দায়ভার রেল প্রশাসন নেবে না। ফুটপাত উচ্ছেদ বিরোধী যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়। হাই কোর্ট উচ্ছেদের ওপর ২৯ জুন পর্যন্ত স্থগিতাদেশ জারি করে। ফুটপাত উচ্ছেদ বিরোধী যৌথ মঞ্চের সদস্য সঞ্জীব মল্লিক বলেন, "এরপর মামলাটি আবার উঠলে আদালত যে নির্দেশ দেবে, সেই অনুযায়ী আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ করব।"

বিধায়কের দাবি

স্টাফ রিপোর্টার, কাটোয়া: ভাগীরথীর ভাঙন রোধে স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে বিধানসভায় সরব হলেন বিধায়ক কৃষ্ণ ঘোষ। তাঁর দাবি, কাটোয়া থেকে অগ্রদ্বীপ পর্যন্ত ভাগীরথীর ভাঙন ক্রমশ ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। বর্ষাকালে বহু পরিবারের বাড়িঘর নদীগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। কাটোয়া-২ ব্লকের অগ্রদ্বীপ, চর সাহাপুর, চর বিষ্ণুপুর ও কালিকাপুর-সহ একাধিক গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে ভাগীরথী। গত কয়েক দশকে বদলেছে অগ্রদ্বীপের মানচিত্র।

ভোট পরবর্তী হিংসা, কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ

ধৃত তিন দাপুটে তৃণমূল নেতা

স্টাফ রিপোর্টার, আসানসোল ও কাটোয়া: ভোট পরবর্তী হিংসা, মারধর, হুমকি এবং ভাঙচুর সহ একাধিক গুরুতর অভিযোগে দুই তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করল রানিগঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতরা হলেন রানিগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য অশোক হেলা এবং অন্যজন এগারা পঞ্চায়েতের সদস্য বিবেক মণ্ডল।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচন পরবর্তী সময়ে এলাকায় অশান্তি ছড়ানো, সাধারণ মানুষকে হুমকি দেওয়া এবং ভাঙচুরের ঘটনার সাথে এই দুই নেতার জড়িত থাকার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ জমা পড়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্তে নেমে রানিগঞ্জ থানার পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে। তবে রানিগঞ্জ থানায় স্থানীয় মানুষের ব্যাপক আক্রোশের কথা মাথায় রেখে বুধবার সকালেই ধৃত দুই তৃণমূল নেতাকে অত্যন্ত গোপনে অন্য থানায় স্থানান্তরিত করা হয়। পরে আসানসোল উত্তর থানা থেকে তাঁদের কড়া নিরাপত্তায় আসানসোল আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিন দুই দাপুটে নেতাকেই মুখে মাস্ক পরে আদালত চত্বরে প্রবেশ করতে দেখা যায়।

এদিকে পঞ্চায়েতের গাছ বিক্রির টেন্ডারকে কেন্দ্র করে মোটা অঙ্কের কাটমানি আদায়ের অভিযোগে ভাতারে গ্রেপ্তার হলেন তৃণমূল নেতা সুরজিৎ হালদার। তিনি মাহাচান্দা অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছরের ডিসেম্বর মাসে মাহাচান্দা গ্রামপঞ্চায়েতের উদ্যোগে গাছ বিক্রির জন্য একাধিক টেন্ডার ডাকা হয়। আড়া গ্রামের এক বাসিন্দা সেই টেন্ডার পান। অভিযোগ, টেন্ডার পাওয়ার পর সুরজিৎ হালদার-সহ কয়েক জন তৃণমূল নেতা-নেত্রী তাঁর কাছ থেকে দু'দফায় মোট ১২ লক্ষ টাকা কাটমানি আদায় করেন।

অভিযোগের ভিত্তিতে কয়েক দিন আগে বোরহান শেখ নামে এক তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তদন্তের অগ্রগতির ভিত্তিতেই এ বার গ্রেপ্তার করা হল অঞ্চল সভাপতি সুরজিৎ হালদারকে।

এদিকে ভাতারের স্বর্ণচালিদা গ্রামে তৃণমূল কর্মী গৌরাঙ্গ বাগদিকে ঘেরাও করার ঘটনায় মঙ্গলবার রাতে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। বেশকিছু মহিলা গৌরাঙ্গকে আটক করে বিক্ষোভ শুরু করেন। চড় থাপ্পড় চলে। অভিযোগ, ওই তৃণমূল কর্মী মহিলাদের উদ্দেশ্যে কটূক্তি করতেন। বিরোধীদলের কর্মীদের বাড়িতে একাধিকবার হামলা পর্যন্ত করেছে। যা নিয়ে ক্ষোভ ছিলই।

মেডিক্যাল কলেজ: খোঁজ জমির

স্টাফ রিপোর্টার, সিউড়ি: রাজ্য বাজেটে ঘোষিত সিউড়ি সরকারি মেডিকেল কলেজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জমি চিহ্নিত করতে বুধবার সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল চত্বর পরিদর্শন করলেন জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা।

উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) সৌভিক চট্টোপাধ্যায়, অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি ও ভূমি সংস্কার) শুভম আগরওয়াল, বীরভূম স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক শুভব্রত ঘোষ এবং সিউড়ি সদর হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট প্রকাশ চন্দ্র বাগ-সহ অন্যান্যরা। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিকভাবে মেডিকেল কলেজ গড়ে তুলতে অন্তত পাঁচ একর ফাঁকা জমির প্রয়োজন রয়েছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর জেলা প্রশাসনকে জানিয়েছিল। সেই অনুযায়ী হাসপাতাল চত্বরে সমীক্ষা চালিয়ে আলাদা আলাদা অংশে প্রায় আট একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু জমি সম্পূর্ণ ফাঁকা, আবার কিছু এলাকায় এমন পরিকাঠামো রয়েছে, যেগুলি প্রয়োজনে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া সম্ভব। তবে একটানা পাঁচ একর জমির পরিবর্তে বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া আট একর জমিতে মেডিকেল কলেজের সমস্ত পরিকাঠামো নির্মাণ করা সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। উপস্থিত জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা জানান, চিহ্নিত জমির ম্যাপ ও পরিকল্পনা তৈরি করে দ্রুত স্বাস্থ্য দপ্তরে পাঠানো হবে। পরবর্তী নির্দেশিকার ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

সিউড়ি

সিউড়িতে প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

শ্যামাপ্রসাদকে চেনাতে শিবির বিজেপির

স্টাফ রিপোর্টার, সিউড়ি: পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে জেলা জুড়ে বিশেষ প্রচারাভিযান শুরু করল বিজেপি। ২৩ জুন তাঁর প্রয়াণ দিবস থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচি চলবে আগামী ৬ জুলাই, অর্থাৎ তাঁর জন্মদিন পর্যন্ত। জেলার প্রতিটি বুথে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর জীবন, আদর্শ ও অবদান তুলে ধরার পরিকল্পনা নিয়েছে গেরুয়া শিবির। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক কারণে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ইতিহাসকে আড়াল করা হয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি, জাতীয় ঐক্য রক্ষা এবং দেশের সাংবিধানিক কাঠামো নিয়ে তাঁর অবদান নতুন প্রজন্মের সামনে যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়নি। সেই ঘাটতি পূরণ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। জেলা বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধুমাত্র আলোচনা সভা বা স্মরণানুষ্ঠানের মধ্যেই উদ্যোগ সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি। বুথস্তরে বৃক্ষরোপণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, জনসংযোগ কর্মসূচি এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডেরও আয়োজন করা হচ্ছে।

ইতিমধ্যেই সিউড়ি শহরের একাধিক বুথে কর্মসূচি শুরু হয়েছে। সেখানে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, তাঁর রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে আলোচনা এবং স্বাধীনোত্তর বাংলার ইতিহাসে তাঁর ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। বুধবারও শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে একই ধরনের কর্মসূচি পালন করা হয়।

সিউড়ি পুরবোর্ড ভাঙার মুখে

স্টাফ রিপোর্টার, সিউড়ি: সাঁইথিয়া ও দুবরাজপুরের পর এবার কি প্রশাসকের হাতে চলে যাবে সিউড়ি পুরসভার দায়িত্ব? এমনই জল্পনা এখন তুঙ্গে শহরের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে। পুরপ্রধান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের পদত্যাগের পর থেকেই সিউড়ি পুরসভার ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। গত শুক্রবার শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে মহকুমাশাসকের কাছে ই-মেল মারফত পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছিলেন উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। জানা যাচ্ছে, পুরসভার অন্তত পক্ষে ১০-১২ জন কাউন্সিলর একযোগে পদত্যাগের পথে হাঁটতে পারেন। ২১ সদস্যের সিউড়ি পুরসভায় পুরপ্রধানের পদত্যাগ ইতিমধ্যেই কার্যকর হওয়ার পথে। বাকি সদস্যদের মধ্যে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ইস্তফা দেন, তাহলে পুরবোর্ড কার্যত অচল হয়ে পড়বে। সেই পরিস্থিতিতে প্রশাসক নিয়োগের পথই খোলা থাকবে বলে প্রশাসনিক মহলের একাংশের মত।

ইস্তফা চলছেই

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : পদত্যাগ করলেন বর্ধমান পুরসভার আরও এক কাউন্সিলর। বর্ধমান পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শেফালি বেগম বুধবার পদত্যাগ করেন। কয়েকদিন আগে এলাকায় পুর পরিষেবা সংক্রান্ত অভিযোগে তাঁর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপরই তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের দাপুটে নেতার স্ত্রী শেফালী কাউন্সিলর পদ থেকে পদত্যাগ করলেন।

সন্ধান চাই

ভ্রম সংশোধন

ছবি : (পুরুষ শিশু)

উদ্ধারের স্থান : কর্ণসুবর্ন, শক্তিপুর, বেলডাঙ্গা-২, মুর্শিদাবাদ

বর্তমান অবস্থান : শিলায়ন হোম ফর গার্লস, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

উপোরোক্ত শিশুটির কোনো দাবিদার থাকলে উপযুক্ত প্রমাণ ও সাক্ষীসহ যোগাযোগ করুন।

জেলা শিশু সুরক্ষা কার্যালয়, মুর্শিদাবাদ : ৯০৯৩৬৬০৮৮৭/৯৭৩৪৫৭০০৫৭

শিলায়ন হোম ফর গার্লস, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ : ৯৭৪৮৬৬২৪২১

e-Tender Notice

The Prodhan Sujapur Kumarpur Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors for NIeT No. 01/2026-27 (2nd Call), Memo No. 68/5th SFC/S-K GP/2026-27, Dated: 23 / 06 / 2026. Last date of Bid submission is 02/07/2026 upto 17.00 Hrs. For details visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/-
Prodhan
Sujapur Kumarpur G.P.
Beldanga-I Block,Murshidabad

e-Tender Notice

The Prodhan Habaspur Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors for NIeT No. 02/2026-27 (2nd Call) , Memo No. 65/2026 Dated-22/06/2026. Last date of Bid submission: 29/06/2026 upto 2.00PM. For more details please visit the web site https://wbtenders.gov.in

Sd/-
Prodhan Habaspur G.P.
Bhagwangola-I Block,MSD

e-Tender Notice

The Prodhan Haridasmati Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors for NIeT Nos. **i) 01**/PRODHAN / HARIDASMATI GP / 15th CFC/2026-27 **ii) 02**/PRODHAN / HARIDASMATI GP/5th SFC/2026-27, Both dated 22/06/2026. Last date of Bid submission: 04/07/2026 upto 2.00PM. For details visit web site https://wbtenders.gov.in

Sd/-
Prodhan Haridasmati G.P.
Berhampore Block,Murshidabad

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

রায়ান-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের 15h CFC (Untied) ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। যার NIT No:-01/486/Rayan-2G.P./2026-27/ 15th CFC (Untied), Dated- 19.06.2026 বিশদ বিবরণের জন্য প্রধান, রায়ান-২ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন বা ww.wbtenders.gov.in সাইটে দেখুন।

Sd/- প্রধান
রায়ান-২ গ্রাম পঞ্চায়েত
সাঁপাড়, চন্দ্রহাটী, পূর্ব বর্ধমান

Tender Notice

e-Tender is invited by **Executive Officer, Jamuria Panchayat Samiti** vide below mentioned tender Id. **2026_ ZPHD _1029464_1, 2026_ ZPHD_ 1029464_2 & 2026_ ZPHD_ 1029464_3.** Intending bidders may download tender documents from e-procurement website **https://wbtenders.gov.in.** The last date of submission of tender in e-tendering mode is **06/07/2026 at 6:55 PM.**

Sd/-, Block Development Officer
Jamuria Development Block

JEMUA GRAM PANCHAYAT
DURGAPUR-FARIDPUR BLOCK
JEMUA , PASCHIM BARDHAMAN

Notice Inviting E-Tender

e-NIT No:-JGP/299/26-27, Date: 17/06/2026, E-Tender ID- 2026_ZPHD_1029207_1 To 2026_ZPHD_1029207_1

Bid Submission start date & time (online)-24/06/2026 From 10:40 A.M. Onwards, Bid Submission Closing Date & Time (Online) -30/ 06/2026 Up To 10:30 A.M. For Details Viewing Tender: www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Prodhan,
Jemua Gram Panchayat
Jemua, Paschim Bardhaman

Central Kajora Colliary ECCS Ltd
Registration No- 527 Dated-02-06-1998 Vill & P.O-Kajora Gram
Paschim Burdwan, Pin-713338
ELECTION NOTIFICATION

It is hereby inform to all the members/delegates of the Central Kajora Colliary ECCS Ltd that B.O.D election of the Society will be held on 24/07/2026 as per section 96(4) of the W.B.C.S Act 2006. All members/delegates are requested to remain present in the office of the Society on the date and time specified to participate in the Election programme. Detailed schedule of the election enclosed herewith.(6 Members will be elected as B.O.D, SC/ST-1, Women-2, and Unreserved-3)

SCHEDULE FOR ELECTION

Sl No	Subject	Date	Place	Time	Name/ Post of the Assigned Person
1	Distribution of Nomination Papers	03/07/2026	Office of the Society	11.00 a.m to 1.00 p.m	A.R.O/ Authorised person of ARO
2	Submission of Nomination Papers	3/7/2026 & 4/7/2026	Office of the Society	11.00 a.m to 1.30 p.m	A.R.O/ Authorised person of ARO
3	Scrutiny of Nomination Papers	06/07/2026	Office of the Society	11.30 a.m	A.R.O
4	Publication of list of Valid Nomination	06/07/2026	Office of the Society	1.00 p.m	A.R.O
5	Last Dt. of withdrawl of Candidates	07/07/2026	Office of the Society	Before 3.00 p.m.	A.R.O
6	Publication of final list of contesting candidates	07/07/2026	Office of the Society	4.00 p.m	A.R.O
7	Date of Poll (Election) if necessary	24/07/2026	Office of the Society	9.00 am - 2.00 p.m	Under supervision of A.R.O
8	Counting of Votes (if necessary)	24/07/2026	Office of the Society	After end of polling	Under supervision of A.R.O
9	Declaration of result (if necessary)	24/07/2026	Office of the Society	After end of Counting	Under supervision of A.R.O

Inspector Of Cooperative services
Andal Dev.Block, Paschim Bardhaman

Assistant Returning Officer
Central Kajora Colliery ECCS Ltd

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

আঞ্চলিক কার্যালয়: বর্ধমান অঞ্চল
সেকেন্ড ফ্লোর, ৫৪, জি.টি. রোড
ভাঙাকুঠি, বর্ধমান- ৭১৩১০১

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সংযুক্তি-এ

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, পরিশিষ্ট-৪-এ [সঙ্গে বিধি ৯(১) দেখুন]

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৯(১) এর শর্তাবলীর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি মারফৎ জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)কে জানানো হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/অভিযুক্ত রয়েছে, যেগুলি ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত পাওনাদার, অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল নেওয়া হয়েছে সেগুলি "যেখানে আছে সেখানে", "যা কিছু আছে তা" এবং "যেমন আছে তেমন" শর্তে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্ট/গুলির বকেয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য বিক্রয় করা হবে। ঋণগ্রহীতা/গণ/ বন্ধকদাতা/ জামিনদাতা/গণ/সুরক্ষিত সম্পত্তি/গুলি/বকেয়া/সংরক্ষিত মূল্য/ই-নিলামের তারিখ এবং সময়, ইএমডি এবং দর বৃদ্ধির পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

ক্রম/ লট নং	ঋণগ্রহীতা/গণ / জামিনদাতা/ গণ/ বন্ধকদাতা(গণ)- এর নাম ও ঠিকানা	যদি জানা কোনও দায়ভার থাকে তা সমেত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	মোট বকেয়া	ই-নিলামের তারিখ ও সময়	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি / দর বৃদ্ধির পরিমাণ	দখলের ধরন (গঠনমূলক/ বাস্তবিক)	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১	১. মিসেস ঝুমা রায়, স্বামী- মিঃ নির্মল কুমার রায়, ঠিকানা: গ্রাম: খুদকুড়ি, পোস্ট- শক্করী, বর্ধমান- ৭১৩৪২৪ ২. মিঃ নির্মল রায়, পিতা- রতন মণি রায় ঠিকানা: গ্রাম: খুদকুড়ি, পোস্ট- শক্করী, বর্ধমান- ৭১৩৪২৪ শাখা: বড়জোড়া অনুমোদিত আধিকারিক: শ্রী প্রত্যয় সরকার শাখার যোগাযোগের ব্যক্তি: মিঃ সৌমিক রায়, ৭৯৮০৭৬২১৮০	ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী সম্পত্তিটি মিসেস ঝুমা রায় এবং মিঃ নির্মল কুমার রায়ের নামে রয়েছে, জমির পরিমাপ ০৪ শতক সংশ্লিষ্ট দলিল নং ০২০৩০৬৫৭৯, ২০২০ সালের জন্য মৌজা: নারি, জে.এল নং ৭০ সংশ্লিষ্ট আর.এস. প্লট নং পূর্ববর্তী ৪০১ এবং ৪০১/৩৯১২ সম্পর্কিত এল.আর প্লট নং ৭০০ এল.আর খতিয়ান নং. ৪৪৩৫০ এবং ৪৪৩৫১ সংক্রান্ত সম্পত্তিটি বর্ধমান জেলা-পূর্ব বর্ধমানের সীমানার মধ্যে অবস্থিত, সীমানায় রয়েছে: উত্তরে- অজিত কুমার সিংহের বাড়ি, দক্ষিণে- পিয়ালী রায়, পূর্বে- ১০ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিমে- অজিন্দ্র নারায়ণ রায়ের বাড়ি। সেরসাই আইডি: ৪০০০৮১৮৯৫৫৪৫ এবং ৪০০০৮১৮৯৫৫৭০	৪১,৮৬,৬৩৭.৩৭ টাকা ১২.০৩.২০২৬ পর্যন্ত সঙ্গে ১৩.০৩.২০২৬ থেকে লাগু হওয়া পরবর্তী সুদ ও অন্যান্য চার্জসমূহ।	২৯.০৭.২০২৬ দুপুর ২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত	৬২,৫৬,০০০.০০ টাকা ৬,২৫,৬০০.০০ টাকা ১০,০০০.০০ টাকা	প্রতীকী	যে কোনও কর্মদিবসে সকাল ১০:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টে পর্যন্ত

বিক্রয়ের অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলী বিস্তারিত ভাবে দেখার জন্য, দয়া করে https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm এবং অনলাইন নিলাম পোর্টাল https://baanknet.com-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন। এছাড়াও, সম্ভাব্য দরদাতারা অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

১. বিক্রয়টি সুরক্ষিত পাওনাদার ব্যাঙ্কের দ্বারা নিশ্চিতকরণের সাপেক্ষে সম্পন্ন হবে।
২. যে সম্পত্তিগুলি প্রতীকী দখলে রয়েছে এবং দরদাতা তার নিজের ঝুঁকি ও দায়িত্বের ভিত্তিতে প্রতীকী দখলেই সম্পত্তিটি কিনছেন।
৩. ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র প্রতীকী ভাবে সম্পত্তির দখল হস্তান্তর করবে এবং নিলামের সফল দরদাতা/ক্রেতা ব্যাঙ্ক থেকে বাস্তবিক দখলের দাবি করতে পারবেন না।
৪. বাস্তবিক দখল হস্তান্তরের জন্য ব্যাঙ্ক দায়বদ্ধ বা কর্তব্যবদ্ধ নয়।
৫. সফল নিলাম ক্রেতা অর্থ ফেরতের যে কোনও ক্ষেত্রে কোনও সুদ দাবি করার অধিকারী নন।
৬. সফল নিলাম ক্রেতাকে ই-নিলামের পরেই উপরোক্ত শর্তাবলী নিশ্চিত পালন করার ঘোষণা সহ অঙ্গীকারপত্র জমা দিতে হবে।
৭. বিক্রির পরে যদি সফল দরদাতা ঘোষণা সহ অঙ্গীকারপত্র জমা দিতে ব্যর্থ হন, তবে দরপত্রের ইএমডির মূল্য বাজেয়াপ্ত করা হবে।

SCAN HERE

তারিখ: ২৫.০৬.২০২৬
স্থান: বর্ধমান

বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য

অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

আজাদ হিন্দের শংসাপত্র গ্রন্থাগারে

স্টাফ রিপোর্টার, দুর্গাপুর: স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল্যবান শংসাপত্র এবার সংরক্ষিত থাকবে দুর্গাপুরের সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আদর্শে অনুপ্রাণিত আজাদ হিন্দ দলের মহিলা কমান্ডার ইন্দিরা রায়চৌধুরীর প্রাপ্ত শংসাপত্র তাঁর নাতি অমর্ত্য রায়চৌধুরী লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিলেন। আগামী প্রজন্মের কাছে দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে তুলে ধরার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ।

ইন্দিরা রায়চৌধুরীর ১৯৩৩ সালের ২৭ অক্টোবর মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে জন্ম। স্কুলে পড়াকালীন মাত্র ১৩ বছর বয়সে তিনি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর গঠিত আজাদ হিন্দ দলে যোগ দেন। সেখানে প্রশিক্ষণের পর তিনি একজন কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দক্ষতার স্বীকৃতি হিসেবে শংসাপত্র লাভ করেন। পরবর্তীকালে শিক্ষকতাকেই জীবনের পেশা হিসেবে বেছে নিয়ে তিনি বেলুড় গার্লস স্কুলে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে মহারানী কাশীশ্বরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে যোগদান করে দীর্ঘদিন শিক্ষাদানের পর প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

ইন্দিরা রায়চৌধুরী আজীবন নেতাজিকে শ্রদ্ধার আসনে রেখেছিলেন। পরিবার-পরিজনদের মধ্যেও দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলেছিলেন। ১৯৫০-এর দশকের শেষভাগে নেতাজির জন্মদিন ২৩ জানুয়ারি কৃষ্ণকালী ঘোষের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শিক্ষা ও দেশপ্রেমের আদর্শে অবিচল থাকা এই মহীয়সী নারী ২০১০ সালের ২২ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। দীর্ঘদিন ধরে পরিবারের কাছে সংরক্ষিত থাকা আজাদ হিন্দ দলের সেই ঐতিহাসিক শংসাপত্র এবার সাধারণ মানুষের দেখার সুযোগ করে দিতে সেন্ট্রাল লাইব্রেরির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ

হারানো প্রাপ্তি

আমি শ্রীমতি সোনালী মন্ডল, গ্রাম- বড়জোড়া, পোষ্ট - বড়জোড়া, থানা- বড়জোড়া, জেলা - বাঁকুড়া। আমার Central Bank Of India, বড়জোড়া ব্রাঞ্চে একটি Fixed Deposit -র certificate অনিচ্ছাকৃত ভাবে হারিয়ে যায়। গত 24/04/2026 আমি বড়জোড়া থানায় এই সংক্রান্ত ব্যাপারে একটি মিসিং ডায়েরী (GD No. 1606 dt. 24/04/2026) করিয়েছি। কোন সহৃদয় ব্যক্তি যদি আমার উক্ত Fixed Deposit র certificate পেয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আমার 8768768604 এই নাম্বারে কল করিয়া বাধিত করিবেন। 256/4

নামপদবি পরিবর্তন

আমি 16-06-26 তাং কল্যাণী কোর্টের নোটারীকৃত এফিডেভিটে JIBAN MONDAL C/O NIMAI MONDAL ও JIBAN KRISHNA MONDAL এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হলাম। 256/18

আমি 16-06-26 তাং কল্যাণী কোর্টের নোটারীকৃত এফিডেভিটে BALAI ROY S/O HAZARILAL ROY ও BALAI CH. ROY S/O HAZARI LAL ROY এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হলাম 256/19

আমি Sekh Saminuddin, জন্ম তারিখ 19.01.1992 পিতা Late Sekh Mesbahauddin, ঠিকানা - A2-10/85/1-3, Panchur Mondal Para, P.O. - Bidhangarh, P.S. - Rabindra Nagar, Kolkata - 700066. Driving Licence (No:- WB02020120371114)-এ আমার নাম Sk Saminuddin পিতা Sk Mishbhauddin ও আমার জন্ম তারিখ 09.01.1988 হওয়ায় গত 11/06/2026 তারিখে Ld. 1st Class Judicial Magistrate Court আলিপুর থেকে এফিডেভিট বলে আমি Sekh Saminuddin পিতা Sekh Mesbahauddin ও Sk Saminuddin পিতা Sk Mishbhauddin এক ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং জন্ম তারিখ 19.01.1992 হইলো। 256/20

আমার ভোটার কার্ডে নাম আছে SANKAR NATH S/o. SHIBAPRASAD NATH গত 7/3/2022 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) বারাসাত কোর্টের এফিডেভিট (নং- 2573) বলে আমার সঠিক নাম MANIK NATH হয়েছি। MANIK NATH ও SANKAR NATH S/o. SHIBAPRASAD NATH এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।
MANIK NATH ঠিকানা : খোলাপোতা, দক্ষিণ মথুরাপুর, মধ্যপাড়া, বসিরহাট - II, জেলা উঃ ২৪ পঃ পিন - 743428 পঃবঃ। 256/21

আমার নাম ছিল ভুতো জানা, পিতা ত্রিলোচন জানা, 9.6.2026 তারিখে বারুইপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিটে (এফিডেভিট নং 161) আমি স্বপন জানা পিতা ত্রিলোচন জানা ও আমি ভুতো জানা, পিতা-ত্রিলোচন জানা একই ব্যক্তি হলাম। 256/5

আমি আশালতা মজুমদার, স্বামী রনজিত মজুমদার, গ্রাম-পূর্ব চুনারী, পোঃ-বাথানগাছি, থানা-হাঁসখালী, জেলা- নদীয়া। জমির দলিলে (No.-4767) আমার স্বামীর নাম রনজিত কুমার মন্ডল লিপিবদ্ধ আছে। গত 25.02.26 রানাঘাট ১ম শ্রেণী জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিটে আমার স্বামী রনজিত কুমার মন্ডল ও রনজিত মজুমদার উভয়ে একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলো। 256/6

I, Hosenur Rahaman S/O Md Mustafizur Rahaman, R/O VILL- Nimgram, P.O-Nimgram Beluri, P.S- Nabagram, DIST: Murshidabad, West Bengal - 742226. Declare that Name of My Father has been wrongly written as Late Mustafizur Rahaman in my All Educational Documents. The actual name of My Father is Md Mustafizur Rahaman, which may be amended accordingly. 256/1

আমি SK. ALAMIN HOSSEN পিতা Sk. Iran Ali ঠিকানা - মালিপুকুর মল্লিকপাড়া জুজারসাহা হাওড়া। আমার কন্যার জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম ভুলবশত SK.ALAMIN ছিল এবং আমার স্ত্রীর নাম MOHIMA SK ছিল। গত ১৮/৮/২০২৫ এ ফাস্ট ক্লাস এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হাওড়া কোর্টে এফিডফিড মারফত MAHIMA SK. এবং SK. ALAMIN HOSSEN হয়েছি। SK. Alamin ও SK. ALAMIN HOSSEN এবং MOHIMA SK ও MAHIMA SK. উভয়েই একই ও অভিন্ন ব্যক্তি। 256/2

আমি Narayan Pal , পিতা- Late Madan Chandra Pal, আমদঘাটা, পোঃ+থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, পিন- 712148, আমার পিতার সঠিক নাম Madan Chandra Pal, আমার সব ডকুমেন্টে ঠিক আছে কিন্তু আমার পাসপোর্টে নং-P4252850 ভুলবশতঃ আমার পিতার নাম Madan Pal আছে। গত 23/6/2026 হুগলী সদর এল.ডি. ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এফিডেভিট (নং15087) বলে আমার পিতা Madan Chandra Pal হইল। আমার পিতা Madan pal ও Madan Chandra Pal এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। 256/3

আমি Hamid Mandal, পিতা Liyakat Mondal (old Name), নিবাস মাঝের চাপড়া ধানতলা নদীয়া। আমার বাবার সঠিক নাম Liyakat Ali Mandal (New Name) যা বাবার আধার কার্ড ও ভোটার কার্ড লেখা আছে। ভুলবশতঃ আমার পাসপোর্ট নং P4266816 এ বাবার নাম (old Name) Liyakat Mondal হয়ে যায়। গত 22.06.26 L.d জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে (1st Class) এফিডেভিট (No-22901) বলে আমার বাবা Liyakat Mondal (old Name) & Liyakat Ali Mandal (New Name) একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল। 256/12

আমি Sudhir Barman, পিতা মৃত Raimohan Barman. ঠিকানা-সারদাপল্লী, আনুলিয়া, রানাঘাট, নদীয়া। আমার ঠাকুরদার সঠিক নাম Manohar Barman যা তার ভোটার লিষ্টে (electoral roll of 74 No. Ranaghat paschim Assembly Constituency being Sl. No. 46, part No. 209) আছে। ভুলবশতঃ জমির দলিলে ঠাকুরদার নাম (Record vide Kh.No. 863, under 153 No. Anulia Mouza) Manmohan Barman হয়ে যায়। গত 22.06.2026 তারিখ Ld. জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (1st Class) রানাঘাট কোর্টে এফিডেভিট বলে আমার ঠাকুরদা Manohar Barman ও Manmohan Barman একই বলে সর্বত্র পরিচিত হইল। 256/13

বিজ্ঞপ্তি

চৌকী কাটোয়া ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
ইংরাজী ২০২৬ সালের
৯ নং উইল প্রবেট কেস

দরখাস্তকারী ১। রাজর্ষি দত্ত, ২। সৌগত দত্ত উভয়ের পিতা- ঁ সৌরেন্দ্রনাথ দত্ত, সাং আতুহাট পাড়া, কাটোয়া, পোঃ ও থানা কাটোয়া, জেলা পূর্ব বর্ধমান।
দরখাস্তকারীগনের পিতা সৌরেন্দ্রনাথ দত্ত ও মাতা মিনতি দত্ত গত ইংরাজী ০৯/১২/২০১৩ তারিখে একটি উইল সম্পাদন করিয়া যান। দরখাস্তকারীগন উক্ত আদালতে উক্ত উইলে উল্লেখিত কাটোয়া মৌজার আর এস দাগ নং- ৪৫৯৬, এল আর দাগ নং ৪৫৯৬/৭৪৭৮ পরিমান ৭ শতক লইয়া উক্ত উইলের প্রবেট পাইবার জন্য দরখাস্ত দায়ের করিয়াছেন। উক্ত মোকদ্দমায় আগামী ৩১-০৭-২০২৬ তারিখে দিন ধার্য্য হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে উক্ত ধার্য্য দিনে আদালতে হাজির হইয়া বক্তব্য দাখিল করিবেন। নচেৎ উক্ত মোকদ্দমায় একতরফা দিন ধার্য্য হইবে।

আদেশ অনুসারে
Prabir Kr. Saha
সেরেস্তাদার,
কাটোয়া সিভিল জজ জুনিয়ার ডিভিসন প্রথম আদালত
(ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট কোর্ট)
256/22

আমার মক্কেল ইসমত আরা, বিবি, স্বামী সাহাজাহান কয়াল, সাকিন-আকড়া, কৃষ্ণনগর, সেখ পাড়া, থানা- মহেশতলা, কলকাতা- ১৪৫ এর স্থায়ী বাসিন্দা হইতেছে। বিগত ইংরাজী ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০২৩ সালে বেহালা সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রী কৃত ১১৬৯২ নম্বর সাফ কোবালা দলিল বলে কৃষ্ণনগর মৌজার এল, আর খতিয়ান ২৭৬৯, আর, এস ও এল, আর দাগ ৯০২ হইতে আমমোক্তার সাহাজাহান কয়ালের মাধ্যমে খরিদ করেন। উক্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন জামিল আক্তার, পিতা- স্বর্গীয় সেখ সুলেমান। আমমোক্তারনামা দলিল নম্বর ১৩৬৪৯/২০২২, যাহা বেহালা সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রী হয়।
উক্ত জমি বর্তমানে মিউটেশন করার জন্য মহেশতলা-ঠাকুরপুকুর টি, এম, ব্লকে আবেদন করিয়াছি। যদি কাহারো, কোন আপত্তি থাকে, অত্র বিজ্ঞপ্তির দিন হইতে১৫ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাতে হইবে।

AMITABHA RAY,
Advocate
Alipore Police Court
256/23

আমার মক্কেল শ্রী হিরন্ময় ত্রিপাঠী, পিতা- গৌরহরি ত্রিপাঠী দিগম্বরপুর মৌজায় 25/03/26 সালে 1076 নং দলিল মুলে জমি কেনেন যাহার দাগ নং ৫২৮,৫৩১,৫৩২ খতিয়ান নং ৩৫৫, ৩৫৬ উক্ত জমির বিক্রেতার পক্ষে পাওয়ার হোল্ডার মনোজিৎ কুমার নন্দ পাওয়ার নং 2026/4/IV/23 তাং 06/01/26 মিউটেশান আবেদন পত্রের ভিত্তিতে কাহারো কোন আপত্তি থাকলে পাথর প্রতিমা B.LR & LRO অফিসে যোগাযোগ করুন।

Kamal Kumar Bera,
Advocate
Kakdwip Civil & Criminal Court,
South 24 Parganas
256/16

আমার মক্কেল শ্রী শুভজিৎ সরকার, পিতা সুমিত সরকার, বিগত ইংঃ- ২৬-১২-২০২৫ তারিখে নৈহাটি রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১ নং বহির ১২২৭৯ নং ও ১২২৫৯ নং দলিল মূলে মৌজা খাসবাটী, এল আর- ১৯২৭,২১৯৯ ও ২২০০ নং খতিয়ান ভুক্ত ১০৫৭ নং দাগে শিল্পীতা দাস ও সরস্বতী নাথ দ্বয়ের দেওয়া ৪৮২/২০২৪ নং আমমোক্তার নামা বলে ও স্বয়ং প্রসেনজিৎ সরকার মহাশয়ের নিকট হইতে উপরিউক্ত দুইটি দলিল মূলে মোট ২.৮১ শতক জমি খরিদ করিয়া থাকেন। অতঃপর MN/2026/ 1508/217 নং ও MN/2026/1508/438 কেস মূলে বি. এল এন্ড এল আর ও ব্যারাকপুর-১ অফিসে পর্চার আবেদন করিয়া থাকেন যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এর আপত্তি বা দাবি দাওয়া থাকে তাহা হইলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে নিম্ন লিখিত ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগ
শ্রী অজয় কুমার মিস্ত্রী
আইনজিবী, ব্যারাকপুর কোর্ট,
চেম্বার : রাম প্রসাদ খেলার মাঠের বিপরীতে হালিশহর, পোঃ-নবনগর, পিন-৭৪৩১৩৬
256/15

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেলগন ১) জয়ন্ত সরকার, ২) সুব্রত সরকার উভয়ের পিতা- মৃত ভোলা সরকার, উভয়ের সাং দক্ষীনপাড়া, পোঃ বীরনগর, জেলা নদীয়া একত্রে যথাক্রমে ১) নারায়ণ দাস, পিতা- নকুল চন্দ্র দাস, সাং সোনারপুর নোয়াপাড়া, পোঃ নয়াবাদ, থানা- সোনারপুর, হইতে গত ইং ১৯/০৭/২০২১ তারিখে এ.ডি.এস.আর রানাঘাট ১নং অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৬২নং আমমোক্তার নামা বলে ও ২) শম্ভু দাস ওরফে শম্ভু চরণ দাস, পিতা- লাল মোহন দাস, সাং সোনারপুর নোয়াপাড়া, পোঃ নয়াবাদ, থানা- সোনারপুর হইতে গত ইং ১৯/০৭/২০২১ তারিখে এ.ডি.এস.আর রানাঘাট ১নং অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৬৩নং আমমোক্তার নামা বলে আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়া থানা তাহেরপুর অধীনস্থ ১৯নং বীরনগর মৌজায় এল.আর. ১৩১৪নং, এল.আর. ২৯৮৮নং এবং এল.আর. ৩১৩৬নং খতিয়ানে আর.এস. ২৭৬০নং ও এল.আর. ৩৬৭৯নং দাগে মোট ৩৯.৬ শতক জমি বিক্রয় করিবার ক্ষমতা পাইয়াছে। উক্ত জমি মালিক হইতে ১৬২নং ও ১৬৩নং আমমোক্তার নামা বলে ক্রেতা বা ক্রেতাগণের নামে রেকর্ড করা হইলে তাহাতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে বি.এল ও এল.আর.ও রানাঘাট ১নং অফিসে উপযুক্ত নথি সহ আপত্তি দাখিল করুন অন্যথায় একতরফা আদেশ প্রচার করা হইবে।

RAJARSHI MAJUMDER
Advocate
Ranaghat Court, M:7908941344
256/11

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি
কোনও বিজ্ঞাপন সূত্র ধরে বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করার আগে পাঠকদের যথাযথ খোঁজখবর নিতে বলা হচ্ছে। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোনও দাবি ও বক্তব্য বিষয়ে এই সংবাদপত্র কোনও নিশ্চয়তা বা দায়িত্ব বহন করে না।

নামপদবি পরিবর্তন

আমি 05/06/2026 তাং কল্যানী কোর্টের নোটারীকৃত এফিডেভিটে SUBRATA ROY S/O SUSHIL ROY এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হলাম। 256/25

I, DOST MOHAMMAD S/O SHAH MD YAR BAKSH VILL. KARIMPUR WORD NO 14, P.O. & P.S. NALHATI DIST. BIRBHUM. WB henceforth declare that my nick name is TUTU CHAUDHURY and it mention in the Board Ceretificate of my daughter PURBASHA CHAUDHURY & Birth Certificate of my Son JOYDEEP CHOWDHURY. Before the first Class J.M. Court Rampurhat Birbhum by affidavit no 1054 on 18.06.26. That DOST MOHAMMAD and TUTU CHAUDHURY S/o SHAH MD YAR BAKSH is same and identical Persion i.e. my self and I known in my both name. 256/17

বিজ্ঞপ্তি

Notice
Ref::...., Date: 03.06.2026.
The 99th Annual General Meeting of the Treasury Buildings Co-Operative Society Ltd. will be held on Tuesday, the 30th June, 2026 at 4.00 p.m. at the Non EDP Training Hall at G. I. Press Building 2nd Floor, Kolkata - 700 001. For further details please follow the "Notice Board" of the society.
Sd/-,
(HALADHAR MONDAL)
Secretary
Sd/-
(SAMIR DAS)
Chairman
256/14

In the Court of Ld. Civil Judge (Jr. Division) Ghatal, T.S. Case No- 47/2021, Shyamal Chakraborty & Ors— Plaintiffs V/S Sridhar Chakraborty & Ors- —Defendants
২) অন্নপূর্ণা রায় চৌধুরী স্বামী- নবকুমার রায় চৌধুরী, সাং+পোঃ - বজবজ, বজবজ H3 H2 জেলা-দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পিন-৭০০১৩৭
৩) বাসন্তী চক্রবর্ত্তী গাঙ্গুলী, স্বামী- প্রদীপ গাঙ্গুলী, এবং পিতা- ঁ প্রভঞ্জন চক্রবর্ত্তী, সাং- মানকুর পোঃ+থানা- আমতা জেলা-হাওড়া, পিন- ৭১১৩০৩..... প্রতিপক্ষগনের প্রতি
এতদ্বারা আপনাদের জানানো যায় যে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা থানার জিরাট মুন্ডমালা মৌজার R.S.-৩২৫=L.R.-৩৯৪ দাগে ১৬ শতক মধ্যে ০৪ শতক সম্পত্তির উপর দুইটি একতলা গৃহ সহ রান্নাঘর ও পায়খানা বাথরুম বাবদ Declaration and Injunction জন্য উপরোক্ত মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছে। উক্ত বিষয়ে আপনাদের কোনও আপত্তি থাকিলে আপনারা ইং 22.07.26 তারিখে উপরোক্ত আদালতে স্বয়ং অথবা কোনও Advocate দ্বারা হাজির হইয়া নালিশের কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।
অদ্য ইং 23.06.26 তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের সিলমোহর যুক্ত মতে দেওয়া গেল।

অনুমত্যানুসারে
প্রদীপ বেরা, Sheristadar
Civil Judge (Jr. Divn.) Court,
Ghatal, 23.06.2026
256/24

আমার মক্কেল ১) শিখা বিশ্বাস ও ২) সানন্দা কর ইং ১৯/০৬/২০২৪ তারিখে ডিএস আর-৩ উঃ ২৪ পঃ অফিসের ০৭১৯৩/ ২০২৪ নং কোবালা দলিল মূলে ১ কাঠা ১৩ ছটাক জমি মায় গৃহাদি প্রকৃত মালিক হিতাংশু কুমার বোস এর ওয়ারিশ গন যথা মৌনাক ঘোষ ও রূপালী সিকদার দ্বয়ের পক্ষে ১১/১০/২০১৮ তারিখে ডি.এস. আর. -১ বারাসাত অফিসে রেঃ কৃত ৪ নং বহির ০০৫০০ নং আমমোক্তার নামার মাধ্যমে বিদ্যুৎ কুমার বিশ্বাস ও সমর করের নিকট হইতে খরিদ করিয়াছেন। যাহা জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, থানা খরদহ হাল নিউ ব্যারাকপুর, মৌজা - মাসুন্দা, জে.এল. ৩৪, আর.এস. দাগ নং ৪৩৯/২৫৯৬, এলআর দাগ নং ১৮৩৭, খতিয়ান নং আরএস, ৭৫৭, এল.আর ২০০৮। আমার মক্কেল ব্যারাকপুর ২ নং বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে নিজ নিজ নামে রেকর্ড করিবার উদ্যোগ লইয়াছেন। উক্ত জমিতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট অফিসে জানাইবেন।

অনুমত্যানুসারে,
মোঃ জাকির হুসেন
বারাসাত জাজেস কোর্ট
256/9

চৌকী কাটোয়া সিভিল জজ (জুঃডিঃ)
প্রথম আদালত ইং ২০২৪ সালের
১০ নং মিস কেস (প্রি-এমশন)
শ্রী বলরাম সাহা দিং......দরখাস্তকারীগন
-(বনাম)-
জাবেদ বাকী দিং ....প্রতিপক্ষগন
৩নং শ্রীমতী নারায়নী সাহা
(পিতা -মৃত গজানন সাহা),
স্বামী-শ্রী আনন্দ সাহা, সাং- ১৯ এ/এইচ/১৬, গোরাবাগান স্ট্রীট, বিডন স্ট্রীট, পোঃ মানিকতলা, থানা-বড়তলা, কলকাতা-৭০০০০৬,
.......মোকাবিলা প্রতিপক্ষ
বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারীগন অন্যান্য প্রতিপক্ষগন সহ উপরোক্ত ৩ নং মোকাবিলা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে উপরোক্ত আদালতে (মিস প্রিএমশন) মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। কাটোয়া খানার অন্তর্গত বাউরা মৌজার সীমানার মধ্যে ১৬৯, ১৩৬, নং দাগভুক্ত সম্পত্তি লইয়া উক্ত মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। আগামী ইং ২৩/০৭/২০২৬ তারিখের মধ্যে বা ঐ তারিখে আপনি/আপনারা স্বয়ং হাজির হইয়া বক্তব্য পেশ করিবেন, নতুবা আপনাদের বিরুদ্ধে একতরফা বিচার হইবে।

আদেশানুসারে
Prabir Kr. Saha, Sheristadar
Civil Judge (Junior Division)
1st Court, Katwa
256/10

জমি-বাড়ি-গাড়ির বিজ্ঞাপন দেওয়ার সুযোগ নিন
১২০০ টাকার বিনিময়ে ৩টি
বিশদ জানতে
৯১৬৩১১১১১১

বিজ্ঞপ্তি

DVC EMPLOYEES
CO-OPERATIVE STORES &
CANTEEN LIMITED
Registered under
West Bengal Co-operative
Society Act, 1940
(Registered No. 70/Cal,
Date: 06.05.1965)
DVC Towers, V.I.P. Road,
Kolkata - 700 054
CORRIGENDUM

With reference to the advertisement published on 21.06.2026 regarding engagement of one Worker (Serving Boy/Kitchen Worker) on "No Work No Pay" basis, it is hereby clarified that the category of the post shall be read as "Semi-Skilled Worker" instead of "Unskilled Worker". Further, the last date for receipt of applications has been extended from 29.06.2026 to 04.07.2026. Applicants who have already submitted their applications need not apply afresh. All other terms and conditions of the original advertisement shall remain unchanged.

Sd/-, Secretary
DVC Employees Co-operative
Stores & Canteen Ltd.
Dated : 24.06.2026
256/7

IN THE COURT OF THE LD.
DISTRICT JUDGE AT JHARGRAM
Ref:- Misc Case No-05/2025
নাবালিকা স্যালনিয়া তলাপাত্র ওঃ সমোনিয়া তলাপাত্র এর পক্ষে স্বাভাবিক গার্জেন মাতা শ্রীমত্যা অর্পিতা তলাপাত্র, স্বামী- ঁসুজয় তলাপাত্র, সাং নতুনডিহি, পোঃ ও থানা ও জেলা- ঝাড়গ্রাম। .... দরখাস্তকারিনী
বনাম
শ্রীমতি স্যালভিনা তলাপাত্র ওঃ সালভিনা তলাপাত্র, পিতা - ঁসুজয় তলাপাত্র, সাং- নতুনডিহি, পোঃ ও থানা ও জেলা-ঝাড়গ্রাম ও ঝাড়গ্রাম থানাস্থিত নতুনডিহি সাকিনের জনগন, সাং নতুনডিহি, পোঃ ও থানা ও জেলা- ঝাড়গ্রাম। .... প্রতিপক্ষ
বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জনগণকে জানানো যায় যে, শ্রীমত্যা অর্পিতা তলাপাত্র স্বামী সুজয় তলাপাত্র, সাং- নতুনডিহি, পোঃ ও থানা ও জেলা-ঝাড়গ্রাম, তাহার নাবালিকা কন্যা স্যালনিয়া তলাপাত্র ওঃ সমোনিয়া তলাপাত্র পিতা সুজয় তলাপাত্র, সাং- নতুনডিহি, পোঃ ও থানা+জেলা- ঝাড়গ্রাম তাহার নতুনডিহিস্থিত থানা- ঝাড়গ্রাম, মৌজা- নতুনডিহি, জে.এল. নং- ৩৬৩, হাল খতিয়ান ১০৭১, পরিমাণ- ২.৩৪ ডেসিমেল যাহার হাল দাগ নং-৪৪৮, উক্ত সম্পত্তি না বালিকার পক্ষে বিক্রয় করিবার জন্য অর্পিতা তলাপাত্র মহামান্য আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন।
উক্ত নাবালিকা স্যালনিয়া তলাপাত্র ওঃ সমোনিয়া তলাপাত্র এর সম্পত্তি তাহার মাতা অর্পিতা তলাপাত্র বিক্রয় করিবার বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি-থাকিলে আগামী ইং 08.7.2026 তারিখে স্বয়ং অথবা উকিলবাবু দ্বারা উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শাইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য করা হইবে।
অদ্য ইং 11.06.2026 দেওয়া হইলো তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের শীলমোহর যুক্ত মতে

By order
Bipasha Banerjee
স্বাক্ষর
সেরেস্তাদার মাননীয়
জেলা আদালতে Jhargram
256/8

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপণ গ্রহণকেন্দ্র

বিষ্ণুপুর
● সংযুক্তা ত্রিবেদি
৪৫ মিনি মার্কেট, মাচানতলা
ফোন : ৯৭৩৫৮০১২৫৭

● খুশী
সুজয় কুমার সরকার,
রুম নং -১, পৌরসভার সন্নিকটে,
বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া,৭২২১২২,
ফোন নম্বর -৯৪৭৪৪৫৭০৯৫/ ৬২৯৪০৯১৬৯৮.

হুগলী
● করুণা এডভার্টাইজিং
অমল সাহা
ডায়মন্ড প্লাজা বিল্ডিং,
টি-এন মুখার্জী রোড, ডানকুনি,
জেলা-হুগলি, 712311
8420135996/9830049120

যে কোনও
ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন
দেওয়ার সুযোগ নিন
৫৬০ টাকার বিনিময়ে ৩ টি বিজ্ঞাপন

পাত্র পাত্রী বিজ্ঞাপন
দেওয়ার সুযোগ নিন
১৮০ টাকার বিনিময়ে ৩ টি বিজ্ঞাপন

সাধারন বিজ্ঞপ্তি বিজ্ঞাপন
দেওয়ার সুযোগ নিন
১২০ টাকার বিনিময়ে

নামপদবী পরিবর্তন বিজ্ঞাপন
দেওয়ার সুযোগ নিন
১২০ টাকার বিনিময়ে
বিশদ জানতে
৯১৬৩১১১১১১

ফোনে ফোনে বিজ্ঞাপন
9163111111

বাঁকুড়ায় সমন্বয় বৈঠকে রিপোর্ট তলব কর্তৃপক্ষের

দুর্গাপুর-বেলিয়াতোড়, ঝাড়গ্রাম-পুরুলিয়া রেল প্রকল্পে তৎপরতা

স্টাফ রিপোর্টার, বাঁকুড়া : রেললাইন কত কিলোমিটার হবে, কত জমি লাগবে বা কত যাত্রী উঠবেন। শুধু সেই হিসাব নয়। এবার জঙ্গলমহলের দুই প্রস্তাবিত রেল প্রকল্পকে ঘিরে আঞ্চলিক অর্থনীতির পূর্ণাঙ্গ খতিয়ান চাইছে দক্ষিণপূর্ব রেল। দুর্গাপুর-বেলিয়াতোড় ও ঝাড়গ্রাম-বেলপাহাড়ি-রানিবাঁধ-বান্দোয়ান-পুরুলিয়া রেলপথ ঘিরে বুধবার বাঁকুড়ার জেলাশাসকের দপ্তরে হওয়া সমন্বয় বৈঠকে মূল গুরুত্ব পেয়েছে অর্থনৈতিক সম্ভাবনার প্রশ্নটিই। সূত্রের খবর, নতুন রেলপথ চালু হলে সম্ভাব্য যাত্রী সংখ্যা কত হবে, তার চেয়েও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কৃষি, বনজ সম্পদ, ক্ষুদ্র শিল্প, খনিজ সম্পদ এবং পর্যটন খাতের উপর সম্ভাব্য প্রভাবকে। সেই কারণেই জেলা প্রশাসনের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিডিও-রা। তবে কোনও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না। বাঁকুড়ার জেলা শাসক অণীশ দাশগুপ্ত জানান, "রেলের চাওয়া তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন দপ্তরের তথ্য নিয়ে দ্রুত রিপোর্ট পাঠানো হবে।"প্রাথমিক মানচিত্র অনুযায়ী ঝাড়গ্রাম-বেলপাহাড়ি-রানিবাঁধ-বান্দোয়ান হয়ে পুরুলিয়া পর্যন্ত সম্ভাব্য রেলপথের দৈর্ঘ্য ১২০ কিলোমিটারের আশপাশে হতে পারে। এর মধ্যে বাঁকুড়া জেলার অংশ তুলনামূলক কম। মাত্র ৭ কিলোমিটার হলেও অর্থনৈতিক প্রভাব পড়বে বৃহত্তর এলাকায় রেল দপ্তরের দাবি। কারণ এই রুটটি কার্যত ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার জঙ্গলমহল অঞ্চলকে এক সুতোয় গেঁথে দিতে পারে।

অর্থনীতিবিদদের মতে, পশ্চিমাঞ্চলের এই তিন জেলার সম্মিলিত জনসংখ্যা ৭০ লক্ষেরও বেশি। কৃষি, বনজ সম্পদ, পাথর শিল্প, লাক্ষা শিল্প এবং পর্যটনের উপর নির্ভরশীল বিশাল অর্থনৈতিক পরিসর রয়েছে এখানে। অথচ এখনও অধিকাংশ পণ্য পরিবহণের একমাত্র ভরসা সড়কপথ। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া মিলিয়ে বছরে কয়েক লক্ষ টন ধান উৎপাদিত হয়। পাশাপাশি আলু, তিল, ডাল, তিসি, সর্ষে, বিভিন্ন সবজি ও ফল উৎপাদনের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য। রানিবাঁধ সারেঙ্গা, বান্দোয়ান ও বেলপাহাড়ি অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ শালপাতা, কেন্দুপাতা, মধু, লাক্ষা ও অন্যান্য বনজ পণ্য সংগ্রহ হয়। বর্তমানে এগুলির বড় অংশ ট্রাক ও ছোট গাড়িতে দুর্গাপুর, খড়গপুর, কলকাতা বা রাজ্যের বাইরে পাঠানো হয়। পরিবহণ বিশেষজ্ঞদের দাবি, রেল যোগাযোগ চালু হলে পণ্য পরিবহণ ব্যয় গড়ে ২০ থেকে ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে। ফলে স্থানীয় উৎপাদক ও ব্যবসায়ীরা সরাসরি বড় বাজারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন। বিশেষ করে লাক্ষা শিল্পের ক্ষেত্রে এর প্রভাব তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার বিভিন্ন এলাকায় পাথর, নির্মাণসামগ্রী এবং ক্ষুদ্র খনিজ সম্পদের ব্যবসা রয়েছে। রেলপথ থাকলে পণ্য পরিবহণের সুযোগ তৈরি হবে। পর্যটক সংখ্যা ২৫ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে বলে পর্যটন ব্যবসায়ীদের একাংশের অনুমান। অন্য দিকে, দুর্গাপুর-বেলিয়াতোড় ৩২ কিলোমিটারের প্রস্তাবিত রেলপথকে শিল্প ও কৃষির সেতুবন্ধন হিসেবে দেখছে প্রশাসনিক মহল।

বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ বলেন, "শুধু যাতায়াত নয়, কর্মসংস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও এই প্রকল্পগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। দীর্ঘদিনের দাবি বাস্তবায়নের দিকে এগোচ্ছে বলেই আশা করছি।" বাঁকুড়ার তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী এবিষয়ে বলেন, "দুর্গাপুর-বেলিয়াতোড় রেলপথ বাস্তবায়িত হলে শিল্পাঞ্চল ও গ্রামীণ অর্থনীতির মধ্যে নতুন সংযোগ তৈরি হবে। এর সুফল দুই জেলার মানুষই পাবেন। রেল কর্তৃপক্ষ ইতিবাচকভাবে বিষয়টি বিবেচনা করছে।" তবে এই বিষয়ে এদিনের বৈঠকে উপস্থিত রেল দপ্তরের আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়াররা প্রকাশ্যে সংবাদ মাধ্যমের কাছে মুখ খুলতে চান নি।

আবাসে কাটমানি ফেরতের দাবি, বিক্ষোভ মানবাজারে

স্টাফ রিপোর্টার, পুরুলিয়া : প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় নেওয়া কাটমানির টাকা ফেরতের দাবিতে তৃণমূল ঘনিষ্ঠ ঠিকাদারকে ঘিরে বিক্ষোভে উত্তেজনা। মঙ্গলবার বিকালে পুরুলিয়ার মানবাজার ১ ব্লকের কামতা-জাঙ্গিদিরি গ্রাম পঞ্চায়েতের কুদা গ্রামের ঘটনা। ওই ঠিকাদারের পরনে থাকা বস্ত্র রীতিমতো খুলে নেওয়ার চেষ্টা করেন বিক্ষোভকারীরা। এই খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত অভিযুক্তকে উদ্ধার করতে গেলে তাঁরাও বিক্ষোভের মুখে পড়েন। পরে অবশ্য পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

কুদা গ্রামের তৃণমূল ঘনিষ্ঠ ওই ঠিকাদারের নাম অসিত মাহাতো। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ৩০ জনের বেশি উপভোক্তার কাছ থেকে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাইয়ে দেওয়ার নামে ১০ হাজার টাকা করে কাটমানি নিয়েছেন বলে অভিযোগ। এদিন সেই টাকা ফেরতের দাবিতেই বিক্ষোভ চলে তাঁর বাড়ির সামনে। তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেন অসিত মাহাতো। তিনি বলেন, "কয়েক বছর আগে কি ঘটনা ঘটেছিল আমার মনে নেই। যে অভিযোগ করছে তার কোন ভিত্তি নেই।" কুদা গ্রামের বাসিন্দা সঞ্জয় মাহাতো, জিতেন্দ্র মান্ডি বলেন, "আবাস যোজনার জন্য ওই ঠিকাদার আমাদের কাছে ১০ হাজার টাকা করে কাটমানি নিয়েছিলেন। সেই কাটমানি ফেরত চাইছি।" ওই গ্রামের বাসিন্দা হরেকৃষ্ণ মাহাতো জানান, "ওই ঠিকাদার ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে একটি হাপার কাজ অসম্পূর্ণ রেখেছেন। সেই কাজ অবিলম্বে করতে হবে এই দাবি আমরা জানাচ্ছি।"

চুরির অভিযোগে ধৃত তৃণমূল নেতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, খাতড়া : মুকুটমণিপুরের চিলড্রেনস পার্ক থেকে একাধিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র (এসি) চুরি-সহ গুচ্ছ অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রানিবাঁধ ব্লকের সদ্য প্রাক্তন সভাপতি উত্তম কুম্ভকার। বুধবার তাঁকে খাতড়া মহকুমা আদালতে তোলা হলে একদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে কংসাবতী জলাধারের লকগেট সংলগ্ন পার্ক এবং একটি হোটেলের লিজহোল্ডার ছিলেন উত্তম কুম্ভকার। তবে গত সোমবার পর্ষদের পক্ষ থেকে পার্কটি বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়ে তাঁকে নোটিস পাঠানো হয়। অভিযোগ, সেই নির্দেশ অমান্য করেই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁর নির্দেশে দুই ব্যক্তি পার্কে গিয়ে কয়েকটি এসি খুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। মুকুটমণিপুর উন্নয়ন পর্ষদের দাবি, বিষয়টি জানার খাতড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে। এর মধ্যে রয়েছে জালিয়াতির উদ্দেশ্যে নথি জাল করা, সরকারি সম্পত্তি আত্মসাতের চেষ্টা, সরকারি কর্মচারীর কাজে বাধা প্রদান, বলপ্রয়োগ, প্রাণনাশের হুমকি এবং চুরি করা সম্পত্তি ব্যবহারের মতো গুরুতর অভিযোগ। পুলিশ মঙ্গলবার রাতে উত্তম কুম্ভকারকে গ্রেপ্তার করে। যদিও উত্তম কুম্ভকারের আইনজীবী অরুণ কুমার মাহাতো ও কাজল মণ্ডল দাবি করেন, তাঁদের মক্কেল সম্পূর্ণ নির্দোষ। গোটা ঘটনাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

পুর বোর্ড ভাঙার দাবিতে নগরোন্নয়ন দপ্তরে চিঠি

বাঁকুড়ায় তরজা

স্টাফ রিপোর্টার, বাঁকুড়া : রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে বাঁকুড়া পুরসভার টানাপোড়েন জারি। কয়েক দিন আগে পুরপ্রধান অলকা সেন মজুমদার পদত্যাগ করেন। এবার পুরসভার বর্তমান বোর্ড অব কাউন্সিলার্স ভেঙে দেওয়ার দাবি জানিয়ে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরে একটি ই-মেল পাঠানো হয়েছে। তার অনুলিপি পৌঁছেছে বাঁকুড়া পুরসভাতেও। ই-মেলে অভিযোগ করা হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে পুরসভার অন্দরে প্রশাসনিক অচলাবস্থা চলছে। বোর্ডের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবের জেরে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঝুলে রয়েছে। পরিষেবা থেকে উন্নয়নমূলক প্রকল্প-বিভিন্ন ক্ষেত্রেই তার প্রভাব পড়ছে। সেই কারণেই বর্তমান বোর্ড ভেঙে দিয়ে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের আবেদন জানানো হয়েছে।

পুরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান হিরণ চট্টরাজ বলেন, "এধরনের একটি চিঠির কথা শুনেছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নির্বাচিত বোর্ডকে নিয়ে কোনও পদক্ষেপের প্রশ্ন উঠলে তার আইনি ভিত্তি থাকা প্রয়োজন। কাউন্সিলররা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন। প্রয়োজন হলে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।" একই সুর শোনা গিয়েছে কাউন্সিলর অভিজিৎ দত্তের গলায়। তাঁর বক্তব্য, "মানুষ ভোট দিয়ে আমাদের নির্বাচিত করেছেন। তাই নির্বাচিত বোর্ডের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠলে আইনি পরামর্শ নেওয়া স্বাভাবিক।" নতুন পুরপ্রধান নির্বাচন হবে, না কি প্রশাসনিক স্তরে অন্য কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে-তা নিয়েও চলছে জল্পনা।

ডুবে মৃত এক

স্টাফ রিপোর্টার, বাঁকুড়া : শালতোড়া ড্যামের জলে ডুবে মৃত্যু হল এক কিশোরের। মৃতের নাম তাতাই মণ্ডল (১৬)। বাড়ি শালতোড়া গ্রামে। মঙ্গলবার ড্যামের জলে নামার পর থেকেই নিখোঁজ হয়ে যায়। দীর্ঘক্ষণ তল্লাশির পর ড্যামের জল থেকে কিশোরের দেহ উদ্ধার করা হয়।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর : বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক ভ্যানচালকের। ঘটনাটি ঘটেছে বিষ্ণুপুর থানার দ্বারিকা গ্রাম পঞ্চায়েতের মথুরাপুরে । মৃতের নাম সুজন বিশ্বাস (৩৫)। এদিন সকালে একটি বাড়ির ছাদে থাকা লোহার রড নামানোর কাজ করছিলেন তিনি। অভিযোগ, সেই সময় অসাবধানতাবশত রডটি পাশ দিয়ে যাওয়া উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুতের তারে স্পর্শ করে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি। বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

নেকড়ে রক্ষায়

স্টাফ রিপোর্টার, দুর্গাপুর : ধূসর নেকড়ে বাঁচাতে সচেতনতায় বন বিভাগ। কাঁকসা ও আউশগ্রামের জঙ্গল দীর্ঘদিন ধরেই ধূসর নেকড়ের অন্যতম বাসস্থান। দুর্গাপুর, পানাগড় ও গুসকরা বনাঞ্চলে ট্র্যাপ ক্যামেরায় ৩৩টির বেশি নেকড়ে ধরা পড়েছে। দুর্গাপুরের রেঞ্জার তপব্রত রায় বলেন, ''শুধু গ্রামাঞ্চলেই নয়, আগামী প্রজন্মের মধ্যেও সচেতনতা গড়ে তুলতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক স্কুলে গিয়েও সচেতনতা চলছে।''

বাঁকুড়া মেডিক্যালে সাপের আতঙ্কে কর্মীরা, সতর্কতা

স্টাফ রিপোর্টার, বাঁকুড়া : ফাইল খুঁজতে যাবেন? আগে দেখে নিন পায়ের কাছে কিছু নড়ছে কি না! কারণ, যে ঘরে হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ নথি রাখা রয়েছে, সেখানেই নাকি এখন সাপের অবাধ যাতায়াত। আর সেই বিপদের কথা জানাতে দরজায় সাঁটা হয়েছে সতর্কীকরণ পোস্টার। ঘটনাকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের লোকপুর ক্যাম্পাসে। কর্মীদের একাংশের অভিযোগ, লোকপুর ক্যাম্পাসের রেকর্ড রুমে সম্প্রতি একাধিক বার সাপ দেখা গিয়েছে। বর্ষার মরসুমে এই সমস্যা আরও বাড়তে পারে বলেও আশঙ্কা তাঁদের।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মীর কথায়, "ফাইল বের করতে গিয়ে আগে চারপাশ দেখতে হচ্ছে। কখন কোথা থেকে সাপ বেরিয়ে আসে। পোস্টার লাগানো হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাতে তো

■ সাপ আতঙ্কে সেই পোস্টার।

সাপ ধরা পড়বে না!" বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ পঞ্চানন কুণ্ডু বলেন, "ক্যাম্পাসে সাপ দেখা যাওয়ার বিষয়টি নজরে এসেছে। কর্মীদের সতর্ক করার জন্য পোস্টার দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়েই দেখা হচ্ছে।"

ছবি : শ্যামসুন্দর বাড়ুই

পুরুলিয়ায় বজ্রপাতে মৃত তিন, জখম দুই

স্টাফ রিপোর্টার, মানবাজার : পৃথক তিনটি ঘটনায় বজ্রপাতে মৃত্যু হল তিনজনের। জখম হন আরও দুই। মৃতরা হলেন বরাবাজারের ভাগাবাঁধ গ্রামের বাসিন্দা পস্তু সহিস (৬৯) ও অযোধ্যাডির গীতা মাহাতো (৬০) এবং কোটশিলার টাটুয়াড়া গ্রামের দুর্গমনি কুমার (৩০)। জানা গিয়েছে, বুধবার বিকালে কেন্দা থানার দামদা গ্রামে আত্মীয়ের বাড়িতে এসেছিলেন পস্তু সহিস। বারান্দায় বসেছিলেন তিনি। আচমকা বজ্রপাত হলে তিনি-সহ ওই গ্রামের অমর সহিস নামে বছর ২২-র এক যুবক জখম হন। দ্রুত উদ্ধার করে চাকলতোড় গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে পস্তু সহিসকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর অমর সহিসকে পুরুলিয়া দেবেন মাহাতো গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এছাড়া এদিন অযোধ্যাডি গ্রামে গরু চরাতে গিয়েছিলেন গীতা মাহাতো। সেখানে বজ্রাঘাতে লুটিয়ে পড়েন। ওই স্থানে জখম হন আরও একজন। পরে দু'জনকে উদ্ধার করে বরাবাজার গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে ওই মহিলাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে বাড়ির পাশে একটি জলাশয়ে থালা-বাসন ধোওয়ার সময় বাজ পড়ে জখম হন দুর্গমনি। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে কোটশিলা গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁরও মৃত্যু হয়।

কং-দুয়ারে তৃণমূল নেতারা!

স্টাফ রিপোর্টার, সিউড়ি : বীরভূমে তথা রাজ্যে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলের ইঙ্গিত দিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক বর্তমান ও প্রাক্তন জনপ্রতিনিধি এবং নেতারা নিয়মিতভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। তবে কাউকে দলে নেওয়া বা নির্বাচনে প্রার্থী করার বিষয়ে তড়িঘড়ি কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না। সেই বিষয়ে চূড়ান্ত মত দেবে দলের স্থানীয়, জেলা এবং শীর্ষ নেতৃত্ব মিলিয়ে সর্বস্তরের নেতৃত্বই। সিউড়িতে অভিজিৎ বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের গুরুত্ব যেমন থাকবে, তেমনই অন্য দল থেকে আসতে ইচ্ছুক নেতাদের ক্ষেত্রেও তাঁদের অতীত রাজনৈতিক ভূমিকা, জনভিত্তি এবং স্থানীয় সংগঠনের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। বিশেষ করে যাঁরা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন কিন্তু কংগ্রেসের কর্মীদের উপর আক্রমণ বা অত্যাচারের সঙ্গে যুক্ত নন, তাঁদের ক্ষেত্রেই ইতিবাচকভাবে ভাবা হতে পারে।"

পাঁ জি দে খে পা বা ড়া ন

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত : বৃহস্পতিবার ১০ আষাঢ় ২৫ জুন।। সূর্যোদয় ৪/৫৭/৩২ সূর্যাস্ত ৬/২০/৩০। তিথি (শুদ্ধ জৈষ্ঠ্য শুক্লপক্ষ) একাদশী দং ৩৮/০ রাত্রি ঘ ৮/১০। স্বাতীনক্ষত্র দং ২৮/৪৮ দিবা ঘ ৪/২৯। শিবযোগ দং ১৪/৫০ দিবা ঘ ৪/২৯। বণিজকরণ দিবা ঘ ৭/৯ পরে বিষ্টি রাত্রি ঘ ৮/১০। **গুপ্ত প্রেশ :** বৃহস্পতিবার ১০ আষাঢ় ২৫ জুন। একাদশী রাত্রি ঘ ৯/২৭/২৪। স্বাতীনক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৬/২৮/১২। শিবযোগ ১/৩৪/৫০। বণিজকরণ ঘ ৮/৪৪/৩১ থেকে বিষ্টিকরণ রাত্রি ঘ ৯/২৭/২৪ থেকে ববকরণ। বারবেলা : ঘ ৪/৪১/২৬ থেকে ৬/২২/২১ সেঃ মধ্যে। শুভকর্ম - নাস্তি **ইসলামি পঞ্জিকা :** মুং ৯ মহরম।

ভারতীয় মুদ্রায়

১ ডলার	৯৪.৬০
১ ইউরো	১০৭.৩৬
১ পাউন্ড	১২৪.৪৮
১ ইয়েন	০.৫৯

সোনা রুপোর দর

পাকা সোনা বাট- (৯৯৫০) (১০ গ্রাম)	১৪৩,৭৫০
পাকা সোনা বাট খুচরো (৯৯৫০) (১০ গ্রাম)	১৪৪,৪৫০
হলমার্ক সোনা - (৯১৬) (১০ গ্রাম)	১৩৭,৩০০
রুপোর বাট - (৯৯৯) (প্রতি কেজি)	২২৭,২৫০
খুচরো রুপো - (প্রতি কেজি)	২২৭,৩৫০

(এর সঙ্গে জিএসটি যোগ হবে)

শব্দমালা

১৩,০৩৬ তাপসকুমার ঘোষ

১		২		৩	৪		
		৫	৬				৭
				ছক-৮		৮	
৯	১০		১১	১২			
১৩						১৪	
১৫							
		১৬	১৭		১৮		
	১৯				২০		

পাশাপাশি
১) দুধের সর থেকে উৎপন্ন; মাখন
৩) নীহারিকা-পুঞ্জ
৫) জাদুর মন্ত্রতন্ত্র
৮) চার তোলা পরিমাণ
৯) অবস্থা, গতিক
১১) প্রণয়ী-প্রণয়িনীর ঝগড়া
১৩) সদ্য তৈরি হয়েছে এমন
১৪) উষ্ণতা
১৫) স্বভাব, চরিত্র
১৬) অপমানিত, লাঞ্ছিত
১৯) '— পরান যাহা চায়'
২০) রন্ধনে যা অপরিহার্য

উপরনিচ
১) অনুভূতি-প্রবণ
২) লাক্ষা, আলতা
৩) নায়ক বা পরিচালক
৪) কারও এটা ফাটে তো মুখ ফোটে না
৬) পেছন থেকে অনেকে এটাও নাড়ে
৭) কারণে অকারণে ঝগড়া করে এমন
৮) পটোলের পাতা
১০) মাটি খুঁড়তে লাগে
১২) মতানৈক্য
১৬) কৃষ্ণ-পক্ষের শেষ তিথি
১৭) এ কখনও আপন হয় না
১৮) ভূমি, ভাঙা

সমাধান : শব্দমালা ১৩,০৩৫

	শ	নি	র	দ	শা		
দু	রা	শা		লা	ব		গো
চো		চ	খা		ল	ড়া	কু
খে	সা	র	ত				লে
র				কা	ম	দা	র
বি	শ্রু	ত		দা	নো		ঝাঁ
ষ		ম	রা		র	গ	ড়
		স	ম	স	ম	য়	

দায়িত্বে

২০২৬-২৭ মরশুমে মুম্বই ক্রিকেট দলের মেন্টরের দায়িত্ব পেলেন প্রাক্তন তারকা সন্দীপ পাতিল

খেলা

দ্বিতীয়

আইসিসি ওয়ান ডে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এলেন ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল

জন্মদিনে উৎসব নয়, মেসির নজরে ফিটনেস

দুলাল দে
মায়ামি

২৪ জুন : হিসেব কষে দেখা যাচ্ছে, তাঁর ফুটবল কেরিয়ারের ২২টি জন্মদিনের মধ্যে ১৩টি জন্মদিন কাটিয়েছেন জাতীয় শিবিরে।

আসলে ২৪ জুন, দিনটাই এমন যে, হয় এই সময় বিশ্বকাপ, না হলে কোপা আমেরিকা অথবা কোনও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা লেগেই রয়েছে। ফলে গত ২২ বছর ধরে লিওনেল মেসির জন্মদিনের মুহূর্তগুলি বেশিরভাগই কেটেছে জাতীয় শিবিরে সতীর্থদের সঙ্গে। তবে বারে বারে বদলে গিয়েছে, জাতীয় শিবিরে কেক কাটার মুহূর্তে টেবিলের উল্টোদিকের মুখগুলি। নেদারল্যান্ডসে অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপে সেই প্রথম। মেসি তখন ১৮। দেশকে প্রতিযোগিতায় শুধু চ্যাম্পিয়ন করাই নয়, সর্বোচ্চ গোলদাতা, সেরা ফুটবলার, সব তাঁর পকেটে। সতীর্থ রিকুয়েলমে'র জন্মদিনও এই ২৪ জুন। সেবার অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপের শিবিরে, দুই বন্ধু গলা জড়িয়ে, ছবি তুলে একসঙ্গে কেক কেটেছিলেন। কোথায় আজ রিকুয়েলমে? এভাবেই জাতীয় শিবিরে বারেবারে বদলে গিয়েছে মেসির জন্মদিন পালনের বন্ধু, সতীর্থরা। রয়ে গিয়েছেন শুধু মেসি। আর এখন জাতীয় শিবিরে মেসির সঙ্গে কেক কাটছেন ডি'পল, এনজো ফার্নান্ডেজরা।

সব কিছু ঠাক ঠাকলে নক আউটের প্রথম ম্যাচটা খেলার জন্য ২ জুলাই মায়ামি চলে আসবেন মেসিরা। আজকে নেমারের ব্রাজিল। গ্রুপের শেষ ম্যাচ খেলতে আসছে রোনাল্ডোর পর্তুগাল। আর তারপরেই মেসিরা। ফলে মায়ামির বিচগুলিতে এখন আর শুধুই হলুদ নয়। ভীড় জমিয়েছেন পর্তুগালের লাল-সবুজের পাশাপাশি, নীল-সাদা জার্সির সমর্থকরাও। আর সেখানে তাঁদের প্রিয় লিও-র ৩৯তম জন্মদিন। কী করে চুপ করে বসে থাকতে পারেন তাঁরা?

আর্জেন্টিনার জনপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেল, নোঙর রোদোলফো বারিলি। ফুটবল রাজপুত্রর জন্মদিন পালন নিয়ে তারা এক অভিনব পন্থা নিয়েছে। হ্যাশট্যাগ দিয়ে তারা একটা প্রচার শুরু করেছে। বিশ্বের যেখানে যত মেসির ফ্যান রয়েছেন, সকাল ১০ টা থেকে টানা ১২ ঘন্টা মেসির জন্মদিনে গান গাইবেন। তারপর সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করবেন।

মায়ামি বিচ, ক্র্যান্ডন পার্ক বিচ, হাউলোভার বিচগুলোয় এদিন পা ফেলার জায়গা নেই। নীল-সাদা জার্সি পরে সকলে মেসির উদ্দেশ্যে গান গাইছেন।

আর মেসি নিজে কী করলে?

কানসাসে, যেখানে মেসিরা রয়েছেন, সেখানে একরকম টাইম জোন। ডালাসে যেখানে আগের ম্যাচে বিশ্বরেকর্ড করেছেন, সেখানে আরেকরকম টাইম জোন। তাহলে কোন সময়টা ধরে বলতে হবে, 'মেসি দিবস' শুরু হল? নিজের জন্মদিনের মুহূর্তটা শেয়ার করার জন্য মেসি নিজে বেছে নিয়েছেন আর্জেন্টিনার টাইম জোন, যা কানসাসের থেকে ২ ঘন্টা আগে। আর্জেন্টিনার মধ্যরাতে নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে মেসি নিজে এমন একটা ভিডিও পোস্ট করলেন, যা বিশ্বজুড়ে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। কোথায় সতীর্থদের সঙ্গে কেক কাটার ছবি পোস্ট করবেন, তা না করে কানসাসের বেস ক্যাম্পের জিম সেশনের ভিডিও পোস্ট করেছেন। জন্মদিনের মুহূর্ত নিয়ে একটি শব্দও লেখেননি। কিন্তু তাতে কী, অনেক সময় কোনও শব্দ খরচ না করেও, ছবি বা মুহূর্ত অনেক কথা বলে ফেলা যায়।

ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, নিজেকে ফিট রাখার জন্য জিমে নানা ধরণের ট্রেনিং করছেন। নিজের ৩৯ তম জন্মদিনের মুহূর্তে নিজের ফিটনেস ট্রেনিংয়ের মুহূর্ত প্রকাশ করে বিশ্বজুড়ে তাঁর কোটি কোটি ফ্যানদের কী বোঝাতে চাইলেন মেসি? আসলে ঠিক এখান থেকে নতুন করে স্টান্স নিচ্ছেন সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু ভিডিওর পিছনে বিজিএম হিসেবে কোন সঙ্গীতের মূর্ছনা বাজছে, খেয়াল করেছেন? 'তিয়েরা দে ক্যাম্পেওনেস।' মানে, চ্যাম্পিয়নদের দেশ। যা আর্জেন্টিনার নতুন প্রজন্মের কাছে জাতীয় সঙ্গীতের চেহারা নিয়েছে।

নতুন বছর। নতুন মুহূর্ত। আর সেই মুহূর্তে চ্যাম্পিয়নের গান বিজিএম হিসেবে ব্যবহার করে নিজের ফিটনেস ট্রেনিংয়ের মুহূর্ত প্রকাশ করেছেন মেসি। এরপর কি বলতে হবে, গ্রুপ লিগে বিশ্বকাপের শেষ ম্যাচ খেলতে নামার আগে তিনি সমর্থকদের কাছে কী বার্তা দিতে চাইছেন?

পরপর দুটো ম্যাচ জিতে ফেলায়, গ্রুপের শেষ প্রতিপক্ষ জর্ডনের বিরুদ্ধে স্রেফ নিয়ম রক্ষার ম্যাচ হিসেবে খেলতে নামবে আর্জেন্টিনা। পরের রাউন্ডে যাওয়া নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পরও সমস্যায় পড়েছেন স্কালোনি। আর এটাই এখন আর্জেন্টিনা শিবিরের মূল সমস্যা। স্কালোনি চাইছেন, গ্রুপের শেষ ম্যাচে যত বেশি সম্ভব বেঞ্চের ফুটবলারদের দেখে নিতে। তাহলে কি নক আউটে আরও ঝরঝরে মেসিকে পাওয়ার জন্য জর্ডনের বিরুদ্ধে বিশ্রাম দেওয়া হবে আর্জেন্টিনা অধিনায়ককে? এর ফল কী হবে, তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি শিবির থেকে। তবে মায়ামিতে আসা আর্জেন্টিনার সাংবাদিকরা বলাবলি করছিলেন, 'মেসি বোধহয় নিজেই বিশ্রাম নিতে চাইছেন না। এই যে এমবাপে গোল সংখ্যায় পিছন থেকে ধাওয়া করছে, এই বিষয়টিই বেশি করে এখন তাতাচ্ছে তাঁ কে। ফলে গুরুত্বহীন, চাপহীন ম্যাচটায় খোলা মনে খেলতে চাইছেন লিও।

এদিকে, সকালেই শিবিরে না এসে সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করেছেন, স্ত্রী আন্তোনেলা রোকুজ্জো। 'আমাদের যা কিছু প্রয়োজন, তার সব কিছুই ইতিমধ্যে আমাদের আছে। কারণ, আমাদের কাছে তুমি আছ।' প্রত্যুত্তরে প্রথম সন্তান, থিয়াগো মেসির সঙ্গে তাঁর খুব ছোটবেলার একটা ছবি পোস্ট করে মেসি লিখেছেন, 'তখন আমরা কত ছোট ছিলাম।'

মেসির সমর্থকরাও এখন সেই ২০০৬ সালের বিশ্বকাপের ছবি পোস্ট করে লিখতেই পারেন, 'লিও তুমি কত ছোট ছিলে।' কিন্তু ৩৯-এ এসেও মেসির বয়স বাড়ল কোথায়? তিনি তো আর্জেন্টিনা ফুটবলের চলমান অশীরীর। ফ্যান্টম।

নিজের জন্মদিনের মুহূর্তটা শেয়ার করার জন্য মেসি নিজে বেছে নিয়েছেন আর্জেন্টিনার টাইম জোন, যা কানসাসের থেকে ২ ঘন্টা আগে। আর্জেন্টিনার মধ্যরাতে নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে মেসি নিজে এমন একটা ভিডিও পোস্ট করলেন, যা বিশ্বজুড়ে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। কোথায় সতীর্থদের সঙ্গে কেক কাটার ছবি পোস্ট করবেন, তা না করে কানসাসের বেস ক্যাম্পের জিম সেশনের ভিডিও পোস্ট করেছেন। জন্মদিনের মুহূর্ত নিয়ে একটি শব্দও লেখেননি।

বুয়েনস আইরেসের 'মেসি-গৃহ' (উপরে)। উনচল্লিশতম জন্মদিন পালন চলছে মেসির (নিচে)।

জার্মান সংসারের মধ্যমণি এখন ডেনিস উন্দাভ (বাঁদিকে)।

আজ জার্মানির সামনে ইকুয়েডর

উন্দাভকে ভোট ক্লিন্সম্যানের

স্টাফ রিপোর্টার : জার্মানি কোচ জুলিয়ান নাগেলসম্যানের সামনে এখন দু'টো পথ রয়েছে। গ্রুপ শীর্ষে থেকে পরের রাউন্ডে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে ফেলেছে চারবারের চ্যাম্পিয়নরা। ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচ কার্যত নিয়মরক্ষার। ফলে একদিকে নকআউটে নামার আগে রিজার্ভ বেঞ্চের শক্তি পরীক্ষার সুযোগ রয়েছে নাগেলসম্যানের সামনে। আবার টানা জয়ের ছন্দ ধরে রাখার বিষয়টিও মাথায় রাখতে হচ্ছে জার্মানি হেডস্যরকে।

আসলে বিশ্বকাপে তেমন কিছু করতে না পারলেও ইকুয়েডরের ডিফেন্স অন্যতম সেরা। লাতিন আমেরিকায় যোগ্যতা অর্জন পর্বে আঠারো ম্যাচে মাত্র পাঁচটা গোল খেয়েছে তারা। সেখানে শেষ ম্যাচে আইভরি কোস্টের বিরুদ্ধে কোনওরকমে জিতেছে জার্মানি। তবে যা খবর, কিছু পরিবর্তনের পথেই হাঁটতে চলেছেন নাগেলসম্যান। নিকো স্লটারবেকের চোট। বিশ্বকাপে আর নেই তিনি। বদলে আন্তোনিও রুদিগারের খেলার সম্ভাবনা প্রবল। ফরোয়ার্ড লাইনে নিক ওয়াল্টমেড শুরু থেকে খেলতে পারেন। গোলে ম্যানুয়েল ন্যয়ারের বদলে আসতে পারেন অলিভার বাউম্যান। সঙ্গে লিওন গোরেৎজা, নুয়ান আমিরিদেরও দেখে নেওয়া হতে পারে। তবে একটা বিষয় স্পষ্ট। জামাল মুসিয়ালাকে বিশ্রাম দিয়ে শুরু থেকে খেলবেন ডেনিজ উন্দাভ। যে পরিবর্তনের স্বপক্ষে বার্তা দিয়েছেন স্বয়ং যুরগেন ক্লিন্সম্যান। "ডেনিজ যে পারফর্ম করার জন্য মুখিয়ে রয়েছে, সেটা স্বাভাবিক বিষয়। ও শুরু থেকেই খেলতে চাইবে। অবশ্য এই সিদ্ধান্ত কোচ নেবে। আর তার হাতে এমন প্লেয়ার আছে, যারা বেঞ্চ থেকে এসে ম্যাচের রং বদলে দিতে পারে। ফলে যাই হোক না কেন, দলেরই লাভ হবে", বলে দিয়েছেন প্রবাদপ্রতিম জার্মান প্রাক্তনী। শেষ দু'ম্যাচে পরিবর্ত হিসেবে নেমে তিন গোল করার পাশাপাশি একটা করিয়েছেন উন্দাভ।

২০০৬ বিশ্বকাপে ক্লিন্সম্যানের আমলে ইকুয়েডরকে হারিয়েছিল জার্মানি। তার দু'দশক পর ফের প্রতিযোগিতায় মুখোমুখি দুই দেশ। সেই প্রতিপক্ষ প্রসঙ্গে দলকে ক্লিন্সম্যানের বার্তা, "ইকুয়েডর কিন্তু ভালো দল। দু'টো ম্যাচে ফলাফল যাই হোক, ওর লড়াই করেছে।" শেষ দু'বার নকআউটে উঠতে পারেনি জার্মানি। এবার জার্মানিকে ফেভারিটের মতো দেখাচ্ছে বলেও মনে করছেন ক্লিন্সম্যান। "দলের খেলা দেখে ভালো লাগছে। বাইরে থেকে মনে হচ্ছে, ফুটবলাররা একে অপরের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে। ড্রেসিংরুমের পরিবেশ দারুণ। ফুটবলে যদি ভালো কিছু করতে হয়, এসব জরুরি", বলছেন তিনি। জার্মানির কাছে নিয়মরক্ষার হলেও ম্যাচটা ইকুয়েডরের কাছে বাঁচামরার। নকআউটে যাওয়ার জন্য নিউ জার্সিতে এই ম্যাচে পুরো পয়েন্ট পেতে হবে তাদের।

ওয়াল্টার নামক এক ওরাংওটাং ইকুয়েডরকে জয়ী বাছল জার্মানির বিরুদ্ধে।

যৌনতায় অনুমতি কোচ অ্যাডভোকেটের

স্টাফ রিপোর্টার: ফুটবল বিশ্বকাপ চলাকালীন প্লেয়ারদের যৌনতা নিয়ে প্রায়শই কড়াকড়ি করতে দেখা যায় বিভিন্ন দলের কোচদের। সে দিক থেকে কুরাসাও কোচ ডিক অ্যাডভোকেট ব্যতিক্রমীই বলতে গেলে। কারণ, তিনি খেলার আগে প্লেয়ারদের নিজ-নিজ সঙ্গিনীদের সঙ্গে অবাধ যৌনতায় অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন! আর সেটা টিম হোটেলেই! প্রাজ্ঞ কোচের অভিমত স্পষ্ট— প্লেয়ারদের যৌনতায় অনুমতি দিলে তাঁরাও অনেক ফুরফুরে ভাবে মাঠে নামতে পারবেন।

জার্মানির কাছে সাত গোলে হারার পরেও বিশ্বকাপে এখনও জীবিত রয়েছে কুরাসাও। তাদের বিশ্বকাপের নকআউট স্বপ্ন এখনও শেষ হয়ে যায়নি। কারণ, ইকুয়েডরের সঙ্গে তারা ড্র করেছে। অ্যাডভোকেট চান, টিমকে অবাধ স্বাধীনতা দিতে। আর তাঁর এই পরিকল্পনা ফাঁস করেছেন কুরাসাওয়ের টিম ডাক্তার সুজান হারমান। যিনি বলেছেন, ''আন্তর্জাতিক ফুটবলে ব্যাপারটা বিশেষ দেখা যায় না, তাই না? কুরাসাও ছোট্ট একটা দেশ। যারা আনন্দ করে ভালোবাসে। পরিবারের বিশ্বাস করে। টিমটাকে দেখে আমার ব্রাজিলের কথা মনে পড়ে।'' সঙ্গে যোগ করেছেন, "আমার মতে, যৌনতায় অনুমতি প্রদান ভালো সিদ্ধান্ত। কারণ, যৌনতা মানসিক ভাবে প্লেয়ারদের তাজা রাখতে সাহায্য করে। মনে রাখবেন, পরিবারকে দূরে রেখে বিশ্বকাপ খেলতে আসা সহজ নয়। সঙ্গীরা না থাকলে, ঘরের প্রতি টান বাড়তে শুরু করে।''

কুরাসাও প্লেয়ার লিভানো।

আজ কোম্যানের ভরসা গাকপো

স্টাফ রিপোর্টার : ৪৮ দলের বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে তেমন 'বড়' লড়াই নেই। তবে ব্যতিক্রম গ্রুপ 'এফ'। যেখানে রয়েছে নেদারল্যান্ডস, জাপান এবং সুইডেনের মতো তিন দেশ। সাম্প্রতিক ফর্মের বিচারে তিন দেশ প্রায় একই পর্যায়ভুক্ত। যা আরও আকর্ষণীয় করেছে গ্রুপের লড়াই। ভারতীয় সময় শুক্রবার ভোরে গ্রুপের শেষ ম্যাচে নামছে তিন দল। পয়েন্ট টেবলের যা পরিস্থিতি, তাতে শীর্ষে শেষ করার সুযোগ রয়েছে প্রত্যেকের।

আপাতত দু'ম্যাচে চার পয়েন্ট করে পেয়েছে নেদারল্যান্ডস এবং জাপান। তবে গোলপার্থক্যে শীর্ষে ডাচরা। সমসংখ্যক ম্যাচে তিন পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে সুইডেন। শেষ রাউন্ডে নেদারল্যান্ডসের লড়াই অবশ্য কিছুটা সহজ। কারণ তারা খেলবে তিউনিশিয়ার বিরুদ্ধে, যারা শেষ ম্যাচে নামার আগেই ছিটকে গিয়েছে প্রতিযোগিতা থেকে। সেখানে জাপানের কাছে আটকে যাওয়ার পর সুইডেনকে ৫-১ গোলে হারিয়েছে রোনাল্ড কোম্যানের নেদারল্যান্ডস। তাদের আক্রমণের নেতৃত্ব দিচ্ছেন কোডি গাকপো। সঙ্গে ব্রায়ান ব্রবি, ক্রাইসেন্সিও সামারভিলের মতো তরুণরা। শেষ ম্যাচে জোড়া গোল করেছেন গাকপো এবং ব্রবি। সামারভিল আবার গোল পেয়েছেন দু'ম্যাচেই। কোম্যানও মানছেন, আক্রমণই তাঁর সেরা অস্ত্র। ডাচ কোচের কথায়, "আমাদের স্কোয়াডে বিভিন্ন ধরনের ফরোয়ার্ড আছে। সুইডেনের বিরুদ্ধে আমাদের যা পারফরম্যান্স, তাতে প্রতিপক্ষ ভয় পাবে নামার আগে।"

রোনাল্ড কোম্যান।

ফাইনালে আসছেন ট্রাম্প

স্টাফ রিপোর্টার: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়ামহল তাঁকে 'সকার প্রেসিডেন্ট' প্রায়শই বলে থাকে। আর তা বলে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের অগাধ ফুটবল-প্রীতির জন্য। কিন্তু অদ্ভুত বিষয় হল, ট্রাম্পের দেশে ফুটবলের রাজসূয়-যজ্ঞের দিন পনেরো কেটে যাওয়ার পরেও আজ পর্যন্ত দেখা পাওয়া যায়নি মার্কিন প্রেসিডেন্টের। কবে তিনি ফুটবল বিশ্বকাপ দেখতে মাঠে আসবেন, সেটাও কেউ বলতে পারেনি। অবশেষে তা জানা গেল। জানা গেল, কবে বিশ্বকাপ দেখতে মাঠে আসবেন ট্রাম্প। আর তা জানালেন, ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফ্যান্টিনো। সব কিছু ঠিকঠাক চললে, আগামী ১৯ জুলাই বিশ্বকাপ ফাইনালের দিন নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে উপস্থিত থাকতে চলেছেন ট্রাম্প!

''আমরা দু'জন একসঙ্গেই বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখব। ফুটবল উপভোগ করব। এবং দু'জনে একসঙ্গে বিশ্বজয়ী টিমের হাতে ট্রফি তুলে দেব,'' বুধবার এক সাক্ষাৎকারে বলে দিয়েছেন ইনফ্যান্টিনো। সঙ্গে যোগ করেছেন, ''আমরা দু'জন যা করব, একসঙ্গে করব।''

মোহনবাগান রত্ন অঞ্জন মিত্র

স্টাফ রিপোর্টার : গতবার যখন স্বপনসাধন (টুটু) বোসকে মোহনবাগান রত্ন দেওয়া হয়েছিল, তখনই জানা গিয়েছিল পরের বার মোহনবাগান রত্ন দেওয়া হবে প্রয়াত প্রাক্তন সচিব অঞ্জন মিত্রকে। মোহনবাগানের কার্যকরী কমিটির সদস্যরা সেই কথা রাখলেন। বুধবার ক্লাবের কার্যকরী কমিটির বৈঠকে এই বছর অঞ্জন মিত্রকে মোহনবাগান রত্ন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন কর্তারা।

মোহনবাগান রত্ন ছাড়াও আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত হল এদিনের সভায়। প্রাক্তন অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত ফুটবলার প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অসিত চট্টোপাধ্যায় ক্লাবের সহ-সভাপতি হলেন। এদিন সভা শুরু হওয়ার আগে সদ্যপ্রয়াত প্রাক্তন সভাপতি স্বপনসাধন (টুটু) বোসের স্মরণে নীরবতা পালন করা হয়। 'মেরিনার্স এরিনা' ফ্যান ক্লাবের তরফ থেকে স্বপনসাধন (টুটু) বোসের নামে রাস্তার নামকরণ ও একটি মূর্তি বসানোর প্রস্তাব করা হয়েছে মোহনবাগানের কাছে। ক্লাবের তরফ থেকে উক্ত ফ্যান ক্লাবকে আলোচনা করার জন্য ডাকা হচ্ছে। তাদের কাছে জানতে চাওয়া হবে এই বিষয়ে তাঁরা ঠিক কী সহযোগিতা চান।

জানা গিয়েছে, এবার মোহনবাগান দিবসের অনুষ্ঠান হবে দু'দিন ধরে। ২৯ জুলাই পতাকা উত্তোলন হয়ে প্রাক্তনদের ম্যাচ হবে মোহনবাগান মাঠে। পরের দিন মোহনবাগান রত্ন প্রদানের মূল অনুষ্ঠান হবে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে।

এবারে সেরা সমর্থকের জন্য উমাকান্ত পালোধি পুরস্কার পাচ্ছেন রাজীব রায় ও সৌরভ ঘোষ চক্রবর্তী। প্রতুল চক্রবর্তী পুরস্কার পাচ্ছেন প্রাক্তন ফিফা রেফারি সাগর সেন। সেরা কর্মকর্তার পুরস্কার পাচ্ছেন সদ্য প্রয়াত গোপীনাথ ঘোষ। মতি নন্দী নামাঙ্কিত সেরা ক্রীড়া সাংবাদিকের পুরস্কার পাচ্ছেন গৌতম ভট্টাচার্য। সেরা অ্যাথলিট তাহুরা খাতুন। সম্প্রতি তিনি অনূর্ধ্ব ২০ এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছেন। সেরা হকি খেলোয়াড় মহম্মদ রাহিল মৌসেন। সেরা বর্ষসেরা যুব ফুটবলার সুহেল ভাট। সেরা বর্ষসেরা ক্রিকেটার অভিষেক রমণ। সুভাষ ভৌমিক নামাঙ্কিত সেরা ফরোয়ার্ড হয়েছেন লিস্টন কোলাসো। সেরা বর্ষসেরা সিনিয়র ফুটবলার আলবার্তো রডরিগেজ। লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন প্রতাপ ঘোষ। সম্প্রতি ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন অনুষ্টুপ মজুমদার। এবার মোহনবাগান দিবসে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হবে তাঁকে।

অঞ্জন মিত্র।

রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ-র হাতে মোহনবাগানের ডাকটিকিট এবং ফার্স্ট ডে কভার তুলে দিলেন ক্লাব সচিব সৃঞ্জয় বোস ও সভাপতি দেবাশিস দত্ত। ছিলেন ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ সন্দীপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অর্থসচিব সুরজিৎ বসু।

চেনা ফর্মে রোনাল্ডো।

উন্মাদনা সামলাতে রোনাল্ডোর নিরাপত্তা দ্বিগুণ করল ফিফা

দুলাল দে
মায়ামি

ড্রেসিংরুমে নেতা থেকে বন্ধু সিআর

২৪ জুন : সাফল্য কীভাবে সব কিছু বদলে দেয়। তাই চ্যাম্পিয়নরা বলেন, যে কোনও মন খারাপের একটাই ওষুধ, সাফল্য-সাফল্য আর সাফল্য।

এই যেমন দেখুন না, বিশ্বকাপের স্রেফর প্রথম ম্যাচ। কঙ্গোর বিরুদ্ধে গোল না পাওয়াতে বিশ্বজুড়ে সমালোচনায় ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলা হয়েছিল সিআর সেভেনকে। এই ৪১ এর বুড়োর পক্ষে আর কিছুই সম্ভব নয়। তার উপর ড্রেসিংরুমে অন্যান্য ফুটবলারদের থেকে রোনাল্ডো কতটা একা। কেউ না কি, তার এই ঔদ্ধত্য পছন্দ করেন না। ফলে অধিনায়ক হওয়ার পরেও না কি, সহ ফুটবলারদের কাছে অধিনায়কের প্রাপ্য সম্মান পাচ্ছিলেন না। এরকম হাজারো, হাজারো অভিযোগ রটছিল। নিজের ২ গোল। আর দলের পাঁচ গোল। ব্যাস, রোনাল্ডোকে ঘিরে পুরো ৩৬০ ডিগ্রি ইউ টার্ন খোদ পর্তুগালের সংবাদ মাধ্যমগুলিতেই। বলা হচ্ছে, রোনাল্ডোর মতো এরকম নেতা হয় না। মাঠে, মাঠের বাইরে ড্রেসিংরুমে জুনিয়র ফুটবলারদের কাছে আদর্শ তিনি।

কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলার জন্য শুক্রবার দুপুরেই মায়ামিতে পা দিতে চলেছে রোনাল্ডো সহ পুরো পর্তুগাল টিম। ব্রাজিল-পর্তুগাল- আর্জেন্টিনা। বিশ্বফুটবলের ব্রাক্ষ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের পদার্পনকে ঘিরে বদলে গিয়েছে মায়ামির পরিবেশ। তার উপর মায়ামি হচ্ছে মেসির ঘরের মাঠ। কিন্তু তথ্য বলছে, শুধুমাত্র ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর জন্যই মায়ামিতে পর্তুগাল দলকে নিয়ে মারাত্মক পর্যায়ের নিরাপত্তা বলয় তৈরি হয়েছে। উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে ২ গোল করে ফের গোলের মঞ্চে ফিরে আসায়, রোনাল্ডো আবার স্বমহিমায়। সবাই এখন মুহূর্তের জন্য হলেও রোনাল্ডোকে একবার দেখতে চাইছেন। ছুঁতে চাইছেন। তাই মায়ামিতে উপস্থিত ফিফা কর্তারা বলছিলেন, রোনাল্ডোর জন্য নতুন করে নিরাপত্তা বলয় তৈরি করতে হয়েছে। মেসির ঘরের মাঠেই সিআরসেভেন-কে নিয়ে মারাত্মক পর্যায়ের উত্তেজনা। ফলে ম্যাচের টিকিটের দামও মারাত্মক পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

> পর্তুগিজ সাংবাদিকরা বলছেন, হয়তো রোনাল্ডো বুঝতে পেরেছেন, বিশ্বকাপ জেতার এটাই শেষ সুযোগ। এখানে তাঁর নিজস্ব গোলের সংখ্যা বাড়ানোর থেকেও দলের জয়টা বেশি জরুরি। তাই হয়তো নিজেকে বদলে ফেলে বন্ধুর মতো মিশে গিয়েছেন ড্রেসিংরুমের সকলের সঙ্গে।

কঙ্গো ম্যাচ শেষে মাঠেই সম্প্রচারকারী টিভি চ্যানেলের সামনে চিতকার করে বলেছিলেন, 'খারাপ খেললেই, বুড়ো হয়ে গিয়েছি। শেষ হয়ে গিয়েছি। সব কিছুর জবাব মাঠেই দিয়েছি।'

শুধু এই একটি বক্তব্যর মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, কঙ্গো ম্যাচের পর কী পরিমাণ চাপে ছিলেন তিনি। যেভাবে সংবাদমাধ্যম তাঁকে ক্ষত বিক্ষত করেছে, মেনে নিতে পারছিলেন না। এদিন, ফ্লোরিডায় বেস ক্যাম্পে জিমে হাল্কা স্ট্রেচিং আর আইস বাথ নিয়েছেন। দেখা যায়, দলের জুনিয়র ফুটবলারগের সঙ্গে অনেকক্ষন আড্ডা দিতে। পরে কলম্বিয়া ম্যাচের পরিকল্পনা করার জন্য কোচ মার্টিনেস যখন মিটিং ডাকেন, সেখানে কোচের পাশাপাশি রোনাল্ডো নিজেও নাকি অনকেক্ষন বক্তব্য রেখেছেন। বারবার করে দলের জুনিয়র ফুটবলারদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর এসব দেখেই অবাক হয়ে গিয়েছেন, মায়ামিতে ব্রাজিল ম্যাচ কভার করতে আসা নুনো। বলছিলেন, 'এতদিন রোনাল্ডো আমরা সুপারস্টার হিসেবে দেখতাম। কিন্তু এই বিশ্বকাপে সত্যিই ওকে বদলে যেতে দেখছি। মনে হচ্ছে, নেতা নন। বন্ধু। মাঠের বাইরে জুনিয়র ফুটবলারদের বোঝাচ্ছেন। উদ্বুদ্ধ করছেন। এরকমটা শেষ দেখা গিয়েছিল, ইউরো জয়ের সময়। এমনকী মাঠের ভিতরে সাইড লাইনে এসেও অনেক সময় কোচের সঙ্গে স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আলোচনা করছেন । আমরা তো এই রোনাল্ডোকেই চাইছিলাম।

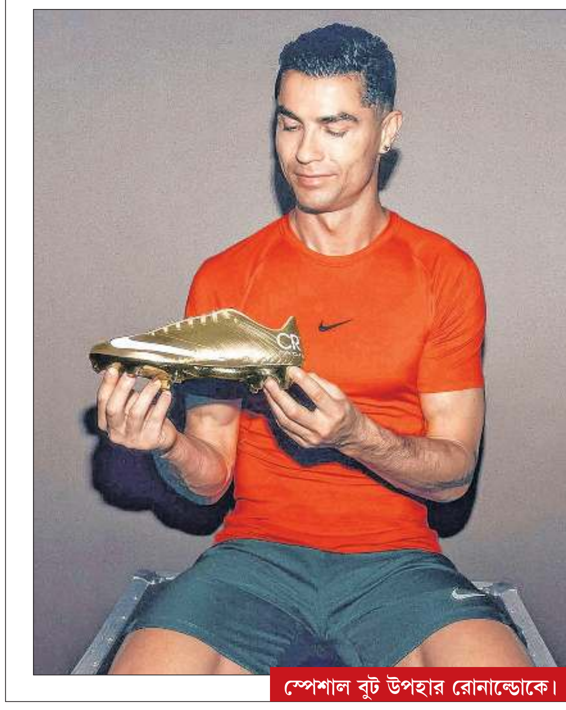
স্পেশাল বুট উপহার রোনাল্ডোকে।

সত্যিই 'সাকসেস' কীভাবে সামনের মানুষদের আচরণ বদলে দিতে পারে। কোচ মার্টিনেস অবশ্য প্রথম দিন থেকেই রোনাল্ডোর সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কঙ্গো ম্যাচে খারাপ পারফরম্যান্সের পর যখন দেশের সংবাদমাধ্যমগুলি আওয়াজ তুলেছিল, কাতার বিশ্বকাপের মতোই মার্টেনেসের উচিত, রোনাল্ডোকে বসিয়ে প্রথম একাদশ ঠিক করা। তখনও মার্টিনেস ছিলেন সিআর সেভেনের পাশে। পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন, পরের ম্যাচেও তাঁর প্রথম একাদশে থাকবেন। ফলও পেয়েছেন। সকলকে বোকা প্রমাণ করে এখন পর্তুগাল কোচ বলছেন, 'ক্রিশ্চিয়ানো দলের একজন সম্পদ। যাঁর ম্যাচ নিয়ে বিশ্লেষণের ট্যাকটিক্যাল জ্ঞান, যে কোনও প্রতিষ্ঠিত কোচের মতোই।'

কীভাবে এতটা বদলে গেলেন রোনাল্ডো? পর্তুগিজ সাংবাদিকরা বলছেন, 'হয়তো রোনাল্ডো বুঝতে পেরেছেন, বিশ্বকাপ জেতার এটাই শেষ সুযোগ। এখানে তাঁর নিজস্ব গোলের সংখ্যা বাড়ানোর থেকেও দলের জয়টা বেশি জরুরি। তাই হয়তো নিজেকে বদলে ফেলে বন্ধুর মতো মিশে গিয়েছেন ড্রেসিংরুমের সকলের সঙ্গে। ফুটবল বিশেষজ্ঞরা বলেন, একটা ড্রেসিংরুমের শক্তি বোঝা যায়, যখন কোনও একটা দল খারাপ সময়ের ভিতর থেকে যায়। সাকসেসে সব কিছুই মধুচন্দ্রিমার মতো মনে হয়।

ঘানার সঙ্গে ড্র। হতাশ হ্যারি কেন।

ছন্দহীন ফুটবলে ড্র করল ইংল্যান্ড

ইংল্যান্ড : ০ ঘানা : ০

বোস্টন : কথা রাখলেন 'ওঝা' নানা কোয়াকু বনসাম।

গোটা ম্যাচে তাদের আধিপত্য নিয়ে কোনও সংশয় নেই। প্রায় ৭৯ শতাংশ বল পজেশন ছিল। তবু মঙ্গলবার রাতে বিশ্বকাপের গ্রুপ 'এল'-এর ম্যাচে ঘানার বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করল বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার অন্যতম দাবিদার ইংল্যান্ড। নব্বই মিনিট মাঠে থাকলেন। সুযোগও পেয়েছিলেন বেশ কয়েকটা। কিন্তু গোল করতে পারলেন না ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি কেন। ঘানার 'ওঝা' নানা কোয়াকু ম্যাচের আগে বলেছিলেন, কালাজাদু প্রয়োগ করে হ্যারি কেনের ছন্দ নষ্ট করে দেবেন। তাঁর জাদুবিদ্যা কতটা কী করেছে, তা তিনিই বলতে পারবেন, কিন্তু মাঠে ইংল্যান্ড অধিনায়ক রইলেন নিষ্প্রভ। অধিনায়কের সঙ্গে গোটা ইংল্যান্ড দলকে দেখাল ছন্দহীন।

গোল পেলেন না র‍্যাশফোর্ড।

প্রথমার্ধে ইংল্যান্ড সেভাবে নিজেদের মেলে ধরতে পারেনি। বরং বিরতির পর কিছুটা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিল তারা। যদিও ঘানার শক্তিশালী রক্ষণ ভেদ করা হ্যারি কেনদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অথচ বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের পারফরম্যান্স ছিল দুর্দান্ত। এদিন বিরতির আগে হাতেগোনা কয়েকটি সুযোগ পেয়েছিল ইংল্যান্ড। তা তারা কাজে লাগাতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য গোলের কাছাকাছি পৌঁছে ছিলেন বুকায়ো সাকা, কেনরা। কিন্তু কেউই লক্ষ্যে স্থির থাকতে পারেননি। ম্যাচের পর ঘানার কোচ কার্লোস কুইরোজ বলছিলেন, "আমাদের লক্ষ্য ছিল প্রথম মিনিট থেকেই ওদের আটকে রাখা এবং হতাশ করে তোলা। সেই কাজে আমরা সফল।" এদিনের ড্রয়ের ফলে ইংল্যান্ড ও ঘানার পয়েন্ট দুই ম্যাচে চার পয়েন্ট। গোলপার্থক্যে ইংল্যান্ড গ্রুপ শীর্ষে রয়েছে।

ইংল্যান্ড কোচ টমাস টুখেল অবশ্য সমর্থকদের ধৈর্য ধরতে বলছেন। ঘানার অতিরিক্ত ডিফেন্সিভ ফুটবল তাঁকে অবাকও করেছে বলে জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ঘানার ফুটবলাররা শরীরকে হাতিয়ার করেছিল বলেও তিনি মনে করেন। টুখেলের বক্তব্য, "ওরা দৃঢ়তার সঙ্গে এদিন ডিফেন্স করেছে। একইসঙ্গে সুসংবদ্ধও ছিল।" এদিনের ফল কী ইংল্যান্ডের কাছে সতর্কবার্তা? জবাবে টুখেল বলেন, "আমরা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী ছিলাম না। যা হওয়ার হয়েছে। আমরা ম্যাচ থেকে এক পয়েন্ট পেয়েছি। দুই ম্যাচে চার পয়েন্ট। এখনও একটা ম্যাচ বাকি আছে।"

10 YEAR WARRANTY | BAJAJ SECURE • AMC • ROAD SIDE ASSISTANCE | 72198 21111 | Flipkart | amazon.in

*নিয়ম ও শর্তাবলি প্রযোজ্য। বাছাইকরা মডেলে 1 জুন থেকে 30শে জুন 2026 পর্যন্ত সাশ্রয় কার্যকর। প্রযোজ্য অফারগুলি বিভিন্ন মডেলে/রাজ্যে বিভিন্ন হতে পারে। ই-কম অফারগুলি নিজ-নিজ ই-কম অংশীদারের নিয়মের সাপেক্ষে। ই-কম অফারগুলি বিভিন্ন অংশীদারদের ক্ষেত্রে আলাদা হতে পারে। উল্লিখিত ESRPs প্রাথমিক ভেরিয়েন্টে। অফার সম্বন্ধে আরও জানতে, আপনার কাছের ডিলারের কাছে যান। পালসার 125 নিওন-এ ₹2 000/- ও NS125-এ ₹2 500/- ছাড় ।

Authorised Dealers for Bajaj Auto Ltd.: Berhampore SALES & SERVICE BAJAJ: 8001472000 • **Amtala** SALES & SERVICE BAJAJ: 9733174444 • **Polsonda** SALES & SERVICE BAJAJ: 9733163496• **Hariharpara** SALES & SERVICE BAJAJ: 7810995863 • **Jiaganj** SALES & SERVICE BAJAJ: 7548000448 • **Domkol** SALES & SERVICE BAJAJ: 8001308000 • **Lalbagh** SALES & SERVICE BAJAJ: 8170014224 • **Kandi** SALES & SERVICE BAJAJ: 9046055066 **Ragunathganj** RAGHUNATHGANJ BAJAJ 8373055182 • **Dhuliyan** RAGHUNATHGANJ BAJAJ : 8373055187• **Sagardighi**RAGHUNATHGANJ BAJAJ :8373055114 • **Tamluk** MS BAJAJ 9564611175 • **Contai** MS BAJAJ 9144144936 • **Bajkul** MS BAJAJ 9749525913 • **Egra** MS BAJAJ 9732464151 • **Suri** BANERJEE BAJAJ: 8170000448 • **Bolpur** BANERJEE BAJAJ: 7586906111 • **Asansol** AUTO MOOVERS BAJAJ: 7719356461 • **Burnpur** AUTO MOOVERS BAJAJ: 9434744772 • **Rupnarayanpur** AUTO MOOVERS BAJAJ: 7076902600 • **Neamatpur** AUTO MOOVERS BAJAJ: 7719356460 • **Durgapur** BANERJEE BAJAJ 8170000438 • **Andal** BANERJEE BAJAJ 9932481515 • **Budbud** BANERJEE BAJAJ 8170000383 • **Midnapore** R.K. BAJAJ: 9735095471 • **Kharagpur** R.K. BAJAJ: 8972342014 • **Burdwan** SALUJA BAJAJ 9434744277 • **Raniganj** CHATTERJEE BAJAJ: 9800119030 • **Mejia** CHATTERJEE BAJAJ: 7479043100 • **Gangajalghati** CHATTERJEE BAJAJ: 8145200634 **Bankura** R.K. BAJAJ: 9775888473 • **Purulia** R.K. BAJAJ: 7797022162..**Raghunathpur** RK Automart Private Limited : 9332556963.